উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৫,৫৭৭.৫৮ (-৫৫৫.২৩)
নিফটি : ২৩,৬৩৫.১০ (-১৪৪.০৫)

দাদ, হাজা, চুলকানি, গোড়ালি ফাটার মলম
তরুণ আয়ুর্বেদিক প্রাডাক্টস্
হাই পাওয়ার স্ক্যাবিগন
দুরন্ত চিকিৎসা শীঘ্র আরাম
Wanted Dealers & Distributors
For Trade Enquiry: 9438045440

মণিপুরি শিল্পীকে দিল্লিতে পিটিয়ে খুন ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৪° সর্বোচ্চ	২৫° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩৫° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ	২৪° সর্বনিম্ন

উমা আসছে ৩৭ দিন পর

জাস্কার হয়ে লাদাখ পৌঁছাতে নতুন সুড়ঙ্গ ৭

শিলিগুড়ি ২২ ভাদ্র ১৪৩৩ বুধবার ৫.০০ টাকা 9 September 2026 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 113

GOVERNMENT OF INDIA
BRICS INDIA 2026
BUILDING FOR RESILIENCE, INNOVATION, COOPERATION AND SUSTAINABILITY
BRICS SUMMIT
12 - 13 September 2026 New Delhi, India
People-Centric Approach Spirit of Humanity First
CBC 14129/13/0020/2627

বিপর্যয়ে ২৪৯ কোটি

পাহাড়ের মানুষ আমাদের ওপরে ভরসা রেখেছেন। তাঁদের ভালো রাখা, সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষিত বেকারদের চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব। পাহাড়বাসীকে খুশিতে রাখার চেষ্টা চালাচ্ছে রাজ্য।

কালিম্পংয়ের আকাশে হেলিকপ্টারে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার।

৬ অক্টোবর কালিম্পং মেডিকেলের শিলান্যাস

রণজিৎ ঘোষ

কালিম্পং, ৮ সেপ্টেম্বর : সকাল থেকে রাস্তার দু'ধারে সারি সারি মানুষ। শুধুমাত্র একবার দেখার অপেক্ষায়। প্রথমবার কালিম্পং সফরে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ঠিক ছিল, দূরবিন সেনা হেলিপ্যাডে অবতরণ করবে শুভেন্দুর হেলিকপ্টার। কিন্তু, বাদ সাধল প্রকৃতি। খারাপ আবহাওয়ার কারণে এদিন হেলিকপ্টার নামতেই পারল না। হেলিপ্যাডের ওপরে কয়েকবার চক্কর কেটে শিলিগুড়িতে চলে আসতে হল। তারপর উত্তরকন্যা থেকে ভার্চুয়ালি কালিম্পংয়ের সভায় অংশ নেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিকে, সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হলেও মুখ্যমন্ত্রী না আসায় অনুষ্ঠানে আগত জনতা হতাশ হয়ে পড়ে।

যে কথা আগেও বলেছেন, মঙ্গলবার তা ফের মনে করিয়ে দিলেন। উত্তরকন্যা থেকে কালিম্পংবাসীর উদ্দেশে শুভেন্দু বললেন, পাহাড়ের উন্নয়নে তাঁর নেতৃত্বাধীন সরকার বদ্ধপরিকর। কারণ, সেখানকার মানুষ ২০০৯ সাল থেকে নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে রয়েছেন। পাহাড়বাসীকে সরকারি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের আওতায় আরও বেশি করে নিয়ে আসা এবং স্থানীয় স্তরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল এবং যানজট সমস্যা মেটাতে সরকার সবরকমভাবে সচেষ্ট বলেও দাবি করেন এদিন।

শুভেন্দুর কথায়, 'কালিম্পংয়ে গিয়ে সবার সঙ্গে সরাসরি কথা বলার ইচ্ছে ছিল। আমি হেলিকপ্টারে রওনা হয়েছিলাম। কিন্তু খারাপ আবহাওয়ার জন্য কপ্টার নামতে পারেনি। ১০ মিনিট আকাশে চক্কর কাটার পরে পাইলট বললেন, খুব বেশি জ্বালানি নেই। ঝুঁকি নেওয়া যাবে না। তাই ফিরে এলাম।'

৬ অক্টোবর দার্জিলিং সফর সেরে তিনি কালিম্পংয়েও আসবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'পরেরবার আমি সড়কপথেই সফর করব। প্রয়োজনে একদিন আগে চলে আসব।' তবে, তার আগে ২২ সেপ্টেম্বর গন্ডার দিবসে কোচবিহার আর জলদাপাড়ায় আসবেন এবং ২ অক্টোবর বক্সায় যাবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বারবার পাহাড়ের উন্নয়নকে গুরুত্ব দিয়েছেন। জিটিএ আমলে প্রচুর দুর্নীতি, অনিয়মের জেরে উন্নয়ন যে হয়নি, তা জোর গলায় বলেন তিনি। এবার প্রশাসকের মাধ্যমে উন্নয়নে গতি আনতে নির্দেশ দেন। পাহাড়ের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় এদিনই জিটিএ-কে ২৪৯ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়ার ঘোষণা করে বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের সচিবকে টাকা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলে (ইএফআর) পাহাড় থেকে শীঘ্রই ৩০০ মহিলা সহ ১০০০ নিয়োগ হবে বলে শুভেন্দু জানিয়েছেন। চা শ্রমিকদের উন্নয়নের কথাও মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে বারবার উঠে এসেছে। ২০ শতাংশ হারে পুজো বোনাস দেওয়ার অ্যাডভাইজারির উল্লেখ করে বলেন,

এরপর দশের পাতায়

- অধিক উচ্চতায় অবস্থিত হেলিপ্যাডে দৃশ্যমানতা কম, তাই মুখ্যমন্ত্রীর কপ্টার নামতে পারেনি
- ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলে পাহাড় থেকে শীঘ্রই ৩০০ মহিলা সহ ১০০০ নিয়োগের ঘোষণা শুভেন্দুর
- তিস্তাবাজারের ক্ষতিগ্রস্ত ৭৩টি পরিবারের হাতে তিন লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয় মঙ্গলবার

DESUN HOSPITAL
বড় হসপিটালের অনেক বিভাগে নার্সিং প্র্যাক্টিক্যালের প্রচুর সুযোগ
বিশদে জানতে ফোন করুন
90 5171 5171
Desun Nursing School & College
Kolkata | Siliguri

মুখ্যমন্ত্রীর হেলিপ্যাডে তৃণমূল নেতার ছেলে

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ৮ সেপ্টেম্বর : মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হেলিপ্যাড চত্বরে কেন ঢুকেছেন তৃণমূল নেতার ছেলে? এমন প্রশ্ন তুলে মঙ্গলবার উত্তরকন্যা লাগোয়া ভিডিওকন মাঠে বিক্ষোভ দেখালেন বিজেপির একাংশ নেতা-কর্মী। তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন। ঘটনাকে ঘিরে এদিন

বিজেপির প্রতিবাদে উত্তেজনা, পুলিশের সঙ্গে বচসা

উত্তেজনা ছড়ায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে একাংশ নেতা-কর্মীর সঙ্গে পুলিশের বচসা ও ধস্তাধস্তি হয়। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বিষয়টি তিনি খোঁজ নিয়ে দেখবেন। অন্যদিকে, পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তায় কোনও খামতি ছিল না।

এদিন কালিম্পংয়ে প্রশাসনিক বৈঠক করার কথা ছিল শুভেন্দুর।

এরপর দশের পাতায়

শিক্ষককে ফেলে মার !

কলঙ্ক জলপাইগুড়ি জিলা স্কুলে

সদ্যই কেটেছে শিক্ষক দিবস। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের রঙিন ছবি দেখেছি আমরা সকলেই, যেমনটা দেখে থাকি প্রতিবার। ঠিক তার দু'দিন পরই লজ্জার ছবি দেখল জলপাইগুড়ি। ছাত্রদের হাতে প্রহৃত হলেন প্রধান শিক্ষক। সেই ভিডিও এখন ভাইরাল।

মিড-ডে মিল ঘিরে রণক্ষেত্র

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৮ সেপ্টেম্বর : মিড-ডে মিলকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার কাণ্ড জলপাইগুড়ি জিলা স্কুলে। ঐতিহ্যবাহী প্রায় দেড়শো বছরের প্রাচীন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে মারধরের অভিযোগ উঠল স্কুলের পড়ুয়াদের বিরুদ্ধেই। রক্তাক্ত অবস্থায় প্রধান শিক্ষককে উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেও পুলিশের গাড়ি আটকে তুমুল বিক্ষোভ দেখায় উত্তেজিত ছাত্ররা। শুধু তা-ই নয়, প্রধান শিক্ষকের ঘরের দরজা ও জানলার কাচও ভাঙচুর করা হয়। ঘটনার জেরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা শহরে।

স্থানীয় ও স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে বিদ্যালয়ে বিশেষ মিড-ডে মিলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পাশাপাশি জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে 'নেশামুক্তি' বিষয়ক সচেতনতা কর্মসূচি চলছিল। সেই সময় দশম শ্রেণির কয়েকজন ছাত্র মিড-ডে মিলের তদারকি করতে খাবার ঘরের দিকে যায়। ছাত্রদের দাবি, গরম লাগায় তারা সেখানে গিয়ে ফ্যানের নীচে বসেছিল, কোনও খাবার খায়নি। অভিযোগ, সেই সময় আচমকা প্রধান শিক্ষক ধর্মচাঁদ বাড়ুই খাবার ঘরে ঢুকে ছাত্রদের বেধড়ক মারধর করেন। এতে বেশ কয়েকজন ছাত্র জখম হয়। আহত এক পড়ুয়ার ক্ষোভ, যদি শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ ভোজের আয়োজন করা হয়ে থাকে, তবে আমরা সেখানে কেন যেতে পারব না? প্রধান শিক্ষকই কেন এভাবে আমাদের গায়ে হাত তুললেন? ঘটনার খবর চত্বরে ছড়িয়ে পড়তেই অন্য পড়ুয়ারা ক্ষোভে ফেটে পড়ে। অনুষ্ঠান কক্ষ থেকে প্রধান শিক্ষক বেরোতেই তাঁকে ঘিরে ধরে 'চোর চোর' ও 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগান তোলা হয়। পড়ুয়ারা প্রধান শিক্ষককে জোর করে মিড-ডে মিলের ঘরে নিয়ে গিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে দেখায়, কীভাবে রান্নার দায়িত্বে থাকা কর্মীরা টিফিন কৌটো ভর্তি করে মুরগির মাংস ও ভাত আলাদা করে রেখেছিলেন। ছাত্রদের স্পষ্ট অভিযোগ, প্রতিদিন ছাত্রদের পাতে নামমাত্র খাবার দিয়ে বাকিটা রান্নাঘর থেকেই সরিয়ে নেওয়া হয়। দীর্ঘদিন ধরে চলা এই বঞ্চনা ও নিম্নমানের খাবারের বিরুদ্ধেই তাদের এই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ।

এরপর দশের পাতায়

এবিভিপি-তে কাঁটা বুঝেও চুপ পদ্ম

গৌতম সরকার

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

শাঁখের করাতের দশা বিজেপির। বিশৃঙ্খলায় নাম জড়াচ্ছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের (এবিভিপি)। কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ- একের পর এক ঘটনা। হামলা তো বটেই, অগ্নিসংযোগও। রাজ্যে এখন বিজেপি রাজ। কিন্তু কোনও ঘটনার দায় নিচ্ছে না শাসকদল। প্রশ্ন করলে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য পর্যন্ত বলছেন, এবিভিপি'র সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক নেই। এবিভিপি তাঁদের ছাত্র সংগঠন নয়।

বিশৃঙ্খলায় সায় নেই বলে শমীকরা প্রকাশ্যে মন্তব্য করছেন বটে, কিন্তু একটি হামলার ঘটনাতেও বিজেপি সরকার পদক্ষেপ করেনি। করার উপায় নেই। এবিভিপি যে সংঘ পরিবারের সংগঠন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) ছাত্র সংগঠন বলে পরিচিত। ফলে সাধারণ মানুষের মনে এসব হামলার খারাপ প্রভাব পড়লেও বিজেপি নেতাদের ঠোঁটে আঙুল। ঘরোয়া আলোচনায় দলের কেউ কেউ অবশ্য মানছেন, এবিভিপি'র জন্য বিজেপির ভাবমূর্তি খারাপ হচ্ছে।

ভিন্নমতও আছে। বিজেপির জলপাইগুড়ির এক জেলা নেতার কথায়, 'জেন জেড এখন আমাদের দল ও আরএসএসের টার্গেট। একেবারে কলেজ স্তর থেকে তরুণ প্রজন্মকে হিন্দুত্বে টেনে আনার ভার দেওয়া হয়েছে। সেই কাজ করতে গিয়ে এবিভিপি কখনো-কখনো জোরজবরদস্তি করে ফেলছে। তাতে কিছু খারাপ হচ্ছে বুঝতে পারলেও আমাদের বলা বা করার কিছু নেই।' যেটুকু বলপ্রয়োগ হচ্ছে, তাতে আরএসএসের সায় আছে বলে সংঘ পরিবারে কান পাতলে বোঝা যাচ্ছে।

নির্বাচনি ফলাফলের ভিত্তিতে উত্তরবঙ্গের মাটিতে গেরুয়া প্রভাব যথেষ্ট। সেই শক্ত মাটিতে নবীন প্রজন্মের মধ্যে হিন্দুত্বের বীজ বপন করার দায়িত্ব এবিভিপি'র ঘাড়ে। সেই কাজ করতে গিয়ে কলেজ স্তরে বিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলিকে নির্মূল করার পথে এগোচ্ছে সংঘের ছাত্র সংগঠনটি। সেই লক্ষ্যপথে বাংলায় প্রধান বিরোধী দল তৃণমূলের বাধা তত নেই, যত আছে বামেদের। কেননা, ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্যত হাওয়া হয়ে গিয়েছে তৃণমূলের ছাত্র সংগঠন।

শক্তি তত না থাকলেও যেটুকু বাধা দেওয়ার যায়, চেষ্টা করছে বাম ছাত্র সংগঠনগুলি।

এরপর দশের পাতায়

পলাশ ফুলের রঙেই যার পরিচয় সীমাবদ্ধ ছিল এতদিন, আজ সেই প্রান্তিক গ্রাম পলাশবাড়ির কিশোর-কিশোরীদের বুকভরা স্বপ্ন ছুঁয়ে ফেলছে কলকাতার ময়দান। হাতে কাঠের স্টিক, চোখে অচেনা আকাশ জয়ের জেদ। আজ প্রথম পর্ব

ঘাম, স্টিক আর তিন স্বপ্নদ্রষ্টা

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ৮ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গের শান্ত, ছায়াঘেরা জনপদ- পলাশবাড়ি। পলাশ ফুলের রঙেই যার পরিচয় সীমাবদ্ধ ছিল এতদিন, আজ সেই প্রান্তিক গ্রামের কিশোর-কিশোরীদের বুকভরা স্বপ্ন ছুঁয়ে ফেলছে কলকাতার ময়দান। হাতে কাঠের স্টিক, চোখে অচেনা আকাশ জয়ের জেদ। কিন্তু দারিদ্র্য আর প্রতিকূলতার এই ধূসর জমিতে সোনালি স্বপ্নের বীজ বুনে দিল কে? নেপথ্যে রয়েছে তিন স্বপ্নদ্রষ্টার নিঃশব্দ তপস্যা। যাঁরা কোনও প্রতিদান না চেয়েই প্রান্তিক মাটির সন্তানদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন সম্ভাবনার আলো।

এই রূপকথার সূচনা তিন পথিকের হাত ধরে। উত্তর ২৪ পরগনার বাণীপুর শারীরশিক্ষা শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, বর্তমানে কোচবিহারের প্রবীণ বাসিন্দা সরোজকুমার বসু। দ্বিতীয়জন কুশিয়ারবাড়ি হলেশ্বর হাইস্কুলের আদর্শ ক্রীড়া শিক্ষক সহদেব বিশ্বাস। আর তৃতীয়জন মাটির মানুষ, মরিচঝাঁপির যুব সংঘের সম্পাদক জীবন সরকার। তিন ভিন্ন মেরুর মানুষ, অথচ অন্তরে এক অদৃশ্য সুর— গ্রামীণ ছেলেমেয়েদের জীবনে নতুন দিশা দেখানো।

সালটা ২০২২। অবসর জীবনেও যাঁর রক্তে খেলার স্পন্দন, সেই এনআইএস উত্তীর্ণ প্রবীণ কোচ সরোজবাবুর সঙ্গে পরিচয় হয় সহদেবের। উদ্দেশ্য ছিল একটাই— উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত কোণে হকির মশাল জ্বালানো। কিন্তু মাঠ কোথায়, খেলোয়াড় কোথায়? ঠিক তখনই এগিয়ে আসেন জীবন সরকার। যুব সংঘের মাঠটি তিনি খুলে দেন কিশোরদের জন্য।

এরপর দশের পাতায়

[QR code]

পুজোয় রসনাতৃপ্তির সঙ্গী সংশয়

খাবারের মান নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করলেও পুজোর দিনগুলিতে উদরপূর্তি থেকে বিরত থাকতে নারাজ আমআদমি। যতই হোক, বছরে একবার মেয়ে পরিবার নিয়ে বাপের বাড়ি আসেন। এবারে উপরিপাওনা পাঁচদিনের লম্বা ছুটি। আজ তৃতীয় পর্ব

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ৮ সেপ্টেম্বর : উৎসবের কাউন্ট ডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। আর বাঙালি মানেই তো ক'টা দিন ডায়েট চার্টকে আলবিদা জানিয়ে দেদার পেটপুজো! গ্যাস-অম্বলের চোখরাঙানিকে তোয়াক্কা না করে সকালের জলখাবার থেকে মধ্যরাতের চর্ব্যচোষ্য, দুর্গাপুজোয় সব মাফ।

শিলিগুড়ির পুজো মানেই আলোকমালায় সেজে ওঠা মণ্ডপ, রাজপথজুড়ে উপচে পড়া মানুষের ঢল। সেবক রোড, হিলকার্ট রোড থেকে বিধান রোডের অলিগলিতে রাতভর ঠাকুর দেখার ফাঁকে রোল, চাউমিন, মোমো কিংবা বিরিয়ানির গন্ধ নাকে এলেই জিভে জল আসে আট থেকে আশির। তবে এবছর সেসব মুখে তোলার আগে খাবারের মান নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে দানা বাঁধছে আশঙ্কা। শঙ্কার সুর হোটেল-রেস্তোরাঁ ব্যবসায়ীদের গলাতেও। লাগাতার অভিযানে যেভাবে একের পর এক খাবারের দোকানের স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে উদাসীনতা বেআব্রু হচ্ছে, তা পুজোর বিক্রিবাটায় বড়সড়ো প্রভাব ফেলতে পারে। সাধারণের বিশ্বাস ফেরাতে তাই সমাজমাধ্যমে প্রচারকেই হাতিয়ার করতে চাইছেন তাঁরা।

ছবি : এআই

খাবারের মান নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করলেও পুজোর দিনগুলিতে উদরপূর্তি থেকে বিরত থাকতে নারাজ আমআদমি। যতই হোক, বছরে একবার মেয়ে পরিবার নিয়ে বাপের বাড়ি আসেন। এবারে উপরিপাওনা পাঁচদিনের লম্বা ছুটি। কর্মব্যস্ততা ভুলে সকলেই আনন্দে গা ভাসানোর প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছেন। পেটপুজো তো উৎসবযাপনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

মঙ্গলবার বাঘা যতীন পার্কের বাইরে বেঞ্চে বসে রাত জেগে ঠাকুর দেখার প্ল্যানিং সারছিলেন রিয়া দে। সঙ্গী কলেজে তাঁরই সহপাঠীরা।

-খাওয়াদাওয়া হচ্ছে কোথায়?

ঘাড় ঘুরিয়ে ভ্রূ কুঁচকে রিয়া বললেন, 'সেটাই ভাবছি।

এরপর দশের পাতায়

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Executive Engineer, Dakshin Dinajpur Highway Division, P.W.(Roads) Directorate invites e-tender. e-NIT No. 02 of 2026-27. Tender ID: 2026_WBPWD_5022643_1 to 2. Bid submission start date (online): 07.09.2026 from 18:55 hrs. Bid Submission closing date (Online): 21.09.2026 up to 14:00 hrs. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.e.T and Tender documents may be downloaded from http://tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, Dakshin Dinajpur Highway Division, Public Works (Roads) Directorate ICA-T17365(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Assistant Engineer, P.W.D., MTB Sub-Division, Cooch Behar invites online e-tender. e-NIT No.: WBPWD/AE/MTB SUB DIVN/NIT_10/26_27, Tender ID: 1) 2026_WBPWD_5022663_1. Bid Submission start date (online): 09.09.2026 from 10.00 Hrs. Bid Submission closing date (online): 16.09.2026 upto 16.00 Hrs. Corrigendum if any will be published in the website only. Details of N.I.T. and Tender documents may downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer (PWD), Mathabhanga Sub-Division, Mathabhanga, Cooch Behar ICA-T17325(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Notice Inviting e-Quotation

Executive Engineer, Dakshin Dinajpur Division, PWD are invited Notice Quotation no. WBPWD/EE/DDD/NIeQ-08/2026-27 for the work 1 (One) no. supply work "supply of ready to use potholes repair material for all weather resilience for rapid maintenance using seel slag road technology for sustainable road under Dakshin Dinajpur Division, P.W. Dte. Last date of Bid Submission 25-09-2026 upto 16:00 Hrs. All documents alongwith Corrigenda can be seen/obtained from the websites https://tenders.wb.gov.in and office notice board. Tender ID : 2026_WBPWD_5022658_1 Sd/- Executive Engineer, Dakshin Dinajpur Division, P.W. Dte. ICA-T17319(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Executive Engineer, Cooch Behar Division, Social Sector, P.W.Dte. invites online e-tender. e-NIQ No. 1) 04/EE/COB DIVN/SS/P.W.Dte. of 2026-27. Tender ID: 2026_WBPWD_5022007_1. Bid Submission start date (online): 09.09.2026 from 10.00 A.M. Bid Submission closing date (online): 21.09.2026 upto 02.00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, Cooch Behar Division, Social Sector, P.W.Dte. ICA-T17336(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE

Online PERCENTAGE rate tender is invited vide NIT no. 02 of 2026-2027 of SE/NHC for the work of Construction of Single Cell 3.0 m x 3.0 m RCC Box Culvert at 6.125 km of Vandabari Mathabhanga Road replacing narrow old and damaged double row pipe culvert under Uttar Dinajpur Highway Division in the District of Uttar Dinajpur Project ID: PD2627537035000 Rs. 1,29,81,556.00. (Tender ID : 2026_WBPWD_5022537_1). Last date of bid submission of NIT is 06.10.2026 up to 1:00 P.M. Intending bidders are requested to visit the website: https://tenders.wb.gov.in and this office notice board. Sd/- (SANJEEV KUMAR MEHTA), Superintending Engineer, Northern Highway Circle, P.W. (Roads) Directorate. ICA-T17351(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE (2nd Call)

Annual e-tender is invited by the commandant of S.A.P 12th Bn. Dabgram, Jalpaiguri for purchase of "spare parts, garage works (fitting and fixing)" for repairing of government vehicles of S.A.P 12th Bn. Dabgram, Jalpaiguri from bonafide suppliers/firms/ contractors/ dealers/ garage owners/ co-operative SSI unit having Govt. Registered trade license and shop/work shop within a distance of 25 km radius from the office of the commandant of S.A.P 12th Bn. Dabgram, Jalpaiguri. The shops/works shop need to be operative from last one (01)year from the publication date of this tender notice. The tender rate should be within M.R.P including GST and quoted in the prescribed format (standardized BOQ format). Sd/- Commandant, S.A.P 12th Bn., Dabgram, Jalpaiguri ICA-T17311(2)/2026

কর্মখালি

Sister Nivedita D.Ed Training Institute (D.El.Ed & B.ED), Kamakhyaguri, Alipurduar. Application are invited from eligible and qualified candidates for appointment in Post of Principal- (01). Asst. Professor for B.Ed in the method Subject- Mathematics' - (02), Physical Science (01), Life Science- (01), Geography- (01), Fine Arts- (01), Candidates must possess the requisite qualifications as per applicable NCTE norms. Interested Candidates may send their updated CV with copies of relevant documents of the following email:- sisterniveditaptti@gmail.com (D/S)

কর্মখালি

আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থায় পার্ট টাইমে পরামর্শমূলক কাজের জন্য সিরিয়াস পুরুষ/মহিলা চাই। 9242400476. (K)

ভাড়া

শিলিগুড়ি সুভাষপল্লী IGNOU বিপরীতে 3 BHK ১তলা ভাড়া দেবো। M : 6294438604 (8A.M.-7 P.M.) (C/123538)

অ্যাভিডেভিট

৩/৯/২০২৬ তারিখ শিলিগুড়ি নোটারি অ্যাফিডেভিটের মাধ্যমে জানাচ্ছি যে আমি শ্রীমতি মহামায়া ঘোষ, স্বামী প্রয়াত অতুল চন্দ্র ঘোষ। মাদার টেরিজা রোড, পো: ভক্তিনগর, জেলা: জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ির বাসিন্দা। আমার উল্লেখিত সম্পত্তি (দলিল নং আই-৮৪৭) এবং এটি বেসমেন্টে অবস্থিত নয়। (C/123683)

•

আমার DL No. WB7120150911624 এ Bijay Sarkar নাম আছে। গত 08/09/2026 তারিখে Notary এর মাধ্যমে Jalpaiguri Court হইতে Affidavit বলে Bijoy Sarkar ও Bijay Sarkar এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম। (C/123143)

•

আমি Jamuna Mandal Kabiraj, W/o- Sufal Mandal, আমার মেয়ের জন্ম শংসাপত্রে যার Reg No- 98/03, Dt-10/05/2003, আমার নাম Shikha Mondal থাকায় গত 17/10/25 এ E.M. কোর্ট বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুরে অ্যাফিডেভিট বলে Shikha Mondal থেকে Jamuna Mandal Kabiraj করা হয় যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/123686)

•

আমি ভাস্কর বর্মন, পিতা ব্রজেন বর্মন। আমার মেয়ের নামের সঠিক বানান হল Srotaswini Barman, কিন্তু জন্ম সার্টিফিকেটে মেয়ের নামের বানান Srotswini Barman রয়েছে। গত 27/08/2026 ইং তারিখে মাথাভাঙ্গা কোর্টে ফাস্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে অ্যাফিডেভিট করে Srotaswini Barman এবং Srotswini Barman একই নামে পরিচিত করেছি। গ্রাম+পো: ফুলবাড়ি, থানা: ঘোকসাডাঙ্গা, জেলা: কোচবিহার। (C/123687)

ABRIDGED E-TENDER NOTICE

Tender are hereby invited vide Tender Reference NIT No. DHUPGURI/BDO/NIT-002/2026-27 from the undersigned. Details of works and tender conditions are available in the office of the undersigned in any working day during office hours.

Block Development Officer
Dhupguri Development Block

কাটিহার ডিভিশনে ইলেক্ট্রিক্যাল টিআরডি কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: EL_TRD_12_26-27; তারিখ: 02-09-2026; বিড নং: EL_TRD_12_26-27) । নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: কাজের নাম: "কাটিহার ডিভিশনের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গের এলাকায় ন্যূনতম অত্যাবশ্যকীয় সুবিধা ও দিব্যাঙ্গজন-এর সুবিধার উন্নয়নের লক্ষ্যে রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে এমারজেন্সি লাইটিং-এর ব্যবস্থা"-এর সাথে সম্পর্কিত ইলেক্ট্রিক্যাল টিআরডি কাজ। টেন্ডার মূল্য: ১,২০,৫৩,৭৬০.০০ টাকা; বায়না মূল্য: ১,৮০,১০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৪-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খোলা হবে ২৪-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৪-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

গাড়ি ভাড়া করা

বিড নং: GEM/2026/B/7972077; তারিখ: 28-08-2026। নিম্নস্বাক্ষরকারী সহ থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-বিড আহ্বান করা হচ্ছে: কাজের নাম: এডিইই/টিআরডি/লামডিং-এর অধীনে এডিইই/টিআরডি/নিউ জলপাইগুড়ি অফিসের জন্য ৩৬ মাস সময়ের জন্য বৈদ্যুতিক সম্পসারণ কাজ পরিদর্শন ... গাড়ি ভাড়া করা। বিড সমাপ্তির তারিখ ২১-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টা। বিড খোলার তারিখ ২১-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২১-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.gem.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কাটিহার ডিভিশনে এস অ্যান্ড টি কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: কেআইআর-এস-২০২৬-কে-২৪; তারিখ: ০৩-০৯-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: কাজের নাম: ... ইউএফএসবিআই সিস্টেম ... টেন্ডার মূল্য: ... টাকা। উপরে উল্লিখিত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য ... www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এস অ্যান্ড টি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

শিলিগুড়ি জংশনে যানবাহন ভাড়া করা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ১৩৯-এসজিইউজি-ভেহিক্যাল-০২-২০২৬; তারিখ: ৩১-০৮-২০২৬ (বিড নং - জিইএম/২০২৬/বি/৭৯৭৭০৬৮)। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-বিড আহ্বান করা হচ্ছে: কাজের নাম: ... শিলিগুড়ি জংশন-এর ... গাড়ি ভাড়া ... টেন্ডার মূল্য: ... টাকা, বায়না মূল্য: ... টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২১-০৯-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। উপরে উল্লিখিত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২১-০৯-২০২৬ তারিখ ১৫:০০টা পর্যন্ত www.GeM.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে।

সিনিয়র ডিএমই/ডিজেল, শিলিগুড়ি জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

CIRCULAR

Premium Dahi Bucket- 1 KG বর্তমানে উপলব্ধ না থাকায়, 10.09.2026 তারিখ থেকে Eris Premium Dahi সাময়িকভাবে Premium Misti Doi Bucket- 1 KG-এ সরবরাহ করা হবে। পণ্য ও গুণমান একই থাকবে, শুধুমাত্র বালতিটি ভিন্ন হবে। Premium Dahi Bucket পুনরায় উপলব্ধ হলে, আগের বালতিতেই সরবরাহ করা হবে। এই সাময়িক অসুবিধার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। পক্ষে, Saayein Trexim Pvt. Ltd. (P/A)

CIRCULAR

Due to the unavailability of the Premium Dahi Bucket- 1 KG, Eris Premium Dahi will be supplied in the Premium Misti Doi Bucket-1 KG from 10.09.2026. The product and quality remain the same, only the bucket will be different. The regular bucket will be used once available. We apologize for the inconvenience For, Saayein Trexim Pvt. Ltd. (P/A)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

The Executive Engineer, North Bengal Construction Division, PWD, Siliguri, on behalf of the Governor of West Bengal invites e-Tender for One no. work, details of which may be had from the office of the undersigned on working days during the office hours or on website: https://tenders.wb.gov.in or at www.wbpwd.gov.in NIT Ref No: WB/PWD/EE/NBCD/NIT/18/2026-2027. NIT ID : 2026_WBPWD_5022661_1. Bid submission End Date for the works : 23.09.2026 upto 02:00 P.M. Eligibility : Bonafide Resourceful Contractors. Note :- Any subsequent corrigendum if necessary will be published on website only. Sd/- Executive Engineer (PWD) North Bengal Construction Division Siliguri. ICA-T17321(3)/2026

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে বাউন্ডারি ওয়ালের নির্মাণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ৫৮/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখ: ০৩-০৯-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. ২১-এপি-II-২০২৬। কাজের নাম: আলিপুরদুয়ার জংশনে: এডিইএন/এইচকিউ/আলিপুরদুয়ার জংশন অধিক্ষেত্রের অধীনে কলোনির সঙ্গে বাউন্ডারি ওয়ালের নির্মাণ। টেন্ডার রাশি: ৪,৫০,৮৯,৬৮৪.২০/- টাকা। বায়না রাশি: ৯,০১,৮০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়: ২৫-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র আগামী ২৫-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

হাই মাস্ট দ্বারা ফ্যাব্রিকেটেড টাওয়ারের প্রতিস্থাপন

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : আরএনওয়াই-ইএল-টি-০৪-২০২৬-২৭-আরচি, তারিখ : ০২-০৯-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নাম : আই, কেকী, মানস ব্রিজ, ইডব্লিউএস ও ট্র্যাক ডিপো/বঙ্গাইগাঁও-এ - হাই মাস্ট দ্বারা ফ্যাব্রিকেটেড টাওয়ারের প্রতিস্থাপন।। বিজ্ঞাপিত মূল্য : ৩৮,১৮,৮১৮.৭৮/- টাকা; বায়না মূল্য : ৭৬,৪০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধ/খোলার তারিখ ও সময় ২৪-০৯-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায়। উপরে উল্লিখিত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথিসহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে।

সিনিয়র ডিইই/রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

SE, NBHC P.W. (Roads) Directorate invites online e-tender for the work of : Barthore BOP Road from 0.000 kmp to 0.900 km for widening and strengthening works under Cooch Behar Highway Division in the district of Cooch Behar. Project Id :- PD2627536285000. Rs. 2,71,33,577.09. NIeT No. 06 of 2026-27 Tender Id :- 2026_WBPWD_5022657_1. Bid submission start date (online) 11.09.26 from 15:00 hrs. Bid submission closing date (online) 05.10.26 upto 15:00 hrs. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIeT and Tender documents may be downloaded from http://tenders.wb.gov.in Sd/- S.E. NBHC. PWRD, GOVT OF W.B. ICA-T17353(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Executive Engineer, P.W.D., Dakshin Dinajpur Electrical Division invites online e-tender for the work of "Day to day maintenance of E.I work at Raiganj Govt. Medical College & Hospital including Sub Station & Residential quarter and PWD Sub division Office & PWD Quarter under Raiganj Electrical Section-I of Dakshin Dinajpur Electrical Division, PWD in the district of Uttar Dinajpur." e-NIT No: WBPWD/EE/DDED/e-NIT-38 of 2026-27, Tender Id: 2026_WBPWD_5022509_1, Bid submission closing date (online): 25.09.2026 upto 12:30 Hrs. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender Documents may be downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, P.W.D., Dakshin Dinajpur Electrical Division ICA-T17345(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

SE, NBHC P.W. (Roads) Directorate invites online e-tender for the work of :- Jalpaiguri to Chaulhati Road ch. From 0.00 kmp to 1.50 km Surfacing work under Jalpaiguri Highway Division in the district of Jalpaiguri. Project Id:- PD2627535355000. Rs. 2,67,77,850.09. NIeT No. 05 of 2026–27 Tender Id : - 2026_WBPWD_5022486_1. Bid submission start date (online) 11.09.26 from 15:00 hrs. Bid submission closing date (online) 05.10.26 upto 15:00 hrs. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIeT and Tender documents may be downloaded from http://tenders.wb.gov.in Sd/- S.E. NBHC. PWRD, GOVT OF W.B. ICA-T17354(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
WRI&DD e-NIT

Online tender eNIT-07 of 2026-27 [ID: 2026_WRDD_1040995_1], Tender Reference number- WRDD/EEAM/MLD-I/eNIT-07 /2026-27 has been invited by the Executive Engineer(A-M), Malda-I (A-M) Division, at Madhabnagar, Mokdumpur, Malda-732103 from Bonafide agency for " Carriage of 20 HP Electro motor pumping sets with all fittings from Malda-I (A-M) Sub-Divisional Store to inundated areas in Bhutni flood affected area in Manikchak block for de-watering from enclosed isolated small pocket water logged areas form where gravity drainage of water won't be possible and return back the pumpsets to the Sub-Divisional Store including engagement of unskilled & skilled labour for shifting, operation, maintenance & guarding of pump sets under Malda-I (A-M) Division in Malda District."
Estimated amount Rs.4,04,441.00. Last date & time of Bid Submission is 16.09.2026 upto 14.00 Hrs. Other details may also be seen from the office notice board/ website (https:// wbtenders.gov.in). Corrigendum if any will be published in website only.
Sd/-
Executive Engineer(A-M),
Malda-I(A-M) Division, Madhabnagar, Malda.
ICA-T17312(1)/2026

আলিপুরদুয়ারে ফ্যাব্রিকেশন, অ্যাসেম্বলি কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ৫১/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ০১-০৯-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, টেন্ডার নং : ২১-এপি-I-২০২৬; কাজের নাম : সিনিয়র ডিইএন/I/আলিপুরদুয়ার জংশন-এর এক্তিয়ারাধীন অনুমোদিত এস্টিমেট নং ০৮/ইএনজিজি/এপি-I অফ ২০২৫-২৬, ০৩/ইএনজিজি/এপি-I অফ ২০২৫-২৬, ০৬/ইএনজিজি/এপি-I অফ ২০২৫-২৬, ০৫/ইএনজিজি/এপি-I অফ ২০২৫-২৬-এর সাথে সম্পর্কিত রানিং লাইনে ব্রডগেজ ৬০ কেজি/৫২ কেজির উপর ইন-সিটু জি-৩এল টাইপ গ্লুড ইনসুলেটেড জয়েন্টসের ফ্যাব্রিকেশন, অ্যাসেম্বলি। টেন্ডার মূল্য: ৮০,৪৫,৪২৯.৪৯/- টাকা; বায়না মূল্য: ১,৬০,৯০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২৩-০৯-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলা হবে ১৫:৩০ টায়। উপরে উল্লিখিত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৩-০৯-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

রঙিয়া মণ্ডলে বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. আরএনওয়াই-ইএল-টি-১১-২০২৬-২৭ তারিখ: ০২-০৯-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: কাজের নাম: ভূবিয়া: পূর্ণ দৈর্ঘ্যের উচ্চ স্তরীয় প্ল্যাটফর্ম পর্যন্ত উপযোগী করে তোলার জন্যে রেল লেভেল প্ল্যাটফর্ম নং. ২ এর উত্থান এবং সম্প্রসারণের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার রাশি: ২১,৬৯,৩১২.৭৫/- টাকা। বায়না রাশি: ৪৩,৪০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়: ২৪-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে টার্ণ আউটের মান নির্ধারণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ৫৭/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখ: ০৩-০৯-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. ২৩-এপি-I-২০২৬। কাজের নাম: রাণীনগর জলপাইগুড়ি-নিউ কোচবিহার-গোসাইগাঁও হাট, নিউ চ্যাংরাবান্ধা-নিউ কোচবিহার-গোলকগঞ্জ এবং আলিপুরদুয়ার জংশনে, টার্ণ আউটের মান নির্ধারণ-২৫৯ সেট। টেন্ডার রাশি: ৪,০০,২৫,১৩২.২৩/- টাকা। বায়না রাশি: ৮,০০,৫০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়: ২৫-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র আগামী ২৫-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE

Government of West Bengal, Department of Agriculture, Office of the Deputy Director of Agriculture (Admn.), Dakshin Dinajpur, Balurghat invites online e-Tender vide e-NIT No. AGRI/DD/e-NIT No.-02/2026-2027 (1st Call), vide Memo No. 2168(17), dated 24.08.2026, for procurement of different inputs/Machinery under different schemes. Submission of Bid will start online on: 01/09/2026 from 9.00 am, Closing date of Bid Submission: 14/09/2026 upto 2:00 PM, Date and time of opening of Technical & Financial Bids: 16/09/2026 at 2:30 PM onwards. Details of the e-Tender will be available from the office of the undersigned on any working day between 11:00 AM and 4:00 PM and through the e-Tender portal of the Government of West Bengal. The Tender Notice will be available on the e-Tender portal from 01/09/2026 at 9:00 A.M. through the website https://wbtenders.gov.in. Sd/- (Amit Chattopadhyay) Dy. Director of Agriculture (Admn.), Dakshin Dinajpur, Balurghat ICA-T17315(3)/2026

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এপি-ইএল-টিআরডি-০১-২৬-২৭-আরটি২ তারিখ: ০২-০৯-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. এপি-ইএল-টিআরডি-০১-২৬-২৭-আরটি২। কাজের নাম: ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের বিপরিতে নিউ চ্যাংরাবান্ধা স্টেশনে ওএইচই নবীকরণ কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ "নিউ চ্যাংরাবান্ধার ময়নাগুড়ি রোড প্রান্তে ক্রসওভারের উপলব্ধতার দ্বারা নিউ চ্যাংরাবান্ধায় সরাসরি প্রাপ্তকরণের ব্যবস্থা করা।" টেন্ডার রাশি: ১,৩৪,৮৮,৬১৬.৩০/- টাকা। বায়না রাশি: ২,৬৯,৮০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়: ২৩-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিআরএম/ইলেক্ট (টিআরডি)/আলিপুরদুয়ার জংশন কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি, ওপি এণ্ড জিএস, আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে নির্মাণ/উন্নয়ন কার্য

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ৫৬/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখ: ০১-০৯-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. ২০-এপি-II-২০২৬। কাজের নাম: আলিপুরদুয়ার জংশনে-এসএসই(ডব্লিউ)/I/আলিপুরদুয়ার জংশন অধিক্ষেত্রের অধীনে শ্রেণীকক্ষ, বাউন্ডারি ওয়াল, এসি শীট, শ্রেণীকক্ষের ফ্লোর এবং ওয়াল, স্ল্যাব এবং নর্দমার অন্তর্ভাগের ব্যবস্থা করা ধরণের জরাজীর্ণ রেলওয়ে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নির্মাণ/উন্নয়ন। টেন্ডার রাশি: ৪,১৮,২৮,৪৬৬.০৭/- টাকা। ডাক সুরক্ষা জমা: ৮,৩৬,৬০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়: ২৩-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৩২০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৩৯৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৬৩৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৩৪১০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৩৪২০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

কাটিহার মণ্ডলে বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল-টিআরডি-১৩-২৬-২৭ তারিখ: ০৩-০৯-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: কাজের নাম: "কাটিহার মণ্ডলে: নিউ জলপাইগুড়ি-মালদা টাউন খণ্ডের টেল্টা-সুধানির মধ্যে বিদ্যমান ৩×১২.২ মিটার এবং ৬×১৮ মিটার স্প্যানের প্রতিস্থাপন করে সেতু নং. ১১৩ এ অতিরিক্ত জলপথের ব্যবস্থা করা"র সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ (দ্বৈত রেলপথ)। টেন্ডার রাশি: ১,৯৬,৩৮,৭৬০.০৪/- টাকা। বায়না রাশি: ৩,৯২,৮০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়: ২৫-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

Notice

E-Tender are invited for providing A/C Motor Cab/Maxi Cab with Engine capacity more than 1490 CC for Accounts Section, the CMOH Office Darjeeling, Vide NIeT No. DHFWS/05 of 2026-27 (3rd Call). For more details visit to www.tenders.wb.gov.in and www.wbhealth.gov.in or office of the undersigned.
Sd/-
Chief Medical Officer of Health
Darjeeling

Cooch Behar Zilla Parishad
Cooch Behar
Notice Inviting Tender (in brief)

Following E-Tender (s) are hereby invited on behalf of Cooch Behar Zilla Parishad for Construction of roads in different areas of this district vide NIT No. WBZP/10/DE-ET/COB/2026-27 (Sl. No. 1-20), WBZP/11/DE-ET/COB/2026-27 (Sl. No. 1-20), WBZP/12/DE-ET/COB/2026-27 (Sl. No. 1-20) and WBZP/13/DE-ET/COB/2026-27 (Sl. No. 1-21) for all of which the last date of submission of Technical and Financial Bid is 18.09.2026 (upto 6.50 p.m.), and the Corrigendum Notice vide communicating memo no. 2062 (17)/ WBZP/G/DE-ET/COB/2026 dated 07.09.2026 regarding cancellation of works under sl no. 1 and 3 of NIT No. WBZP/06/DE-ET/COB/2026-27 (Sl. No. 1-20), under sl no. 1 and 13 of NIT No. WBZP/07/DE-ET/COB/2026-27 (Sl. No. 1-20) AND under sl. no. 14, 17 and 19 of NIT No. WBZP/08/DE-ET/COB/2026-27 (Sl. No. 1-19) . For details the website **https://tenders.wb.gov.in** may be accessed.
Sd/- Additional Executive Officer
Cooch Behar Zilla Parishad, Cooch Behar

কাটিহার মণ্ডলে বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. আর_ইএল_টিআরডি_১০_২৬-২৭ তারিখ: ০২-০৯-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: কাজের নাম: যান্ত্রিক কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ-"মেমু উভের রক্ষণাবেক্ষণের হেতু শিলিগুড়ি জংশনে তেমু শেডের সংবর্ধন।" টেন্ডার রাশি: ১,৩৩,৬৬,৪২৯.৭০/- টাকা। বায়না রাশি: ২,৬৭,৩০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়: ২৪-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই (টিআরডি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার ডিভিশনে ইলেকট্রিক্যাল টিআরডি কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ইএল_টিআরডি_১১_২৬-২৭; তারিখ: ০২-০৯-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; কাজের নাম : "কাটিহার ডিভিশনের বিহার অংশে সর্বনিম্ন প্রয়োজনীয় সুবিধা ও দিব্যাঙ্গজন সুবিধার উন্নয়নের জন্য রেলওয়ে স্টেশনে জরুরি আলোর ব্যবস্থা" -র সাথে সম্পর্কিত ইলেকট্রিক্যাল টিআরডি কাজ। টেন্ডার মূল্য: ১,২০,০২,৭৯০.৫০/- টাকা; বায়না মূল্য : ২,৪০,১০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২৪-০৯-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলা হবে ১৫:৩০ টায়। উপরে উল্লিখিত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৪-০৯-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই/টিআরডি/ কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: 52/W-2/APDJ, তারিখ: 01-09-2026। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং.: 19-AP-II-2026। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: সালাকাটিতে-প্ল্যাটফর্ম নং. ২ ও ৩ -এর উচ্চতা বৃদ্ধি, কম খরচায় পিপি শেড, পিপি শেড প্রতিস্থাপন ও দিব্যাঙ্গজনের জন্য সুবিধা, নতুন স্টেশন বিল্ডিং। টেন্ডার মূল্য: ৪,৭৪,১৭,২৩৪.৪৪ টাকা; বিড সিকিউরিটি: ৯,৪৮,৪০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৩-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খোলা হবে ২৩-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৩-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: EL/29/RT54_2026/K/894, তারিখ: 31-08-2026। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং.: RT54_2026; কাজের নাম: ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল কাজ "নিউ জলপাইগুড়িতে: এরিয়া অফিস থেকে নিউ জলপাইগুড়ি ওয়ার্ল্ড ক্লাস স্টেশনের দ্বিতীয় প্রবেশপথ পর্যন্ত স্টেশন অ্যাপ্রোচ রোড-এর উন্নয়ন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।" টেন্ডার মূল্য: ১,৪২,২৯,৭২৬/- টাকা; বায়নার ধন: ২,৮৪,৬০০/- টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২২-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ২২-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিনি. ডিইই/জিঅ্যান্ডসিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

গ্রু স্লিপার রিনিউয়াল কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ৫৩/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ০২-০৯-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং : ১৪-এপি-III-২০২৬; কাজের নাম : ওয়াই লেগ - ময়নাগুড়ি রোড - নিউ চ্যাংড়াবান্ধা (এসএল)-টিএসআর (পি)- ১৯.৭০০ টিকেএম। টেন্ডার মূল্য: ৭,২৩,৪০,১৭৮.৩৮/- টাকা; বায়না মূল্য: ১৪,৪৬,৮০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২৪-০৯-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। উপরে উল্লিখিত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৪-০৯-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

CORRIGENDUM NOTICE
(TIME EXTENSION)

Due to necessary modifications in the Notice Inviting Quotation (NIQ)/Notice Inviting Tender (NIT), the dates for bid submission and opening for the following tender have been extended by 8 days.
* Tender ID : 2026_MAD_1037866_1
* NIT/NIQ Reference No.: WBMAD/JM/CH/eNIQ-1/2026-27
* Memo No. & Date : 1390/JM Dated : 13/08/2026
* **Name of Work :** Supply of tractor with trolley for cleaning of garbage under Jalpaiguri Municipality in 25 nos ward including all Markets, shops, hotels,restaurants and other bulk generator, all offices, High Court, Jalpaiguri Medical College all units, All Nursing Homes such as Merina, Eveland Touch, Teesta Jalpaiguri nursing home, Prosuti Sadan & other cleaning and carrying of garbage from any other institution within municipal jurisdiction or outside which the ULB directed. Night sweeping including removal of garbage in core town area 10 numbers cleaner and 3 numbers paddle van need to be engaged. It is to be mentioned no objection on the part of agency will be entertain.
Revised Schedule :
* Bid Submission Closing Date (Extended): 16/09/2026 (up to 6:55 PM)
* Bid Opening Date (Technical) (Extended) : 16/09/2026 (at 11:30 AM)

Sd/- Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে হাসপাতালের জন্য অনারারি ভিজিটিং স্পেশালিস্ট নিয়োগ

নং : এইচ/২৪৭/২/এইচভিএস তারিখ : ২৬-০৮-২০২৬

নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে হাসপাতালের জন্য অনারারি ভিজিটিং স্পেশালিস্ট নিয়োগের উদ্দেশ্যে আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে। ইচ্ছুক চিকিৎসকগণ যাঁরা নীচে নির্দিষ্ট করা যোগ্যতা/পাত্রতার মানদণ্ড পূরণ করেন তাঁরা উক্ত নিয়োগের জন্য আবেদন করতে পারেন। বিদ্যমান নির্দেশিকা অনুসরণে প্রকল্পের সম্প্রসারণ সাপেক্ষে নিয়োগটি এক বছরের মেয়াদের জন্য সম্পূর্ণ চুক্তিভিত্তিক প্রদান করা হবে।

ক্রম নং	স্থান	নিয়োগযোগ্য এইচভিএস-এর সংখ্যা	নিয়োগযোগ্য এইচভিএস -এর স্পেশালিটি	এইচভিএস -এর প্রস্তাবিত ডিউটির সময়সূচী
১	এনজেপি রেলওয়ে হাসপাতাল নিউ জলপাইগুড়ি	০১	১) অর্থোপেডিক	০৬ দিন/সপ্তাহের জন্য দিনে ০৪ ঘণ্টা

শিক্ষাগত যোগ্যতা:

স্পেশালিস্টস :
১) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি। পি.জি ডিগ্রি লাভের পর সংশ্লিষ্ট স্পেশালিটিতে পেশাদার কাজে ন্যূনতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা।
২) পি.জি ডিপ্লোমা অর্জনের পর সংশ্লিষ্ট স্পেশালিটিতে পেশাদার কাজে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা সহ পিজি ডিপ্লোমা ধারী।

বয়সের বিবরণ:
১) প্রথমবার নিয়োগের সময়, পছন্দসই বয়স ৩০ বছর থেকে ৬৪ বছরের মধ্যে।
২) নিরবচ্ছিন্ন নিয়োগের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৬৫ বছর।

ডিউটির সময়সূচী	স্পেশালিস্ট
০৬ দিন/সপ্তাহের জন্য দিনে ০৪ ঘণ্টা	১,০০,০০০/- টাকা

আবেদন প্রাপ্তির শেষ তারিখ :- ১৮-০৯-২০২৬ তারিখে ১৭:০০ টায়
স্থান: নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে হাসপাতাল।

এইচভিএস নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.nfr.indianrailways.gov.in → নিউস এন্ড আপডেটস → নোটিফিকেশন → এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট (ইওআই) ফর এনগেজমেন্ট অফ অনারারি ভিসিটিং স্পেশালিস্ট (এইচভিএস) অন কন্ট্রাক্ট বেসিস ফর এনজেপি রেলওয়ে হাসপাতাল থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারে।

চিফ মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আজ টিভিতে

বর্ন টু বি ওয়াইল্ড (প্রথম পর্ব) রাত ৮.৩১ হিস্ট্রি টিভি এইটিন এইচডি

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.৩০ লভ এক্সপ্রেস, দুপুর ১২.৩০ স্বামীর ঘর, বিকেল ৩.৪৫ সিঁদুরের বন্ধন, সন্ধে ৭.১৫ বিধাতার লেখা, রাত ১০.৪৫ এক্সপ্রেস রাজা
কালার্স বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ বন্ধু, দুপুর ২.৩০ আওয়ারা, বিকেল ৫.৪৩ অপরাধী, রাত ৯.৩০ চ্যালেঞ্জ
জি বাংলা সোনার : সকাল ৮.৫৫ অপরূপা, বেলা ১১.০০ মায়ের আশীর্বাদ, দুপুর ২.০৫ একান্ত আপন, বিকেল ৫.০০ রাখাল রাজা, রাত ৮.০৫ মামা ভাগ্নে, ১০.৫৫ হংসরাজ
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ সীতা
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রেম সংঘাত

হংসরাজ রাত ১০.৫৫ জি বাংলা সোনার

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : পরিবারকে সময় দিন। প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝগড়া মিটে যাবে। স্ত্রীর পরামর্শে ব্যবসায় উন্নতি। উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কাটবে। বৃষ : বাইরের কোনও বিষয় নিয়ে ঘরে আলোচনা করবেন না। ব্যবসার আর্থিক সমস্যা নিয়ে বাবার সঙ্গে মনোমালিন্য হতে পারে। মিথুন : উচ্চশিক্ষায় বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। বাড়ির কোনও সদস্যের আচরণে অবাক হবেন। দাঁতের যন্ত্রণায় ভোগান্তি। কর্কট : সময়ের কাজ সময়ে শেষ করতে না পারলে মানসিক চাপ বাড়বে। সন্তানের লেখাপড়া নিয়ে চিন্তা কেটে যাবে। সিংহ : পরিবার নিয়ে ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা সফল হবে। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গল্পগুজবে সারাদিন আনন্দে কাটবে। বেহিসেবি খরচে লাগাম টানুন। কন্যা : কোনও অপরিচিত ব্যক্তির পরামর্শে উপকৃত হতে পারেন। শরীর নিয়ে হেলাফেলা করবেন না। অর্থনৈতিক সমস্যা কাটবে। তুলা : প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য পাবেন। বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণায় বিশেষ সাফল্য লাভ এবং বিদেশে যাওয়ার সুযোগ মিলবে। বৃশ্চিক : অপ্রয়োজনীয় খরচে চিন্তা বাড়বে। শারীরিক কারণে কোনও শুভ অনুষ্ঠানে যাওয়া বাতিল হতে পারে। ধনু : কর্মক্ষেত্রে আশাতীত সাফল্য পাবেন। সন্তানের চাকরি প্রাপ্তিতে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ। আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশি। মকর : চাকরি সূত্রে ভ্রমণের সম্ভাবনা। সৌখিন ব্যবসার সঙ্গে যুক্তদের প্রচুর সাফল্য মিলবে। কাউকে পরামর্শ দিয়ে অপমানিত হতে পারেন। কুম্ভ : চাকরির পরীক্ষায় ভালো ফল করে বড় সুযোগ পাবেন। প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে বাড়িতে অশান্তি হতে পারে। মীন : গুরুজনদের পরামর্শে কোনও বড় রকমের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাবেন। একাধিক উপায়ে আয়ের পথ সুগম হবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২২ ভাদ্র ১৪৩৩, ভাঃ ১৮ ভাদ্র, ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২২ ভাদ্, সংবৎ ১৩ ভাদ্রপদ বদি, ২৬ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২৪, অঃ ৫।৪৬। বুধবার, ত্রয়োদশী দিবা ১১।৫৪। অশ্লেষানক্ষত্র দিবা ৩।৪৯। শিবযোগ রাত্রি ১১।৩০। বণিজকরণ দিবা ১১।৫৪ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ১১।২ গতে শকুনিকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, দিবা ৩।৪৯ গতে সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে-দোষ নাই। যোগিনী- দক্ষিণে, দিবা ১১।৫৪ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি ৮।৩০ গতে ১০।২ মধ্যে ও ১১।৩৫ গতে ১।৮ মধ্যে। কালরাত্রি ২।৩০ গতে ৩।৫৭ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম- দিবা ১১।৫৪ মধ্যে দীক্ষা, দিবা ১১।৩৫ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।২ মধ্যে ও ৯।৩১ গতে ১১।১০ মধ্যে ও ৩।১৮ গতে ৪।৫৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩৩ গতে ৮।৫৩ মধ্যে ও ১।৩১ গতে ৫।২৫ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ১।৩৯ গতে ৩।১৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৫৩ গতে ১০।২৫ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

কচুরিপানা সংগ্রহে খুদেরা। মঙ্গলবার মাথাভাঙায় মানসাই নদীর পাড়ে। ছবি : অর্পণা গুহ রায়

ডিভিশন বেঞ্চে যাচ্ছে রাজ্য

প্রশাসক বসানোর ফরমান খারিজ

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ৮ সেপ্টেম্বর : জলপাইগুড়ি পুরসভায় প্রশাসক নিয়োগ করে রাজ্য সরকারের জারি করা নির্দেশিকা বাতিল করল কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ। মঙ্গলবার কাউন্সিলারদের দায়ের করা মামলার শুনানিতে বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরীর সিঙ্গল বেঞ্চ এই নির্দেশ দেয়। আদালতের এই রায়ে স্বভাবতই স্বস্তির হাওয়া বিরোধী ও বিক্ষুব্ধ কাউন্সিলারদের শিবিরে।

কাউন্সিলারদের পক্ষে আইনজীবী বিক্রমাদিত্য ঘোষ বলেন, 'পুরসভায় প্রশাসক বসানো নিয়ে সরকারের বিজ্ঞপ্তি খারিজ করেছে আদালত। ফলে পুরসভা আর প্রশাসকের নিয়ন্ত্রণে রইল না।'

তবে রাজ্য পিছু হটতে নারাজ। সহকারী অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল জাগৃতি মিশ্র জানান, নির্দেশিকা খারিজের এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তাঁরা অবিলম্বে ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন করবেন।

ঘটনার সূত্রপাত গত ৩০ জুলাই। পুর চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনেন তৃণমূলের ৯ জন কাউন্সিলার। দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর গত ২৭ অগাস্ট অনাস্থার পক্ষে থাকা কাউন্সিলাররা তলবিসভা ডাকেন। সভার ঠিক আগে এক সিপিএম কাউন্সিলার সহ অনাস্থার পক্ষে থাকা মোট ১৭ জন পুর প্রতিনিধি পুরসভায় পৌঁছান। বৈঠক শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই পুর চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের পদত্যাগপত্র এসে পৌঁছায়। কিন্তু ওইদিন সন্ধ্যায় পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর পুরসভায় প্রশাসক বসানোর বিজ্ঞপ্তি জারি করে। সরকারের এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন পুরসভার ১৪ জন কাউন্সিলার।

- চেয়ারম্যান পদত্যাগের দিনই পুর প্রশাসক বসানোর বিজ্ঞপ্তি জারি করে রাজ্য
- প্রশাসক বসানোর সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন পুরসভার ১৪ কাউন্সিলার
- নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বোর্ড গঠনের পক্ষে রায় সার্কিট বেঞ্চের

> আজ সত্যের জয় হল। নিয়ম মেনে কীভাবে দ্রুত নতুন বোর্ড গঠন করা যায়, এখন আমরা সেই পথেই এগোচ্ছি।
>
> **তপন বন্দ্যোপাধ্যায়**
> কাউন্সিলার, বিক্ষুব্ধ তৃণমূল

আদালতে মামলাকারীদের আইনজীবী জানান, শোকজের সন্তোষজনক উত্তর দেওয়ার জন্য কাউন্সিলারদের পর্যাপ্ত সময় দেয়নি পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর। গণতান্ত্রিক রীতি না মেনে, তড়িঘড়ি নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বদলে প্রশাসক বসানো হয়েছে। পুরসভার অচলাবস্থা কাটাতে অবিলম্বে নতুন বোর্ড গঠনের সুযোগ দেওয়া হোক। সরকার পক্ষ তীব্র বিরোধিতা করলেও শেষপর্যন্ত আদালত প্রশাসক নিয়োগের নির্দেশিকাটি খারিজ করে দেয়।

রায়ের পর বিক্ষুব্ধ তৃণমূল কাউন্সিলার তপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আজ সত্যের জয় হল। আদালতের সিদ্ধান্তে আমরা আনন্দিত। আইনের প্রতি আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে। নিয়ম মেনে কীভাবে দ্রুত নতুন বোর্ড গঠন করা যায়, এখন আমরা সেই পথেই এগোচ্ছি।'

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে অপহরণের চেষ্টা!

ইসলামপুরে জয় বিক্ষুব্ধদের

> নিরাপত্তাজনিত কারণে এনজেপিতে থাকছিলাম। কিন্তু সোমবার সভাপতির স্বামী শ্যামলের পাঠানো লোকজন সেখানে পৌঁছে মারধর ও অপহরণের চেষ্টা সহ যা করেছে, তার নিন্দা জানাচ্ছি। তবে সময়মতো এই বিষয়ে যা পদক্ষেপ করার আমরা করব।
>
> - **মহম্মদ শাহজাহান**, *তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর নেতা*

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৮ সেপ্টেম্বর : নিউ জলপাইগুড়ি এলাকায় ৪০ দিন আত্মগোপন করে থাকা বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর সদস্যদের ওপর সোমবার রাতে আচমকা হামলা এবং অপহরণের চেষ্টা কাজে এল না। মঙ্গলবার শেষ হাসি হাসল তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী। ইসলামপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পদ থেকে বনিতা দাস সরকার ও সহ সভাপতি পদ থেকে ওমর ফারুককে অপসারিত হতে হল। যদিও মঙ্গলবার আস্থা অর্জনের বৈঠকে এই দুজন সহ শাসকগোষ্ঠীর কেউই উপস্থিত ছিলেন না। যে কারণে স্বার্থসিদ্ধি হয়ে যায় বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর। তবে এদিন সরকারিভাবে কিছু ঘোষণা করা হয়নি। ইসলামপুরের বিডিও পিনাকী দেবনাথ শুধু বলেন, 'সভা সম্পন্ন হয়েছে এবং মহকুমা শাসকের কাছে বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে।'

গত এক মাসেরও বেশি সময় ধরে ইসলামপুর পঞ্চায়েত সমিতির অনাস্থা প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তাপ চরমে উঠেছিল। নিরাপত্তার কারণে ৪০ দিন ধরে বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর সদস্যরা আস্তানা গেড়েছিলেন নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) এলাকায়। কিন্তু অনাস্থা প্রস্তাব সংক্রান্ত সভার ২৪ ঘণ্টা আগে সোমবার গভীর রাতে সেখানে অতর্কিত হামলা চালিয়ে মারধর ও অপহরণের চেষ্টা করা হয়। এই হামলার নেপথ্যে সভাপতির স্বামী শ্যামল সরকারের মদত রয়েছে বলে বিক্ষুব্ধ শিবিরের অভিযোগ। যদিও বনিতা দাস সরকারকে ফোন করলেও সাড়া পাওয়া যায়নি। তাঁর স্বামী শ্যামল সরকারকে বিকেল ৫টা ৫২ মিনিট ও ৫টা ৫৩ মিনিটে ফোন করা হলেও সাড়া পাওয়া যায়নি।

তবে এই ঘটনার পরেও দমে যাননি বিক্ষুব্ধরা। যথারীতি মঙ্গলবার সকলে পৌঁছে যান পঞ্চায়েত সমিতিতে। তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল, সভাপতি এবং সহ সভাপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা এনেছিলেন ১৬ জন। কিন্তু এদিনকার সভায় আরও চার বিক্ষুব্ধ সদস্যের উপস্থিতিতে সংখ্যাটা দাঁড়ায় ২০-তে। ৩৯ সদস্যের পঞ্চায়েত সমিতিতে আগেই একজন ইস্তফা দেওয়ায় বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৩৮। এর মধ্যে বিজেপির রয়েছে দুই। অর্থাৎ ২০-র বিরুদ্ধে শাসক গোষ্ঠীর সদস্য সংখ্যা ১৬ হওয়ায় কেউ সভায় উপস্থিত হননি বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পঞ্চায়েত সমিতির কার্যালয় বা বিডিও অফিস চত্বরে পুলিশের বিশাল বাহিনীর উপস্থিতি ছিল।

বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর নেতা মহম্মদ শাহজাহান বলেন, 'নিরাপত্তাজনিত কারণে এনজেপিতে থাকছিলাম। কিন্তু সোমবার সভাপতির স্বামী শ্যামলের পাঠানো লোকজন সেখানে পৌঁছে মারধর ও অপহরণের চেষ্টা সহ যা করেছে, তার নিন্দা জানাচ্ছি।'

তবে পুলিশে কেন অভিযোগ জানানো হল না, তা নিয়ে শাহজাহান বলছেন, 'সময়মতো এই বিষয়ে যা পদক্ষেপ করার আমরা করব।' তাঁর সংযোজন, 'প্রশাসন বোর্ড গঠনের দিন-তারিখ দিলে আমরা বোর্ড গঠন করব।' তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর লড়াইয়ে বিজেপির 'এন্ট্রি' নিয়ে চর্চা ছিল ইসলামপুরে। লক্ষ লক্ষ টাকায় সেটিং তত্ত্বও রয়েছে রাজনৈতিক মহলে। এমন জল্পনা প্রসঙ্গে বিজেপির জেলা সহ সভাপতি সুরজিৎ সেন বলেন, 'শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশ অমান্য করে কেউ কোনও সক্রিয়তা দেখিয়েছেন বলে মনে হয় না।'

ইসলামপুর বিডিও অফিসের সামনে ভিড়। মঙ্গলবার।

বাসের কাচ ভেঙে মৃত ময়ূর

শিলিগুড়ি, ৮ সেপ্টেম্বর : উড়ে আসা ময়ূরের ধাক্কায় ভাঙল চলন্ত বাসের কাচ। মঙ্গলবার বিধাননগর ভীমপুর এলাকার এই দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম (এনবিএসটিসি)-এর এক বাসচালক। দুর্ঘটনায় আহত হওয়ার পরও বাসটি রাস্তার ধারে দাঁড় করান ওই চালক। তবে ওই ময়ূরটির মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনার পর এলাকায় কৌতূহলী মানুষের ভিড় জমে যায়।

এনবিএসটিসি সূত্রে খবর, তড়িঘড়ি ওই বাসচালককে প্রথমে বিধাননগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও থুতনি গভীরভাবে কেটে যাওয়ায় তাঁকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। নিগম সূত্রে খবর, ওই বাসচালকের থুতনিতে চারটি সেলাই পড়েছে। তাঁর বুক ও হাতেও চোট লেগেছে। এদিকে, মৃত ময়ূরটি নিয়ে গিয়েছেন বনকর্মীরা।

নিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার দুপুরের দিকে। ইসলামপুর ডিপোর ওই বাসটি শিলিগুড়ি থেকে ইসলামপুরে ফেরার সময় এই বিপত্তি ঘটে। বাসের এক যাত্রী ভূষণ দাস বলেছেন, 'বাসের অধিকাংশ সিট ভর্তি ছিল। বাসটি ভালোই গতিতে ছিল। হঠাৎ করেই কাচ ভাঙার আওয়াজ শুনতে পাই। পুরো বাসটা কেঁপে ওঠে।' এদিকে, বিষয়টি স্থানীয়দের নজরে আসার পর তাঁরা বাসটির সামনে চলে আসেন। এরপরই দেখা যায়, বাসের ভেতরে একটি ময়ূরের দেহ পড়ে রয়েছে।

সমীর দাস নামে এক বাসযাত্রীর কথায়, 'চালককে ধন্যবাদ, তিনি ওই পরিস্থিতিতেও বাসটি রাস্তার ধারে নিয়ে গিয়েছিলেন। না হলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেত।'

বিনয় দাস নামে এক পথচারী বলছেন, 'ওই বাসচালক রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর শরীরের

গুরুতর জখম চালক

একাধিক জায়গায় কাচ ঢুকে গিয়েছিল।' এদিকে, ঘটনার পর তড়িঘড়ি ওই চালককে বিধাননগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়।

কিন্তু ময়ূরটি কীভাবে সেখানে এল?

বন দপ্তরের প্রাথমিক অনুমান, কেউ তাড়া করার কারণেই হয়তো ময়ূরটি এসে সরাসরি বাসের কাচে ধাক্কা মেরেছে। আর তাতেই গুরুতর আহত হয়ে মৃত্যু হয় ময়ূরটির। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

বুথসভা

চোপড়া, ৮ সেপ্টেম্বর : সংগঠন চাঙ্গা করতে চোপড়া সহ জেলাজুড়ে বুথসভা শুরু করেছে সিপিএম। সাংগঠনিক আলোচনার পাশাপাশি ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়াদের তথ্য সংগ্রহে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। মঙ্গলবার হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের চিতলঘাটা বুথে সভা করা হয়।

JIS COLLEGE OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES

JISCOVAS MOGRA | WB

JIS GROUP Educational Initiatives

FIRST EVER SELF-FINANCED VETERINARY COLLEGE IN WEST BENGAL

ADMISSIONS OPEN 2026-27

AFFILIATED TO:
WEST BENGAL UNIVERSITY OF ANIMAL & FISHERY SCIENCES, KOLKATA
APPROVED BY:
ANIMAL RESOURCES DEVELOPMENT DEPARTMENT, GOVT. OF WEST BENGAL
RECOGNISED BY:
VETERINARY COUNCIL OF INDIA UNDER DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING, MINISTRY OF FAHD, GOVERNMENT OF INDIA.

COURSE: BACHELOR OF VETERINARY SCIENCE & ANIMAL HUSBANDRY (BVSc & AH) DEGREE COURSE

DURATION: 5&1/2 YEARS including One Year Internship

Intake: 80 Seats

ELIGIBILITY:
- INDIAN STUDENT THRO' NEET RANK ONLY WITH 50% MARKS IN PHYSICS, CHEMISTRY, BIOLOGY OR BIOTECHNOLOGY AND ENGLISH IN HS/12th EXAM.
- NRI & FOREIGN STUDENTS CAN APPLY AS PER RULE.

81700 08553 | 93309 06153

APPLY NOW info.jiscovas@jisgroup.org

Mogra, Hooghly. 712148.

স্বামীর প্রেমিকাকে খুনের চেষ্টা, ধৃত স্ত্রী

খড়িবাড়ি, ৮ সেপ্টেম্বর : ত্রিকোণ প্রেমের জেরে স্বামীর প্রেমিকার গলায় ব্লেড চালিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন স্ত্রী। প্রেমিকা গুরুতর অবস্থায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনায় মঙ্গলবার দুপুরে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় পানিট্যাঙ্কির গণ্ডগোলজোত এলাকায়।

পরিবারের দাবি, স্বামী ললিত বর্মনের মোবাইলে চ্যাটিং দেখে সন্দেহ হয় স্ত্রী অঞ্জলির। এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায়শই অশান্তি লেগে থাকত। একাধিকবার বারণ করা সত্ত্বেও স্বামী ও তাঁর প্রেমিকা কেউই সেই সম্পর্ক থেকে সরে আসেননি বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার দুপুরে স্বামীর প্রেমিকা ভিমা বর্মনের চায়ের দোকানে আচমকা চড়াও হন অঞ্জলি। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুজনের মধ্যে প্রথমে বচসা শুরু হয়। ঝগড়া চরম আকার নিলে অঞ্জলি তাঁর সঙ্গে থাকা একটি ব্লেড বের করে ভিমার গলায় চালিয়ে দেন। সঙ্গে সঙ্গে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন ভিমা।

চিৎকার শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে চিকিৎসক ভিমাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে রেফার করেন। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় খড়িবাড়ি থানার পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ। অভিযুক্ত অঞ্জলিকে আটক করে পুলিশ। অঞ্জলির ননদ সাওনি বর্মন বলেন, 'আজ হঠাৎ রাগের বশে অঘটন ঘটিয়ে দিয়েছে।'

পুরো ঘটনার তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। খড়িবাড়ি পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত অঞ্জলি বর্মনকে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। অভিযুক্তকে বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

TENDER

eTender for N.I.T. No. 15/EO/COB-II PS/2026-27 Dated: 03/09/2026. is invited by the undersigned. Last date of submission of tender bid is 16/09/2026 upto 2.00 PM respectively. The details of the NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal https://wbtenders.gov.in and viewed from office notice board of the undersigned during office hours.

Sd/-
Executive Officer
Cooch Behar-II PS
Pundibari, Cooch Behar

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তি

পার্সেল লিজিং-এর চুক্তি প্রদান

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, ৫ম তল, রেল মিউজিয়ামের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১, আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে তিন বছরের জন্য হাওড়া ডিভিশন থেকে যাত্রা শুরু করা ০৭টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ০৯টি এসএলআর-এর লিজিং-এর জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলী সম্বলিত অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে আলোচ্য ই-অকশনের জন্য বিড জমা করতে হবে। ই-অকশন প্রক্রিয়াতে অংশগ্রহণের জন্য, মার্চেন্টদের ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে www.ireps.gov.in-এ এককালীন রেজিস্ট্রেশন করা বাধ্যতামূলক। এছাড়াও মার্চেন্টদের ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার নিতে হবে। অকশন ক্যাটালগের বিবরণ : অকশন ক্যাটালগ নং : পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-২৬-৯বি। কম্পার্টমেন্ট : ০৭টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ০৯টি এসএলআর। অকশন শুরুর তারিখ ও সময় : ১৭.০৯.২০২৬, ০২.৩০ মিনিট।

(HWH-322/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

জন্মদিনের পার্টিতে রহস্যমৃত্যু

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৮ সেপ্টেম্বর : সহকর্মীর জন্মদিনের পার্টিতে এসে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হল বারের এক তরুণী ফ্লোর আর্টিস্টের। পুরনিগমের ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের দুর্গানগরের একটি বাড়ি থেকে ফ্যানে ফাঁস দেওয়া অবস্থায় শিবানী নামে ওই তরুণীর দেহ উদ্ধার হয়েছে। রাজস্থানের বাসিন্দা ওই তরুণীর মৃত্যুতে বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের বিজেপির কোঅর্ডিনেটর জিতেন্দ্র সারিন। তাঁর অভিযোগ, এর আগে ওই বাড়িতেই আরও দুই বারের ফ্লোর আর্টিস্টের রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনাটি তৃতীয়। পুলিশের বিরুদ্ধে ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে বলেও তিনি অভিযোগ তুলেছেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, যে বাড়িতে শিবানীর দেহ উদ্ধার হয়, সেই বাড়িটিতে আরও ১২ জন তরুণী ভাড়া থাকেন। ওই ১২ জনের প্রত্যেকেই একটি বারে কাজ করেন। তবে শিবানী বেশ কিছুদিন ধরে শহরের অন্য একটি বারে কাজ করছিলেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, সোমবার রাত দুটো নাগাদ ওই বাড়ির সামনে বেশকিছু তরুণ জড়ো হয়েছিলেন। সে সময়ে কোনও বিষয় নিয়ে ওই তরুণীর সঙ্গে তাঁদের ঝামেলাও হয়েছিল। এরপরই ভোর পাঁচটার দিকে এলাকাবাসী দেখেন, অ্যাম্বুল্যান্সের সঙ্গে পুলিশের গাড়ি এসেছে। এরপর বাড়ি থেকে শিবানীর দেহ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পুলিশের দাবি, সে সময়ে অন্য তরুণীদের ওই বাড়ি থেকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যায় বার কর্তৃপক্ষ। ওই তরুণীরাই শিবানীর মৃত্যুর খবর পুলিশকে ফোন করে জানান। তবে কোন তরুণরা রাতে সেখানে এসেছিলেন, জন্মদিনের পার্টিতে সেই তরুণরাও শামিল হয়েছিলেন কি না, সে সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে পুলিশ।

বিজেপির ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটর জিতেন্দ্রর প্রশ্ন, 'পুলিশ দেহ নিয়ে গেল, অথচ পাড়াপ্রতিবেশীদের কাউকে কিছু জানাল না, কারও কাছে কিছু জানতেও চাইল না? বাড়িটি থেকে ওই তরুণীরাই বা কোথায় উধাও হয়ে গেল? পুলিশ বাড়িটা সিল পর্যন্ত করেনি। শুধু তালা মেরে রেখে দিয়েছে।'

স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রায়দিনই গভীর রাতে ওই বাড়ির সামনে বহিরাগত তরুণদের জমায়েত হয়। প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি ওই বাড়ির ভেতরে এমন কিছু কাণ্ড ঘটছে, যা এই মৃত্যুর পিছনে রয়েছে? জিতেন্দ্রর হুঁশিয়ারি, 'আগে যা হয়েছে হয়েছে, এখন আর এইসব কিছু হতে দেব না।' শিবানী দুর্গানগর সংলগ্ন প্রধান মোড়ের একটি বাড়িতে থাকতেন। তরুণীর দেহ উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রয়েছে। পুলিশের এক কর্তার কথায়, 'তরুণীর শরীরে কোথাও চোট-আঘাত দেখা যায়নি। ময়নাতদন্তে পুরো বিষয়টা পরিষ্কার হবে। তরুণীর পরিবার রাজস্থানের। তাঁরা রওনা দিয়েছেন।'

-এআই

- দুর্গানগরের একটি বাড়ি থেকে ফ্যানে ফাঁস দেওয়া অবস্থায় তরুণীর দেহ উদ্ধার
- এর আগে ওই বাড়িতে আরও দুই বারের ফ্লোর আর্টিস্টের রহস্যজনক মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ
- কোন তরুণরা রাতে ওই বাড়ির সামনে এসেছিলেন, জন্মদিনের পার্টিতে সেই তরুণরাও শামিল হয়েছিলেন কি না, সেসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে পুলিশ

আগমনীর অপেক্ষায়।। বারাসতের নীলগঞ্জের বর্তির বিলে ছবিটি তুলেছেন কলকাতার অশোক মল্লিক।

পাঠকের লেন্সে 8597258467 picforubs@gmail.com

প্রশাসনিক পর্যালোচনা থেকে দলীয় ক্ষোভ প্রশমন, উত্তরকন্যায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর একের পর এক কড়া বার্তা! একদিকে নদী ড্রেজিং ও উন্নয়নমূলক কাজ দ্রুত মেটানোর নির্দেশ, অন্যদিকে কালিম্পংয়ে ভার্চুয়াল সভা থেকে জিটিএ দুর্নীতিতে এফআইআর এবং টাকা আদায়ের সরাসরি হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর।

নদীতে নজর দিন, বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ৮ সেপ্টেম্বর : প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা এবং উত্তরবঙ্গের সার্বিক উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার উত্তরকন্যায় এক উচ্চপর্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠক করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলার প্রশাসনকে আরও অধিক সক্রিয়তার সঙ্গে কাজ করার নির্দেশ দিয়ে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, আটকে থাকা কোনও কাজ ফেলে না রেখে দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। পাশাপাশি, বিপর্যয় মোকাবিলায় যাতে বিন্দুমাত্র গাফিলতি না থাকে এবং প্রয়োজনভিত্তিক দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়, সে ব্যাপারেও নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। বৈঠকে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ির জেলা শাসক সশরীরে উপস্থিত থাকলেও উত্তরের বাকি জেলা শাসকরা ভার্চুয়ালি অংশ নেন। ভার্চুয়ালি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সচিব পর্যায়ের একাধিক কর্তা। বৈঠক শেষে রাজ্যের অর্থ এবং পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন বলেন, মুখ্যমন্ত্রী প্রতিটি উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতির বিস্তারিত খোঁজ নিয়েছেন এবং অসমাপ্ত কাজগুলো দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি, বিপর্যয় মোকাবিলা, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং নদীগুলির ওপর বিশেষ নজরদারির বিষয়ে রাজ্য ও উত্তরবঙ্গের আধিকারিকদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

নেপালের বিপর্যয়ের পর উত্তরবঙ্গের নদীগুলির বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে সেচ দপ্তর পর্যালোচনা করেছে। তাতে গুরুত্ব পেয়েছে পাহাড়ের নদীগুলি। ২০২৩-এর সাউথ লোনাক লেক বিপর্যয়ের পর তিস্তার বুকে পলির আস্তরণ পড়ে। এখনও নদীর বিভিন্ন এলাকায় পলি জমে রয়েছে। নেপালের ঘটনার পর উত্তরের নদীগুলিতে ড্রেজিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেচ দপ্তর। এদিন বিষয়টি নিয়ে সেচ দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী কথা বলেছেন বলে জানা গিয়েছে। এ ব্যাপারে পরে রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ বলেন, 'নেপালের ঘটনার পরে বিভিন্ন নদীর ড্রেজিংয়ের যে প্রসঙ্গ সামনে এসেছিল, তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিও ছিলেন। প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলে একটা রাস্তা বার করার চেষ্টা হয়েছে। পাশাপাশি, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যাপারে আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

২০২৩-এর সাউথ লোনাক লেক বিপর্যয়ের জেরে চরম ক্ষতির মুখে পড়েছিল কালিম্পংয়ের তিস্তাবাজারের ৭৩টি পরিবার। প্রশাসনিক ঘোষণা মতো এদিন পরিবারপিছু তিন লক্ষ টাকা করে দেওয়া হয়। অন্যদিকে, সমতলে তিস্তার ছড়ানো ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার ৮ কোটি টাকা করে মিলিয়ে মোট ১৬ কোটি টাকা দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ভূতনির বন্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে শংকর জানান। তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী হাইপাওয়ার টিম করে দিয়েছেন, ভূতনিতে গিয়ে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখতে পারে ওই টিম।'

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের কাজে বরাদ্দ, কাজ পাওয়া সহ নানা বিষয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। এদিন মুখ্যমন্ত্রী ওই দপ্তরের কী কী কাজ হচ্ছে বা পরিকল্পনা রয়েছে, সেই সম্পর্কিত পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন দেখেন। যাতে কোনও কাজ আটকে না থাকে, সে ব্যাপারেও নির্দেশ দিয়েছেন শুভেন্দু। শংকর বলেন, 'প্রতিটি দপ্তরের বিভাগীয় প্রধানরা ছিলেন। রেল, বিমানবন্দর, বিএসএফ সহ কেন্দ্রীয় সরকারি দপ্তরের আধিকারিকদেরও উপস্থিতি ছিল। মালদা থেকে দার্জিলিং, আগের বৈঠকে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলি নিয়েও আলোচনা হয়েছে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের যে সমস্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছে, সেই অঞ্চলের মানুষের প্রতিক্রিয়া শোনেন সরাসরি।' শংকর জানান, রেলের জমি দখল, উচ্ছেদ, বিএসএফ এবং বিমানবন্দরের বন্ধ হয়ে থাকা কাজগুলির অগ্রগতি ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজকে ঢেলে সাজাতে পদক্ষেপও নেওয়া হচ্ছে।

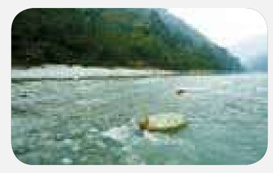

■ আটকে থাকা কোনও কাজ ফেলে না রেখে দ্রুত সম্পন্ন করার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

■ ভূতনির বন্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারি উচ্চপর্যায়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে

■ প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যাপারে আধিকারিকদের নির্দেশ

"নেপালের ঘটনার পরে বিভিন্ন নদীর ড্রেজিংয়ের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যাপারে আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।"
শংকর ঘোষ *পর্যটনমন্ত্রী*

প্রশাসন কথা শুনছে না, নালিশ বাপির

শিলিগুড়ি, ৮ সেপ্টেম্বর : কথা শুনছে না প্রশাসনের কর্তাদের একাংশ। ফলে এলাকায় কাজ করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছেন বিজেপির নেতা-কর্মীরা। এমন অভিযোগ নিয়েই মঙ্গলবার উত্তরকন্যায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামী। সঙ্গে ছিলেন শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ির জেলার কয়েকজন বিধায়ক, দুই জেলা সভাপতি এবং কয়েকজন সাধারণ সম্পাদক। সূত্রের খবর, প্রশাসনকে দলীয় নেতাদের কথা মতো চলতে বলা যায় না বলে তাঁদের স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিকে, বৈঠকে ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক দুর্গা মুর্মুর অনুপস্থিতি ঘিরে জল্পনা ছড়িয়েছে।

বিজেপি সূত্রের খবর, প্রশাসনের একাংশের ভূমিকা নিয়ে দলের ভিতরে বেশ কিছুদিন ধরেই ক্ষোভ রয়েছে। বিভিন্ন কাজে প্রশাসনের সহযোগিতা না মেলার অভিযোগও রয়েছে। সেই বিষয়টি নিয়েই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে উত্তরকন্যায় গিয়েছিলেন বাপি। যদিও জলপাইগুড়ির এই দাপুটে নেতা সেই কথা মানতে চাননি। তিনি বলেছেন, 'সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা হয়েছে। তবে প্রশাসনের সমস্ত কাজ যাতে নীচু স্তরে পৌঁছে দেওয়া যায়, সে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। চা, কফি আর মিষ্টি খেয়েছিলাম।'

শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি অরুণ মণ্ডল জানান, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে কথা হয়েছে। কাওয়াখালির মাঠকে উত্তরবঙ্গের ব্রিগেড হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর নামে নামকরণ করার দাবি জানানো হয়েছে। ফাঁসিদেওয়ার নীচবাড়িতে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস করার দাবিও জানিয়েছেন। অরুণের বক্তব্য, 'প্রশাসন আমাদের কথা শোনার কথা নয়, প্রশাসন তাদের মতো কাজ করবে।'

ওপরমহলের কথা মতো নাকি চলতে চাইছে না দলেরই একাংশ। নিজেদের মতো করে কাজ করতে চাইছে। সে নিয়ে দুই জেলার সক্রিয় গোষ্ঠীর নেতারা ক্ষুব্ধ। তাঁদের একাংশ বেশ কিছুদিন ধরে বাপির কাছেও বিষয়টি জানানোর চেষ্টা করছিলেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে দুর্গা না থাকায় সেই জল্পনা আরও জোরালো হয়েছে। তাঁকে কি জানানো হয়নি, নাকি অন্য কোনও কারণ? দুর্গার বক্তব্য, 'উত্তরকন্যায় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলাদা করে দেখা করার ব্যাপারে কেউ জানায়নি।' অন্যদিকে, বিজেপির আরেক অংশের অভিযোগ, উত্তরের বেশ কয়েকজন জনপ্রতিনিধি সাংগঠনিক পদে থাকা ব্যক্তিদের আমল না দিয়ে চলছেন। তাঁদের বিরুদ্ধেও এদিন কথা ওঠে।

উত্তরকন্যায় ছিলেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। তিনি জানালেন, পঞ্চায়েত, ভূমি সংস্কার এবং আরও কয়েকটি দপ্তরে কর্মীর অভাব রয়েছে। শিখার কথায়, 'সরকার ভালো কাজ করছে। জনপ্রতিনিধিরাও প্রশাসনের অঙ্গ। তাঁদের কথা মতো কাজ না হলে উন্নয়ন ব্যাহত হতে পারে।'

দ্বিতীয় দিনেও তাণ্ডব অব্যাহত

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৮ সেপ্টেম্বর : সোমবার রাতে সিপিএম জেলা কার্যালয়ে এবিভিপির হামলার রেশ বজায় থাকল মঙ্গলবারও। সোমবার মাঝরাতে সুবোধ সেন ভবন ও এক এসএফআই সমর্থকের বাড়িতে তাণ্ডব চালানোর পর মঙ্গলবার সকালে পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের সিপিএম কাউন্সিলার সঞ্চিতা পঞ্চানন ধরের বাড়িতে হামলা চালাল আরএসএসের ওই ছাত্র সংগঠন। রেহাই পাননি কাউন্সিলারের ৮০ বছরের বৃদ্ধা মা-ও। হামলাকারীদের ঠেলাঠেলিতে তাঁর পায়ে গুরুতর আঘাত লাগে। তবে এই অতর্কিত হামলার মুখে স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি সিপিএম নেতা-কর্মীরা একজোট হয়ে রুখে দাঁড়ান। এমনকি বিজেপি মহিলা মোর্চার এক নেত্রীও হামলার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানালে পিছু হটতে বাধ্য হয় এবিভিপি। তাদের এহেন ঔদ্ধত্যে চরম রাজনৈতিক অস্বস্তিতে পড়েছে জেলা বিজেপি নেতৃত্বও। রাতে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন সঞ্চিতা।

এবিভিপির এই ধারাবাহিক সন্ত্রাসের প্রতিবাদে মঙ্গলবার দুপুরে বাম দলগুলির এক বিশাল বিক্ষোভ মিছিল জলপাইগুড়ি শহর পরিক্রমা করে। এবিভিপি এবং সিপিএম উভয়পক্ষই কোতোয়ালি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে রাত পর্যন্ত কাউকে আটক বা গ্রেপ্তার করা হয়নি।

মঙ্গলবার সকালে সিপিএমের জেলা কার্যালয়ে যখন পুলিশি তদন্তের কাজ চলছিল, ঠিক সেই সময় পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের সিপিএম কাউন্সিলার সঞ্চিতা পঞ্চানন ধরের বাড়িতে চড়াও হয় কয়েকজন এবিভিপি কর্মী-সমর্থক। সঞ্চিতা জানান, সোমবার জলপাইগুড়ি আইন মহাবিদ্যালয়ে একটি অনুষ্ঠানের সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করছিলেন তাঁর মেয়ে। সেই সময় এবিভিপির সদস্যরা গিয়ে তাঁকে কাজে বাধা দেয়। পরিস্থিতি দেখে তিনি তৎক্ষণাৎ অনুষ্ঠানস্থল থেকে সরে আসেন। কিন্তু সেই পুরোনো বিবাদের সূত্র ধরে মঙ্গলবার সকালে প্রায় ২০০ জন এবিভিপি সদস্য তাঁদের বাড়িতে চড়াও হয়। বাড়ি লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি ইট-পাথর ছোড়ার পাশাপাশি প্রধান ফটক ও ঘরের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকার বেপরোয়া চেষ্টা চালানো হয়। সেই সঙ্গে চলতে থাকে অশ্রাব্য গালিগালাজ। এই চরম অরাজকতার মাঝেই পড়ে পায়ে গুরুতর চোট পান কাউন্সিলারের অশীতিপর বৃদ্ধা মা। এবিভিপির হামলা রুখতে তৎক্ষণাৎ রাস্তায় নেমে আসেন এলাকার সাধারণ বাসিন্দারা। হামলার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে সরাসরি এগিয়ে আসেন বিজেপি মহিলা মোর্চার জেলা সহ সভাপতি পূরবী ঘোষও। সম্মিলিত বাধার মুখেই পিছু হটতে বাধ্য হয় আক্রমণকারীরা।

অভিযোগ অস্বীকার করে এবিভিপির জেলা আহ্বায়ক অজয় মণ্ডল বলেন, 'আমাদের সংগঠনের কেউ এমন ঘটনার সঙ্গে জড়িত নয়। অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।'

এদিকে, সোমবার রাত থেকে ঘটে চলা পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে এবিভিপি-র বিরুদ্ধে সিপিএমের অভিযোগের পালটা জবাব দিয়েছেন আরএসএসের শিলিগুড়ি বিভাগের কার্যবাহক খগেন্দ্রনাথ বর্মন। তিনি দাবি করেন, 'কলেজে এবিভিপির ছাত্রদের ওপর সিপিএমের মদতেই হামলা চালিয়েছিল এসএফআই। এটা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। কিন্তু রাতে সিপিএমের পার্টি অফিসে যে ঘটনার কথা বলা হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ সাজানো নাটক ও কাল্পনিক গল্প।' পালটা ক্ষোভ উগরে দিয়ে সিপিএমের জেলা সম্পাদক পীযূষ মিশ্রের মন্তব্য, 'আমাদের পার্টি অফিস জ্বালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে, ইট ছুড়ে কাচ ভাঙা হয়েছে। এর নেপথ্যে রয়েছে আরএসএস এবং বিজেপির প্রত্যক্ষ মদত। ওই ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে যুক্তদের অভিভাবকদের কাছে অনুরোধ, সন্তানদের গতিবিধির ওপর নজর রাখুন।'

এবিভিপির হামলার পর সিপিএম কাউন্সিলারের বাড়ির সামনে ভিড়।

দুর্নীতির টাকা ফেরানোর নিদান

রণজিৎ ঘোষ

কালিম্পং, ৮ সেপ্টেম্বর : গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) দুর্নীতি নিয়ে তদন্ত করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি আগেই দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার কালিম্পংয়ের ভার্চুয়াল সভা থেকে দুর্নীতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে এফআইআর করে তাঁদের কাছ থেকে টাকা আদায়ের হুমকিও দিলেন তিনি।

এদিন তিনি বলেছেন, 'জিটিএ-তে মানুষের উন্নয়নের টাকা, পানীয় জলপ্রকল্পের টাকা নিয়ে প্রচুর দুর্নীতি হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির তদন্তের জন্য তৈরি কমিটি জিটিএ-র তদন্ত করছে।' জিটিএ-র মাধ্যমে পাহাড়ের উন্নয়নের কাজ শুরু করতে ইতিমধ্যে লালকুঠিতে প্রশাসক বসানো হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী এদিন জানিয়েছেন।

তাঁর বক্তব্য, 'পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কিন্তু উন্নয়নের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রশাসক বসানো হয়েছে।' লেপচা, তামাং সহ ১৬টি উন্নয়ন বোর্ডেও নজর রয়েছে শুভেন্দুর।

মুখ্যমন্ত্রীর পাহাড় সফরের আগেই সোমবার স্মৃতিরঞ্জন মোহান্তিকে জিটিএ-র প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করে বিজ্ঞপ্তি দেয় রাজ্যের স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দপ্তর। এই আইএএস অফিসার বর্তমানে জিটিএ-তেই প্রধান সচিবের দায়িত্বে রয়েছেন। এদিন কালিম্পংয়ের সভায় ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'জিটিএ-র চিফ এগজিকিউটিভ সহ বেশ কয়েকজন সভাসদ ইস্তফা দিয়েছেন। কিছু সভাসদ এখনও রয়েছেন। সোমবারই জিটিএ-তে প্রশাসক বসানো হয়েছে। সাংসদ, বিধায়ক এবং যে সভাসদরা ইস্তফা দেননি, সবাইকে নিয়েই উন্নয়নের কাজ শুরু করতে হবে।'

শুভেন্দুর বক্তব্য, 'পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কয়েকদিন আগেই এখানে এসে সবার সঙ্গে কথা বলেছেন। এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তবে, যতক্ষণ সেটা না হচ্ছে, সেই সময় পর্যন্ত সবার মতামত নিয়ে প্রশাসকের মাধ্যমে উন্নয়নের কাজ করা হবে।'

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যেই স্পষ্ট যে, রাজ্য সরকারও আর জিটিএ-র নির্বাচনের চিন্তাভাবনা করছে না। বরং কেন্দ্রকে নিয়ে এখানকার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের জন্য সচেষ্ট।

মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পরে কার্সিয়াংয়ে এসে জিটিএ-র দুর্নীতি নিয়ে সরব হয়েছিলেন শুভেন্দু। গত কয়েক বছরে জিটিএ-তে প্রচুর দুর্নীতি হয়েছে বলে দাবি করে তিনি এই দুর্নীতির তদন্ত করে প্রত্যেককে জেলে ভরার হুঁশিয়ারিও দিয়েছিলেন। এদিন ফের সেই প্রসঙ্গ তুলে দুর্নীতিতে যুক্ত প্রত্যেকের বিরুদ্ধে এফআইআর করা এবং ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর নেতৃত্বে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি নিয়ে তদন্ত কমিটি হয়েছে। সেই কমিটিতে প্রবীণ আইপিএস কালিয়াপ্পন জয়রামন রয়েছেন। এই কমিটি ইতিমধ্যে পাহাড় এবং অন্যত্র ঘুরেছে।'

কালিম্পংয়ের জনতাকে তিনি আশ্বস্ত করে বলেন, 'জিটিএ-তে শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে পানীয় জলপ্রকল্পে যত দুর্নীতি হয়েছে, লেপচা, তামাং সহ সমস্ত বোর্ডেও যত দুর্নীতি হয়েছে, কাউকে ছাড়ব না। প্রত্যেকের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ হবে। দুর্নীতিগ্রস্তদের কাছ থেকে টাকা আদায়ও করা হবে।'

এই প্রসঙ্গে ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেছেন, 'জিটিএ-তে দুর্নীতির তদন্ত হচ্ছে বলে অনেকদিন ধরে বলা হচ্ছে। কিন্তু কোথায় তদন্ত? মানুষ এবার ফলাফল দেখতে চায়। আসলে জিটিএ খারিজ হয়ে যাবে বলে ভোটের আগে দাবি করলেও এখনও রাজ্য কিছু করতে পারেনি। পাহাড়ের উন্নয়নের কাজ স্তব্ধ। তাই এসব বলা ছাড়া কিছু করার নেই।'

কালিম্পংয়ে রাস্তায় কুচকাওয়াজ। মুখ্যমন্ত্রীর অপেক্ষায় উৎসুক জনতা। মঙ্গলবার।

গ্রেপ্তার আরও এক

ইসলামপুর, ৮ সেপ্টেম্বর : ইসলামপুরে প্রধান শিক্ষক নজরুল ইসলাম খুনের ঘটনায় মহারাষ্ট্রের সাংলি জেলার ভিটা থেকে আরও এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃত আনজামুল আলম ইসলামপুর থানার গুঞ্জরিয়া-আগুরশিয়া এলাকার বাসিন্দা। এই গ্রেপ্তারের ফলে ঘটনায় মোট ধৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল চার। পুলিশ সুপার রাকেশ সিং বলেন, 'খুনের অন্যতম পান্ডা মোশারফ ওরফে লালার শাকরেদ এই আনজামুল। ঘটনার পর থেকেই সে গা-ঢাকা দিয়েছিল। ট্রানজিট রিমান্ডে তাকে ইসলামপুর আনা হচ্ছে।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ৮ অগাস্ট রাজা ভীম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নজরুল ইসলামকে গুলি করে খুন করে আততায়ীরা। তদন্তে নেমে সম্প্রতি এই ঘটনায় এক শিক্ষিকাকে ইসলামপুর শহর থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ঘটনার মূলচক্রী হিসেবে মোশারফ ওরফে লালাকে দিল্লি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। চলতি মাসে বিহার থেকে গ্রেপ্তার করা হয় মহম্মদ সোহেলকে। আগে ধৃত তিনজন বর্তমানে পুলিশ হেপাজতে রয়েছেন।

পদ্মে গোষ্ঠীকোন্দল

বাগডোগরা, ৮ সেপ্টেম্বর : নতুন প্রধানকে সংবর্ধনা দেওয়া এবং অঞ্চলে দলীয় কার্য পরিচালনার জন্য নতুন কমিটির তালিকাকে কেন্দ্র করে গোঁসাইপুরে বিজেপির অন্দরের মতবিরোধ প্রকাশ্যে এল। মঙ্গলবারের একটি কর্মসূচিতে কমিটির তালিকা গ্রহণ নিয়ে প্রথমে আপত্তি তোলেন গোঁসাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মনা সিংহ রায়। পরে অবশ্য তিনি তালিকাটি গ্রহণ করেন। এই ঘটনাকে ঘিরে দলের অন্দরে দুটি পৃথক গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

বিজেপির লোয়ার বাগডোগরা-গোঁসাইপুর মণ্ডলের সভাপতি শিঞ্চু ওরাওঁ বলেন, 'নতুন প্রধানকে সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য ২৪টি বুথের মণ্ডল সভাপতি ও শক্তিপ্রমুখদের নিয়ে অনুষ্ঠানে যাওয়া হয়। সেখানে দলের কয়েকজন প্রধানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, তাঁদের এলাকায় কাজ হলেও প্রধান তাঁদের কিছু জানান না।' তাঁর দাবি, বিষয়টি দলের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। শিঞ্চু বলেন, দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে আটজনকে ১১ মাসের জন্য শোকজ করা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে দুজনের জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় দলীয়ভাবে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। সাসপেন্ড হওয়া নন্দ রায় মণ্ডল কমিটির সহ সভাপতি এবং সঞ্জয়কুমার রায় গোঁসাইপুর অঞ্চল কোর কমিটির সদস্য ছিলেন বলে উল্লেখ করেন তিনি।

অন্যদিকে, বিজেপির পুরোনো কর্মী তথা ১০ নম্বর বুথের শক্তিপ্রমুখ দীনবন্ধু বর্মনের অভিযোগ, দীর্ঘদিনের কর্মীদের যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। তাঁর দাবি, নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর দলে আসা কয়েকজনকে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। অথচ পুরোনো কর্মীদের বিভিন্ন কাজের বিষয়েও জানানো হচ্ছে না। গোটা ঘটনায় প্রধান মনা কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

ফের তিস্তায় ঝাঁপ, মৃত এক

ওদলাবাড়ি, ৮ সেপ্টেম্বর : সেবকের তিস্তা করোনেশন সেতুতে ফের দুর্ঘটনা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার দুপুরে এক তরুণী সেতুর ওপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে নীচে পাথরের ওপর গিয়ে পড়েন। খবর পেয়ে মংপং ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গুরুতর জখম অবস্থায় ওই তরুণীকে উদ্ধার করে ওদলাবাড়ি হাসপাতালে নিয়ে আসে। হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

তরুণীর নাম সৃষ্টি প্রধান (২১)। বাড়ি দার্জিলিং জেলার কার্সিয়াং এলাকায়। ওই তরুণী শিলিগুড়ির একটি কলেজে পড়াশোনা করতেন এবং শিলিগুড়িতেই থাকতেন। এদিন দুপুরে সেবকের করোনেশন সেতু এলাকায় বেড়াতে এসে আচমকাই ঝাঁপ দেন তিনি। পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

নাবালিকা অপহরণ

খড়িবাড়ি, ৮ সেপ্টেম্বর : প্রতিবেশীর বাড়িতে যাওয়ার কথা বলে বেরিয়ে নিখোঁজ নবম শ্রেণির এক নাবালিকা। পরিবারের অভিযোগ, খড়িবাড়ির ডোহাগুড়ি এলাকার দুই তরুণ তাকে ফুসলে নিয়ে পালিয়েছে। মেয়ের কোনও সন্ধান না পেয়ে সোমবার গভীর রাতে খড়িবাড়ি থানায় দুই তরুণের বিরুদ্ধে অপহরণের লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নাবালিকার বাবা। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার বিকেলে বাড়ির কাছের এক প্রতিবেশীর বাড়িতে যাওয়ার কথা বলে বেরিয়েছিল ওই নাবালিকা। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হলেও বাড়ি না ফেরায় পরিবারের সদস্যরা খোঁজ শুরু করেন। কিন্তু তার কোনও সন্ধান মেলেনি। অভিযোগ, ডোহাগুড়ি এলাকার এক তরুণ বেশ কিছুদিন ধরে নাবালিকাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছিল। ঘটনার দিন ওই তরুণ ও তার এক বন্ধু নাবালিকাকে ফুসলে নিয়ে পালিয়েছে বলে তাঁদের দাবি।

বোনাসে সিঁদুরে মেঘ উত্তরের চা বলয়ে

নাগরাকাটা, ৮ সেপ্টেম্বর : এক পুজো পেরিয়ে দরজায় কড়া নাড়ছে আরেক পুজো। কিন্তু বোনাস-বিবাদের বিষবাষ্পে উত্তরবঙ্গের চা বলয়ে আশঙ্কার কালো মেঘ এখনও কাটেনি। গত বছর পুজোর মুখে বোনাস টানাপোড়েনকে কেন্দ্র করে বন্ধ হয়ে যাওয়া চামুর্চি, রেড ব্যাংক কিংবা সুরেন্দ্রনগরের মতো একাধিক বাগান আজও খোলেনি। কিস্তিতে বোনাস মেটানোর প্রতিশ্রুতি মিললেও বহু বাগানে বকেয়া থেকেই গিয়েছে। দিনকয়েক আগেও দেবপাড়া চা বাগানে গত বছরের বোনাসের একাংশ না মেলায় বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন শ্রমিকরা। এই তপ্ত আবহে শ্রম দপ্তর সোমবার একতরফা অ্যাডভাইজরি জারি করে জানিয়ে দিল— আগামী ৫ অক্টোবরের মধ্যে সমস্ত বাগানে ২০ শতাংশ হারেই বোনাস দিতে হবে।

সরকারি নির্দেশকে শ্রমিক মহল দু'হাত তুলে স্বাগত জানালেও চরম অসন্তোষ দানা বাঁধছে মালিকপক্ষে। ডুয়ার্সের সিংহভাগ বাগান ২০ শতাংশ বোনাস দিতে সক্ষম হলেও, তথাকথিত রুগ্ন বাগানগুলির ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রমাদ গুনছেন পরিচালকরা। ২০২৪ সাল পর্যন্ত দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে রুগ্ন বাগানগুলিকে নির্দিষ্ট হারে ছাড় দেওয়ার প্রথা ছিল। গত বছর সেই নিয়মে দাঁড়ি পড়ার পর থেকেই অচলাবস্থার সূত্রপাত। চা বণিকসভা আইটিপিএ-র উপদেষ্টা অমিতাংশু চক্রবর্তীর সোজাসাপ্টা বক্তব্য, 'বোনাসকে কেন্দ্র করেই গত বছর চামুর্চি বন্ধ হয়েছিল। আক্ষেপের হলেও চরম সত্য যে বাগানটি আজও খোলেনি। তার মাঝে ফের আরও একটি অ্যাডভাইজরি চাপিয়ে দেওয়া হল!'

শ্রমিকদের পালটা যুক্তি, ঘাম ঝরানো মেহনতে কোনও রুগ্ন বা সুস্থ ক্যাটিগরি হয় না। উৎসবের মুখে এই অতিরিক্ত অর্থটুকু ডুয়ার্সের চা শ্রমিকদের কাছে শুধু আর্থিক পাওনা নয়, চরম এক আবেগ। ফলে প্রত্যাশার পারদ তুঙ্গে। শাসকদলের শ্রমিক সংগঠনের চেয়ারম্যান তথা সাংসদ মনোজ টিগ্গা অবশ্য কড়া সুরেই বলেন, 'বোনাস নিয়ে কোথাও কোনও সমস্যা তৈরি হলে শ্রম দপ্তর নিশ্চয়ই কড়া পদক্ষেপ করবে। আমাদের স্পষ্ট দাবি, সরকারি অ্যাডভাইজরি সবাইকে মানতেই হবে।'

এরই মধ্যে গত ৩ ডিসেম্বর থেকে বন্ধ আমবাড়ি বাগান পুজোর আগে খোলার দাবিতে আন্দোলন তীব্র হচ্ছে। জলপাইগুড়িতে ডেপুটি শ্রম কমিশনারের দপ্তরে হওয়া ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে মালিকপক্ষ আগামী ১৮ নভেম্বর বাগান খোলার প্রস্তাব দেওয়ায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে। বিজেপি প্রভাবিত ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের বানারহাট ব্লক সভাপতি জয়রাজ বিশ্বকর্মা বলেন, 'মালিকপক্ষ পুজোর আগে এক পক্ষের বকেয়া মজুরি ও কর্মীদের এক মাসের বেতন দিয়ে পুজোর পরে বাগান খোলার কথা বলেছে। কিন্তু আমাদের দাবি পরিষ্কার, উৎসবের আগেই বাগান খুলতে হবে।' ফলে বোনাস আর বাগান খোলার দড়ি-টানাটানিতে উত্তরের চা বলয় ফের এক তীব্র সংঘাতের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে।

বন্ধ চামুর্চি চা বাগান।

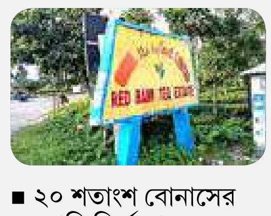

■ ২০ শতাংশ বোনাসের সরকারি নির্দেশে ফের ঘনাচ্ছে সংঘাতের মেঘ

■ গত বছরের বকেয়া না মিটতেই নতুন অ্যাডভাইজরি, ক্ষুব্ধ মালিকপক্ষ

■ পুজোর আগে আমবাড়ি খোলার দাবিতে অনড় শ্রমিক সংগঠনগুলি

লাইসেন্স রদ

নিউ মার্কেটের হোটেলে অগ্নিকাণ্ডের জেরে কলকাতার ৯১৯টি হোটেল-গেস্টহাউসের লাইসেন্স রদ করল নবান্ন। অগ্নি-সুরক্ষা বিধি না মানায় আপাতত এগুলি বন্ধ রাখা হবে।

ডেরেকের হাজিরা

ক্যামাক স্ট্রিট কাণ্ডে দ্বিতীয়বার শেক্সপিয়র সরণি থানায় হাজিরা দিলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন। মঙ্গলবার তাঁকে প্রায় সাড়ে ৬ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। গত সপ্তাহেও এই ঘটনায় হাজিরা দিয়েছিলেন তিনি।

টানা তল্লাশি

টানা ২৪ ঘণ্টা তল্লাশির পর তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ নাদিমুল হকের বাড়ি ও অফিস থেকে মঙ্গলবার সকালে বের হলেন ইডি আধিকারিকরা। তাঁর সংবাদপত্র অফিসের আড়ালে বেআইনি আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে।

সাইবার প্রতারণা

গোটা দেশে সাইবার প্রতারণার জাল ছড়িয়ে রাখার অভিযোগে ১২ জনকে গ্রেপ্তার করল চন্দননগর পুলিশের সাইবার অপরাধ দমন শাখা। ধৃতদের থেকে প্যান কার্ড, চেকবই, পাসবই, তিনটি মোবাইল, ডেবিট-ক্রেডিট কার্ড ও সাতটি সিম কার্ড উদ্ধার হয়েছে।

শেষমুহূর্তে তুলির টান। মঙ্গলবার নদিয়ায়। -পিটিআই

সেন্সাসের খাতায় ভিটেমাটি হারানোর যন্ত্রণা

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর : মালদায় গঙ্গার পাড় হোক বা দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন— নদীভাঙন আর ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে প্রতি বছর ভিটেমাটি হারান অসংখ্য মানুষ। বাধ্য হয়ে পাড়ি জমাতে হয় অন্য শহরে বা ভিনরাজ্যে। এই স্থানান্তর কোনও ভালো চাকরি, ব্যবসা বা বিয়ের কারণে নয়, নেহাতই বেঁচে থাকার তাগিদে। দশকের পর দশক ধরে চলে আসা এই যন্ত্রণাকে এবার সরকারিভাবে স্বীকৃতি দিতে চলেছে ভারতের জনগণনা বা সেন্সাস। সেন্সাসের ৪০টি প্রশ্নের তালিকায় স্থানান্তরের কারণ হিসেবে এবার যুক্ত হচ্ছে 'প্রাকৃতিক দুর্যোগ'। ফলে ভূমিক্ষয়, বন্যা বা ঘূর্ণিঝড়ের কারণে বাস্তুচ্যুত মানুষদের একটি স্পষ্ট সরকারি পরিসংখ্যান এবার উঠে আসবে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার মৌসুনি বা ঘোড়ামারার মতো দ্বীপগুলোতে এই বিপন্নতার ছবি সবচেয়ে মারাত্মক। ১৯৭২ সালে ঘোড়ামারা দ্বীপের আয়তন ছিল ৭.২ বর্গ কিলোমিটার। সমুদ্রের জলস্তরের উচ্চতা বাড়ার কারণে ২০২২ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৩.৬ বর্গ কিলোমিটারে। অর্থাৎ, মাত্র পাঁচ দশকে দ্বীপের অর্ধেক অংশই তলিয়ে গিয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোস্টাল জিওমরফোলজিস্ট সুনন্দ

বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, সাগরদ্বীপও গত এক শতাব্দীতে ২৫৬ বর্গকিমি থেকে সংকুচিত হয়ে ২৩০ বর্গকিমিতে এসে ঠেকেছে।

মৌসুনির বাসিন্দা ৫৫ বছরের মাজেদ শাহের একসময় নিজস্ব জমি ছিল, যা আজ পুরোপুরি সমুদ্রের গ্রাসে। তিনি এখন ফ্রেজারগঞ্জে এক আত্মীয়ের বাড়িতে থাকেন। তাঁর কথায়, 'সমুদ্র যেভাবে আমাদের গিলছে, তাতে দ্বীপের বাকি অংশটুকুও আর থাকবে না। সেন্সাসের খাতায় আমি এবার নিজেকে ফ্রেজারগঞ্জের বাসিন্দা হিসেবেই নথিভুক্ত করতে চাই।' একই অবস্থা ঘোড়ামারার গোবিন্দ কারক বা তাপস কারকের মতো কৃষকদের। কৃষিজমি হারিয়ে কেউ কাকদ্বীপে, কেউ বা ঠাকুরপুকুরে দিনমজুরি করছেন। মালদার মানিকচকের ৭১ বছরের বাসিন্দা মহম্মদ তাহের আলি গঙ্গার ভাঙনের জেরে ১৯৬৬, ১৯৯৪ এবং ১৯৯৭ সালে মোট তিনবার ভিটেছাড়া হয়েছেন।

সেন্সাসের কর্মীরা স্থানীয় বাসিন্দা হওয়ায় দুর্গত মানুষজন তাঁদের কাছে এই ভিটেমাটি হারানোর যন্ত্রণা আরও সহজভাবে তুলে ধরতে পারবেন বলে মনে করছেন আধিকারিকরা। এই নতুন তথ্যের সাহায্যে গবেষক এবং নীতিনির্ধারকরা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে হওয়া এই বাধ্যতামূলক দেশান্তরের ছবিটা আরও নিখুঁতভাবে বুঝতে পারবেন।

পুরভোটে লক্ষ্য মমতার ওয়ার্ড

অরুণ দত্ত

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর : বিধানসভা ভোটে ভবানীপুরে হারানোর পর এবার কলকাতা পুরসভার ভোটে মমতাকে তাঁর ওয়ার্ডেও হারাতে চায় বিজেপি। সেই লক্ষ্যে দক্ষিণ কলকাতার ৭৩ এবং ৮২ নম্বর ওয়ার্ড দুটিকে পাখির চোখ করেছে বিজেপি। ৭৩ নম্বর ওয়ার্ডের ভোটার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ৮২ নম্বরে প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। বিগত বিধানসভা ভোটে ভবানীপুর আসনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে পরাজিত হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা কর্পোরেশন জেতার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী হলেও মেয়র পদপ্রার্থী নিয়ে মুখ খোলেননি কলকাতা পুরভোটে বিজেপির ইনচার্জ সুকান্ত মজুমদার। সুকান্ত বলেন, 'কলকাতা পুরসভায় মেয়র পদে বসবেন সনাতনী মেয়র।'

চলতি বছরের নভেম্বরেই কলকাতা পুরসভা ভোটের সম্ভাবনা। রাজ্যে ক্ষমতা দখলের পর শাসক বিজেপির নজরে এবার কলকাতা পুরসভা। কলকাতা কর্পোরেশন জিততে ইতিমধ্যেই মাঠে নেমে পড়েছে বিজেপি। প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারকে ইনচার্জ করে তৈরি হয়েছে কমিটি। এছাড়াও কলকাতা কর্পোরেশনের বর্ধিত আসন ও সীমানা পুনর্বিন্যাসকে মাথায় রেখে তৈরি হয়েছে একাধিক ওয়ার্ড ও বুথভিত্তিক কমিটি। মঙ্গলবার দক্ষিণ কলকাতার পুরভোটকে মাথায় রেখে ৭৩ এবং ৮২ নম্বরের ওয়ার্ড ও বুথ কমিটির সঙ্গে বৈঠক করেন সুকান্ত মজুমদার। কালীঘাটের জয়হিন্দ ভবনে এই বৈঠকে ওয়ার্ড ও বুথস্তরের দলীয় কর্মকর্তাদের পাশাপাশি দক্ষিণ কলকাতার জেলা সভাপতি, মণ্ডল সভাপতিরাও উপস্থিত ছিলেন। দক্ষিণ কলকাতার জেলা সভাপতি অনুপম ভট্টাচার্য বলেন, 'এই বৈঠক নিছক দুটি ওয়ার্ডের নির্বাচনি প্রস্তুতি পর্যালোচনা নয়। কলকাতা পুরভোটে সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক বার্তা দিতে সুকান্ত মজুমদার সহ শীর্ষনেতৃত্ব দলীয় কর্মীদের সঙ্গে এই বৈঠক করেছেন।'

সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা ভোটে ৭৩ নম্বর ওয়ার্ডে নিজের বুথে হেরেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০২১-এর উপনির্বাচনে ভবানীপুরের ২৬৯টি বুথের মধ্যে ১৪৯টিতে বিজেপি এগিয়েছিল। ৭৩ নম্বর ওয়ার্ডে মাত্র ২১৯ ভোটে এগিয়েছিল তৃণমূল। সেই কারণে ২০২৬-এর ভোটে নিজের কেন্দ্র সামলাতে মমতাকে মাঠে নামতে হয়েছিল। তবু শেষরক্ষা হয়নি। একইভাবে ৮২ নম্বর ওয়ার্ডে নিজের বুথে হেরেছিলেন ফিরহাদ। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ফিরহাদের ৮২ নম্বর ওয়ার্ডেও বড় মাপের ভোট পেয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী।

অভিযোগ, বিগত বিধানসভা ভোটে মমতার ওয়ার্ডে দলীয় কর্মসূচি করতে এসে তৃণমূলী সন্ত্রাসের শিকার হতে হয়েছিল সুকান্তকে। সূত্রের খবর, এদিনের বৈঠকে দলীয় কর্মীদের উজ্জীবিত করতে সুকান্ত বলেছেন, 'সেদিন আমায় যে চোখের জল ফেলতে হয়েছিল, এবার তার মধুর প্রতিশোধ নিতে হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর নিজের ওয়ার্ডে বড় ব্যবধানে হারাতে হবে।'

শুধু কলকাতা নয়, আসন্ন পুর নির্বাচনে প্রতিটি পুরসভা এবং ওয়ার্ডভিত্তিক ইস্তাহার ও সংকল্পপত্র প্রকাশ করতে চায় বিজেপি।

প্রতারণার ছক

বর্ধমান, ৮ সেপ্টেম্বর : সাইবার প্রতারকদের নিশানায় এবার বিধায়করা। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের আধিকারিক পরিচয় দিয়ে ফোন করে চাকরি দেওয়ার নামে বিধায়কদের ফাঁদে ফেলার চেষ্টা চলছে। এলাকার চাকরিপ্রার্থীদের ৪৫ হাজার টাকা বেতনের টোপ দিয়ে বিজেপি বিধায়ক অরুণ হালদারের কাছে বায়োডাটা চাওয়া হয়। সন্দেহ হওয়ায় জামালপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, ফোনটি এসেছিল উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর থেকে।

মেমারির বিধায়ক মানব গুহ ও ভাতারের বিধায়ক সৌমেন কার্ফাও এমন প্রতারণার ফোন পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন। পুলিশের অনুমান, বিধায়কদের প্যাড ও পরিচিতি হাতিয়ে সাধারণ তরুণ-তরুণীদের বিশ্বাস অর্জন করে মোটা টাকা হাতানোই ছিল জালিয়াতদের মূল ছক।

অভিযোগ

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর : রাজ্যে এসে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে বাগেশ্বর ধামের ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ শাস্ত্রীর দুর্গা পুজোয় 'আমিষ' নিদান ও বাঙালির খাদ্যাভাস নিয়ে মন্তব্যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। যা নিয়ে ক্রমশ সুর চড়াচ্ছে বিরোধীরা। বাংলায় এসে বাঙালিকে অপমান করার অভিযোগে ধীরেন্দ্র শাস্ত্রীর বিরুদ্ধে মঙ্গলবার থানায় অভিযোগ দায়ের করল প্রদেশ কংগ্রেস। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কেন্দ্র ভবানীপুর এবং মুচিপাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে দক্ষিণ ও মধ্য কলকাতার জেলা কংগ্রেস। অভিযোগপত্রে বাঙালির উদ্দেশ্যে বাগেশ্বর বাবার শব্দবন্ধগুলি উল্লেখ করা হয়েছে। থানার সামনে এদিন জড়ো হয়ে বিক্ষোভও দেখায় কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকরা।

নির্দেশ

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর : বেআইনিভাবে চলা টোটো ও ই-রিকশার দাপট রুখতে রাজ্য প্রশাসনকে কঠোর পদক্ষেপ করার কথা জানিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। শুধুমাত্র বিজ্ঞপ্তি জারি করে দায়িত্ব শেষ হয় না। রাস্তায় নেমে পদক্ষেপ করতে হয় বলে জানালেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি অতরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ। মায়াপুরের ইসকন চত্বরে বেআইনি টোটোর উপদ্রব ও যানজট নিয়ে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। মঙ্গলবার ওই মামলার শুনানিতে ডিভিশন বেঞ্চ মন্তব্য করে, 'এই ছবি শুধু নদিয়া মায়াপুরে নয়, গোটা রাজ্যে।'

মামলা

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর : মুর্শিদাবাদের ডোমকল পুরসভায় নির্বাচনের দাবিতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন মুস্তাফিজুর রহমান। তাঁর অভিযোগ, তিন বছর ধরে সংশ্লিষ্ট পুরসভায় কোনও নির্বাচিত বোর্ড নেই। প্রশাসক বসিয়ে পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। তাই অবিলম্বে ভোট করানোর আর্জি জানিয়েছেন তিনি।

রাজ্যের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পুরসভায় নির্বাচন আটকে রয়েছে। কলকাতা ও হাওড়ার পুরভোটে ডিসেম্বরেই সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু হাওড়া, বিধাননগর, দুর্গাপুর, নলহাটি, হলদিয়া, পাঁশকুড়া সহ বহু পুরসভায় প্রশাসক বসিয়ে কাজ চলছে। এই পরিস্থিতিতে ডোমকলের বিধায়ক হিসেবে ওই পুরসভার জন্য আদালতের দ্বারস্থ হলেন সিপিএম বিধায়ক।

মাঠভরা কাশফুলে আগমনীর বার্তা। মঙ্গলবার নিউটাউনে দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়ের তোলা ছবি।

যাদবপুর দখলে জেহাদি অস্ত্রে শান!

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর : যাদবপুর, প্রেসিডেন্সির মতো বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে কবজা করতেই কী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ভাঙার প্রস্তাব ভাসিয়ে দিচ্ছে আরএসএস? সেই লক্ষ্যেই কী শিক্ষক বদলির বিল আনতে চলেছে রাজ্য সরকার? উঠছে প্রশ্ন। ১০ সেপ্টেম্বর বিধানসভায় একদিনের বিশেষ অধিবেশনে দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটিজ অ্যান্ড কলেজেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড রেগুলেশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিল ২০২৬ পেশ হওয়ার সম্ভাবনা। সরকারিভাবে এই বিলের উদ্দেশ্য নিয়ে যে দাবি করা হোক না কেন বিরোধীরা সেই আশঙ্কাই করছে। আরএসএসের মুখপাত্র সাম্প্রতিক একটি সংখ্যায় দাবি করা হয়েছে, ক্যাম্পাসের জেহাদি ও দেশ বিরোধী শক্তিকে রুখতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং ও কলা বিভাগকে নিউটাউনের মতো সম্পূর্ণ আলাদা জায়গায় সরিয়ে নিয়ে গিয়ে যাদবপুরের মূল ক্যাম্পাস থেকে বিচ্ছিন্ন করা হোক।

বিধানসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি বিশেষ বিল পাশ করানোর লক্ষ্যেই ১০ সেপ্টেম্বর জরুরি ভিত্তিতে একদিনের জন্য অধিবেশন বসাতে হচ্ছে সরকারকে। সূত্রের খবর, সম্প্রতি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক, অধ্যাপকদের নির্দিষ্ট মেয়াদে বদলি বাধ্যতামূলক করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই সেই সিদ্ধান্তে সিলমোহর দিয়েছে রাজ্য মন্ত্রীসভা। সেই লক্ষ্যে উচ্চশিক্ষাদপ্তর বিশেষ মডিউলও তৈরি করেছে। যদিও তা এখনও চূড়ান্ত নয়। প্রশাসনিক মহলের মতে, বদলির প্রশ্নে আইনি জট কাটাতে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত আইনের সংশোধন করতেই এই বিল আনতে হচ্ছে সরকারকে। এদিকে সরকারের এই বিলকে সন্দেহের চোখে দেখছে বিরোধীরা। তাঁদের আশঙ্কা বদলির নামে সরকার বিরোধী মুক্ত চিন্তার এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে কবজা করতেই এই কৌশল।

এই প্রসঙ্গে সারা ভারত সেভ এডুকেশন কমিটির সাধারণ

- ১০ সেপ্টেম্বর জরুরি ভিত্তিতে একদিনের জন্য অধিবেশন
- দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটিস অ্যান্ড কলেজেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড রেগুলেশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিল ২০২৬ পেশ হওয়ার সম্ভাবনা
- সরকারের এই বিলকে সন্দেহের চোখে দেখছে বিরোধীরা

সম্পাদক তরুণ নস্কর বলেন, 'যাদবপুর, প্রেসিডেন্সির মতো বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে নিজেদের আয়ত্বে আনতে না পেরে শিক্ষক, আধিকারিকদের বদলি করে সেখানে বশংবদ লোকেদের বসানোই এর লক্ষ্য।'

শিক্ষাবিদদের একাংশের এই আশঙ্কাকে নিশ্চিতভাবেই ইন্ধন জোগাচ্ছে সংঘের (আরএসএস) মনোভাব। সম্প্রতি সংঘের মুখপাত্র স্বস্তিকার নিবন্ধে (গাঁও ভাঙনের গান) লেখক দাবি করেছেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এখন জিহাদি, দেশ বিরোধী উপাদানের আখড়ায় পরিণত হয়েছে, যেখানে প্রকাশ্যেই আজাদ কাশ্মীরের স্লোগান ওঠে এবং প্যালেস্তাইনের প্রতি সমর্থন জানানো হয়। ক্যাম্পাসের বিভাজনের পক্ষে যুক্তি সাজিয়ে ওই নিবন্ধে আরও বলা হয়েছে, ক্যাম্পাসে দুটি আলাদা বিভেদকামী শক্তি কাজ করছে। ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগটি মাওবাদি এবং নকশালদের দ্বারা প্রভাবিত যারা হিংসাত্মক আন্দোলনে বিশ্বাসী অন্যদিকে কলাবিভাগটি সংসদীয় গণতন্ত্রে অংশগ্রহণকারী বামপন্থীদের দ্বারা চালিত, যাদের আদর্শ ভারতের বাইরের দর্শনে অনুপ্রাণিত। রাজনৈতিক মহলের মতে, রাজ্যের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষক, অধ্যাপকদের একাংশ এখনও বাম অথবা বিজেপি বিরোধী।

সম্প্রতি যাদবপুর ছাত্র সংঘর্ষের ঘটনায় তা আরও স্পষ্ট হয়েছে। যাদবপুরে বাম ছাত্র সংগঠন ও এবিভিপির সংঘাতের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে সভা করে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে জাতীয়তাবাদ ও রাষ্ট্রবাদ প্রতিষ্ঠার অঙ্গিকার করেছিলেন। এরপরই তড়িঘড়ি বিধানসভা বসিয়ে এই বিল পাশ করাতে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় শিক্ষক, অধ্যাপকদের একাংশ মনে করছেন এভাবেই যাদবপুর, প্রেসিডেন্সির মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসকে ভেঙে দুর্বল করার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, আধিকারিকদের বদলি করে সরকার বিরোধী মনোভাবের কোমর ভেঙে দিতে চাইছে সরকার।

৪০ খাবার সংস্থার লাইসেন্স সাসপেন্ড

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর : পুজোর আগে শহরের বিভিন্ন রেস্তোরাঁর খাদ্যসুরক্ষা নিয়ে কঠোর অবস্থান নিয়েছে কলকাতা পুরসভা। বিগত কয়েকদিনে পুরসভার একাধিক অভিযানে উঠে এসেছে একাধিক অনিয়মের ছবি। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে শহরের ৪০টি রেস্তরাঁ ও খাদ্যবিপণির লাইসেন্স দু'সপ্তাহের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে। তালিকায় রয়েছে ডন জিওভানি'স, রিপণ স্ট্রিটের করিম'স, নাগেরবাজারের আরসেলান, বাইপাসের সিমলা বিরিয়ানি, ট্যাংরার বিগ বস, নিজাম, বলরাম মল্লিক অ্যান্ড রাধরমণ মল্লিক, মিষ্টিমুখ, শ্রীহরি ফুড-সহ কয়েকটি পরিচিত রেস্তরাঁ ও খাদ্যবিপণি।

উৎসবের সময় খাবারের মান নিয়ে কোনও আপস নয় বলে জানিয়ে দিয়েছে প্রশাসন। মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে এই অভিযান প্রসঙ্গে কলকাতার পুরকমিশনার স্মিতা পাণ্ডে বলেন, '১ সেপ্টেম্বর থেকে ৭ সেপ্টেম্বর খাদ্যনিরাপত্তা সপ্তাহ উপলক্ষ্যে শহরের বিভিন্ন রেস্তোরাঁ ও খাবারের প্রতিষ্ঠানে আমরা নিবিড়ভাবে অভিযান চালিয়েছি। মাছের বাজার, ছানা পট্টি, ডেকার্স লেন, রাজাকাটরা বাজার, কলকাতা রোয়িং ক্লাব, তাজ কোর্টেও হানা দিয়েছেন আধিকারিকরা।' এই 'সফল' অভিযানের ফলাফলকে উদ্বেগজনক বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'সব মিলিয়ে ৫৯২টি রেস্তরাঁ ও খাবারের প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হয়েছে। সেখান থেকে আনুমানিক ১২২৪ কেজি খাবার ফেলে দেওয়া হয়েছে। ১৬১ টি খাবারের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। সেই পরিদর্শনের রিপোর্ট পর্যালোচনার পরেই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।' তবে অনেক প্রতিষ্ঠানের

পক্ষ থেকে দাবি করা হয় তাঁরা এখনও সাসপেন্ড হওয়ার বিজ্ঞপ্তি হাতে পাননি। এপ্রসঙ্গে কলকাতার পুরকমিশনার জানিয়েছেন, 'তাঁদের পুনরায় বিজ্ঞপ্তি পৌঁছে দেওয়া হবে।'

সাসপেন্ড হওয়ার কারণ হিসেবে কলকাতার ছোট লালবাড়ির কমিশনার সাফ জানিয়েছেন, 'আমাদের দল বলছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাটাই আসল। মূল সমস্যা হল এখানে পরিচ্ছন্নতা। আর এবিষয়টা ঠিক করতে আর কত সময় লাগে?' সাসপেন্ডেড হওয়া খাবারের দোকানের ভবিষ্যত প্রসঙ্গে কমিশনার বলেন, 'সাসপেন্ড মানে কি এই দোকানগুলোকে সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ করে দেওয়া হল? পুর কমিশনার স্মিতা পান্ডে বলছেন সাসপেন্ড মানে সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া নয়। তাঁর সংযোজন, 'পুর আইনে সরাসরি কোনও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স বাতিল করার ব্যবস্থা নেই। তাই আপাতত দু'সপ্তাহের জন্য লাইসেন্স সাসপেন্ড করা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনিয়মের বিষয়ে জবাব দিতে হবে এবং খাদ্যসুরক্ষা বিধি মেনে চলার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।'

পরিদর্শনের সময় রান্নাঘরের পরিকাঠামো ও পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি খাবার মজুত এবং সংরক্ষণের পদ্ধতিও খতিয়ে দেখা হয়। খাদ্য সুরক্ষা বিভাগের একজন আধিকারিকের কথায়, 'কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের ফ্রিজ থেকে পচা মাংস, ছত্রাক ধরা মিষ্টি, নিম্নমানের মশলা এবং নিষিদ্ধ রং ব্যবহারের মতো অনিয়মের প্রমাণ মিলেছে।' কয়েকটি নামী রেস্তরাঁ এবং ফুড কোর্টেও বিধিভঙ্গের অভিযোগ সামনে এসেছে। তবে স্মিতা পাণ্ডে জানিয়েছেন, 'এধরনের অভিযান চোখ খুলে দেবে।'

আবাসের কিস্তি পুজোর আগে

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর : পুজোর আগে 'বাংলা আবাস যোজনা'র উপভোক্তাদের হাতে এক কিস্তির টাকা পৌঁছে দিতে জোর তৎপরতা চলছে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরে। ইতিমধ্যেই ৫০ লক্ষের বেশি আবেদন জমা পড়েছে। দপ্তরের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ জানিয়েছেন, আবেদনকারীর সংখ্যা ৫৪-৫৫ লক্ষ ছাড়িয়ে যাবে। আবেদনগুলি খতিয়ে দেখা এবং নথিপত্র যাচাইয়ের কাজ চলছে। তিনি বলেন, 'পাকা বাড়ি আছে, এমন অগণিত মানুষকে আবাস যোজনার টাকা পাইয়ে দিয়েছে বিগত তৃণমূল সরকার। আমরা সেইসব তদন্ত করে দেখছি। টাকা ফেরত দিতেই হবে অযোগ্যদের।'

পঞ্চায়েতমন্ত্রী উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলেন, 'বাংলা আবাস যোজনা খাতে ইতিমধ্যেই কেন্দ্র আরও ১ লক্ষ মানুষের বাড়ি তৈরির টাকা দেওয়ায় অনুমোদন দিয়েছে।' সম্প্রতি কলকাতায় এসে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান আশ্বাস দিয়ে গিয়েছেন, যোগ্য উপভোক্তাদের নাম যেমন যেমন রাজ্য সরকার কেন্দ্রের কাছে পাঠাবে, সঙ্গে সঙ্গে দিল্লি তার অনুমোদন দিয়ে দেবে।

তৃণমূল আমলে কাজ করা যেত না : জুন

চিত্ত মাহাতো

মেদিনীপুর, ৮ সেপ্টেম্বর : তৃণমূল জামানায় হাত খুলে কাজ করা যেত না, কেন্দ্রীয় প্রকল্প নিয়ে সাংসদরা কাজ করতে পারতেন না বলে বিস্ফোরক দাবি তৃণমূলত্যাগী মেদিনীপুরের সাংসদ জুন মালিয়ার। বিধানসভা ভোটের ফলাফল বেরোনোর পর আরও ১৯ জন বিদ্রোহী সাংসদের সঙ্গে তৃণমূল ত্যাগ করে এনসিপিআই-তে যোগদান করেছেন জুন।

মঙ্গলবার মেদিনীপুরে জাতীয় যক্ষা নির্মূল কর্মসূচিতে অংশ নেন মেদিনীপুরের সাংসদ জুন। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি বিধায়ক শংকর গুছাইত সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা। সেই কর্মসূচি শেষে সাংবাদিকদের সামনে তিনি পূর্বতন সরকারের বিরুদ্ধে একের পর এক বিস্ফোরক অভিযোগ করে বলেন, 'তৃণমূল আমলে কেন্দ্রীয় সরকারের যে সমস্ত জনমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার কথা সাংসদদের জানানো হত সেই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে দেওয়া হত না।'

এদিন তিনি দাবি করেন, কলাইকুন্ডায় বিমানবন্দর তৈরি করার জন্য কেন্দ্রীয় এভিয়েশন মন্ত্রীর সঙ্গে তিনি ব্যক্তিগতভাবে দেখা করে আবেদন জানিয়েছিলেন। তৃণমূল জামানায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার জমি না দেওয়ার কারণে ওই বিমানবন্দর তৈরি করা যায়নি। তবে বর্তমান বিজেপি সরকারের আমলে সেই জমি-জট কেটে যাবে। আগামী বছরের শুরুতেই মিলতে পারে সুখবর। এইদিন বেশ

কয়েকজন উপভোক্তার হাতে রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্যবীমা যোজনা কার্ড তুলে দেওয়ার পর বর্তমান সরকার ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন জুন মালিয়া।

সব মিলিয়ে এদিন এনসিপিআই সাংসদ জুন মালিয়ার মুখে শুধুই বিজেপি বন্দনা শোনা গেছে। মানুষকে বঞ্চনা নিয়েও প্রাক্তন সরকারকে একাধিকবার কাঠগড়ায় তোলেন জুন মালিয়া।

নন্দীগ্রামে বৈঠক এড়াল দুই তৃণমূল

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর : নন্দীগ্রামে জেলা শাসকের ডাকা সর্বদলীয় বৈঠক এড়াল তৃণমূল কংগ্রেস। ৬ অক্টোবর নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে উপনির্বাচন। মনোনয়ন জমার শেষ তারিখ ১৬ সেপ্টেম্বর। মঙ্গলবার তারই প্রস্তুতি হিসেবে পূর্ব মেদিনীপুরের নিমতৌড়িতে সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছিলেন জেলা শাসক নিরঞ্জন কুমার। সেই বৈঠকে তৃণমূলের দুই শিবির বাদে বাকি সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। যা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

সর্বদলীয় বৈঠকে তৃণমূলের উপস্থিত না থাকা নিয়ে স্বাভাবিকভাবে চর্চা শুরু হয়েছে। তৃণমূলের একাংশের মতে, মমতাপন্থী কালীঘাট তৃণমূল এবং বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস-- দুপক্ষই দলীয় প্রার্থী এবং প্রতীক দেওয়া নিয়ে টানাপোড়েনে আছে। কেউই আগ বাড়িয়ে ওই ফাঁদে পা দিতে চাইছে না। এ ব্যাপারে দলের ওই অংশের ব্যাখ্যা, আইনগতভাবে এখনও পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারপার্সন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলে তৃণমূলের প্রার্থী এবং প্রতীক দেওয়ার ব্যাপারে তিনিই শেষ কথা।

কিন্তু উপনির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী ঘোষণা করলেই ঋতব্রতপন্থী তৃণমূল পালটা প্রার্থী দিয়ে জটিলতা তৈরি করতে পারে। তৃণমূলের প্রতীক কার হাতে থাকবে সেই প্রশ্ন

এখনও নির্বাচন কমিশনের কাছে ঝুলে রয়েছে। সেই ফয়সালা হওয়ার আগে আগ বাড়িয়ে কেউই পদক্ষেপ করতে চাইছে না। পাছে আইনি জটে প্রতীক হারাতে হয়, তাই প্রার্থী ঘোষণা বা প্রতীক নিয়েও নীরব মমতা। পরিস্থিতি মনে করাচ্ছে মহারাষ্ট্রে শিবসেনা ভাঙনের স্মৃতি। শিবসেনা ভাঙনের পর এরকমই একটি উপনির্বাচনের মুখে একনাথ শিন্ডেকে শিবসেনার প্রতীকের সত্ব দিয়ে দেয় কমিশন। সেবার নিরুপায় হয়ে অপরিচিত প্রতীকে লড়তে হয়েছিল উদ্ধব ঠাকরকে। নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে উপনির্বাচনের আগে সেই স্মৃতি আবার ফিরে আসছে। তবে রাজনৈতিক মহল ও দলীয় একাংশের এই জল্পনাকে মানতে নারাজ দুই তৃণমূলই। দুপক্ষই দাবি করেছে, সঠিক সময়ে প্রার্থী ঘোষণা করা হবে। তবে এদিন সর্বদলীয় বৈঠকে দুই তৃণমূল শিবিরের অনুপস্থিতি এখন চর্চার বিষয়।

ক্যামাক স্ট্রিটে অস্বস্তি

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর : ক্যামাকস্ট্রিট ও আমতলার অফিস নিয়ে অস্বস্তি বাড়ল কালীঘাটপন্থী তৃণমূলের। ক্যামাকস্ট্রিটের ৭ এবং ৮ তলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দপ্তর রয়েছে। তা সরাতে চেয়ে এবং নিম্ন আদালতের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করল মালিক পক্ষ। ওই সম্পত্তিতে আপাতত স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছে নিম্ন আদালত। সেই স্থগিতাদেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে মালিক রমাদেবী গোয়েঙ্কা। বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্যের এজলাসে মামলা দায়ের হয়েছে। পাশাপাশি ওই ভবন ছাড়ার জন্য দমকলের তরফেও নোটিশ দেওয়া হয়েছে। তা চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বিচারপতি কৃষ্ণ রাওয়ের এজলাসে মামলা দায়ের করেছে কালীঘাট তৃণমূল। অপরদিকে ডায়মন্ড হারবারের আমতলায় অভিষেকের কার্যালয় ভাঙার ওপর নতুন করে স্থগিতাদেশের মেয়াদ বাড়ালেন না বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ।

■ ৪৭ বর্ষ ■ ১১৩ সংখ্যা, বুধবার, ২২ ভাদ্র ১৪৩৩

কোমর ভাঙা বিরোধী

শাসন আসলে শুধু ক্ষমতা নয়, শাসন একধরনের অভ্যাসও। হাত থেকে ক্ষমতা চলে গেলেও সেই অভ্যাস সহজে যায় না। খুব সচেতন না থাকলে অভ্যাস পালটানো বড় কঠিন। সংসদীয় প্রথায় বিরোধীপক্ষের মর্যাদা কম নয়। তা সত্ত্বেও পূর্বতন শাসক অনেক সময়ই নিজেকে বিরোধী ভাবতে পারে না। ভাবতে শেখে না। বরং ভাবতে গেলে হীনম্মন্যতায় ভোগে। জনগণ ভোট দিয়ে বিরোধী বেঞ্চে পাঠালেও তারা স্বচ্ছন্দ বোধ করে না।

বিরোধীপক্ষের অনেক কাজ থাকে। কিছু কাজ সংবিধান সম্মত। কিছু কাজ দলীয় বা সাংগঠনিক। আইন বিরোধীদের সরকারকে চাপে রাখার এক্তিয়ার দিয়েছে। সরকারের ভুল-ত্রুটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার অধিকার ন্যস্ত করেছে। সমালোচনা করে সরকারকে সঠিক পথ দেখানোর দায়িত্ব দিয়েছে। দলীয় বা সাংগঠনিক কার্যাবলির মধ্যে পড়ে, নিজ নিজ দলের মতাদর্শের প্রচার, স্থানীয়, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক বিষয়ে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে সওয়াল।

একটি নির্বাচনে হেরে গেলেও এসব কাজের মধ্যে দিয়ে জনমত ফের নিজের পক্ষে টেনে আনার, জনমত সংগঠিত করার সুযোগ আছে বিরোধী শিবিরের। এরই সঙ্গে থাকে সংগঠনকে আরও বিস্তৃত করে পরবর্তী নির্বাচনের জন্য দলকে প্রস্তুত করা। এজন্য আন্দোলন, প্রতিবাদ ইত্যাদি সংগঠিত করা বিরোধীদের অধিকারের মধ্যে পড়ে। সেই আন্দোলন বা প্রতিবাদ হয়ে ওঠে নতুন করে নিজের দলের পক্ষে জনমত সংগঠিত করার মাধ্যম।

বাংলায় প্রথম বিজেপি সরকার গঠনের পর চার মাস ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত। বিধানসভার ভেতরে বা বাইরে যথার্থ বিরোধী শিবিরের উপস্থিতি এখনও মালুম হচ্ছে না। বিরোধীদের ওপর সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রথামাফিক ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের ভূমিকায় এখনও কাউকে দেখা যাচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গের আইনসভায় এখন কংগ্রেস ও বামেদের উপস্থিতি অতি নগণ্য। তৃণমূল প্রধান বিরোধী দল হয়েও কার্যত ঠুঁটো জগন্নাথ ও ছিন্নবিচ্ছিন্ন।

গোষ্ঠীগত বিবাদ দলটিকে প্রায় অপ্রাসঙ্গিক করে তুলেছে। ৮০ জন বিধায়কের সমর্থন থাকলেও আন্তঃগোষ্ঠী কলহে তৃণমূলের নজিরবিহীন শক্তিক্ষয় হচ্ছে। শাসককে চাপে রাখার বদলে দুই পক্ষ পরস্পরের সঙ্গে অসংসদীয় ভাষায় আক্রমণে ব্যস্ত। এক পক্ষ আবার শাসককে ঢাল করে অপর পক্ষকে হেনস্তা করতে মরিয়া। যথার্থ বিরোধী হওয়ার মানসিকতা কোনও গোষ্ঠীরই নেই। বরং এখনও শাসকসুলভ আত্মম্ভরিতা ও ঔদ্ধত্য দলটির উভয়পক্ষের পরিষদীয় অভ্যাস হিসেবে রয়ে গিয়েছে।

সাংগঠনিক ক্ষেত্রেও বিরোধী হিসাবে কোনও ভূমিকাই প্রায় নেই। হঠাৎ কখনও সভা বা সীমাবদ্ধ স্তরে বিক্ষিপ্তভাবে দু'একটি মিছিল ছাড়া দলীয় তৎপরতা বা আন্দোলন বলে কিছু নেই। জেলা স্তরে সমর্থক, কর্মী বা নেতা থাকলেও মমতাপন্থী শিবিরের রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁদের কোনও যোগাযোগ বা সমন্বয়ের আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। হেরে যাওয়া একটি দলের নেতৃত্বের এমন আচরণ সাধারণ নেতা-কর্মীদের মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

ঋতব্রতপন্থী তৃণমূলের সংগঠন বলে কিছু নেই। কিছু সুযোগসন্ধানী লোকের ঘোঁট পাকানো ছাড়া আর কিছু সাংগঠনিক কাজ দেখা যাচ্ছে না। বিধানসভায় এই শিবিরের ভূমিকা অনেকটা শাসকের বি টিমের মতো। মানুষ যে তাদের বিরোধী আসনে বসিয়েছে, সেটা এই চার মাসেও উপলব্ধি করতে চায়নি তৃণমূলের কোনও পক্ষ। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি ঘর থেকে বেরোতে দেবেন না।

মমতাও যে ঘর থেকে বেরিয়ে পথে নেমে আন্দোলন করতে চান- এমন লক্ষণ বা আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। ২০১১-তে মমতা ক্ষমতাসীন হওয়ার পর বামেদের অবস্থা হয়েছিল একইরকম। দীর্ঘদিন পর্যন্ত হারটা মেনে নিতে পারেনি বাম দলগুলি। সাংগঠনিক তৎপরতা এমনই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল যে তাসের ঘরের মতো দলগুলি ভেঙেছিল। অন্য শরিকরা তাই অস্তিত্ব সংকটে। প্রায় এক দশক পর সিপিএম কিছুটা বিরোধী হয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। কিন্তু যথার্থ বিরোধীর ভূমিকা থেকে এখনও অনেক দূরে।

অমৃতধারা

ভগবৎ দর্শন নিজ নিজ সংস্কারানুযায়ী হয়। যে যে স্তরে উঠেছে, সে সেই স্তরের সত্য দর্শন পায় মাত্র। তার বেশি সে দেখতে পায় না কারণ দেখলেও কিছু বুঝতে কি ধারণা করতে পারে না। হিন্দুর বেদান্ত প্রত্যক্ষ এবং জাগ্রত, এর মতো মধুর আর কিছুই নাই। বেদান্ত জ্ঞান হইলেই প্রকৃত প্রেমিক হওয়া যায়, ভাবের সম্যক বিকাশ তখনই হয়, কেননা ভাব তখন বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অণু-পরমাণুতে তার অনুভূতি হয়। বৈদান্তিক কৃষ্ণকে যেমন বোঝেন, ভক্তিপন্থীও তেমন বুঝতে পারেন না। যার বিষয় কিছু জানলাম না, বুঝলাম না, শুধু শুধু কি তার উপর তেমন টান হয়? তা হয়না। জ্ঞানেই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ঠিক ঠিক বোঝা যায়।

-স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীদেব

ভাঙা স্কুল, শিক্ষকহীন ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন

একদিকে আধুনিক প্রযুক্তির গালভরা বিজ্ঞাপন, অন্যদিকে ভাঙা ছাদ এবং শিক্ষকের অভাবে ধুঁকতে থাকা সরকারি স্কুল- ব্যবস্থার এই চরম বৈপরীত্যই আজ তরুণ প্রজন্মকে বাধ্য করছে শিক্ষার অধিকার ছিনিয়ে নিতে পথে নামতে।

নীহারিকা সরকার

লেখাপড়া চলছে।। রাজস্থানের ঝালাওয়ার জেলার এক সরকারি স্কুলের অস্থায়ী ক্লাসঘরে। -ফাইল চিত্র

স্বাধীনতার পর থেকে আজ অবধি যে কোনও সরকারের নির্বাচনি ইস্তাহার উলটে দেখলে একটা প্রতিশ্রুতি সব সময় জ্বলজ্বল করে— 'সবার জন্য শিক্ষা'। কিন্তু বাস্তবে সেই প্রতিশ্রুতি ঠিক কতটা পূরণ হয়েছে, তা নিয়ে যদি দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সরকারি বিদ্যালয়গুলোর দিকে তাকানো যায়, তবে যে ছবিটা উঠে আসে তা শুধু হতাশাজনক নয়, রীতিমতো ভয়ংকর। একদিকে আমরা চাঁদে মহাকাশযান পাঠানোর সাফল্য নিয়ে গর্ব করছি, অন্যদিকে আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ শিশু আজও এমন স্কুলে যায় যার ছাদ নেই, শৌচাগার নেই, এমনকি শিক্ষকও নেই। দেশের বিভিন্ন রাজ্যের সরকারি বিদ্যালয়ের এই কঙ্কালসার চেহারা যখন সামনে আসে, তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না কেন ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) মতো ব্যঙ্গাত্মক ছাত্র আন্দোলন বা বর্তমান তরুণ প্রজন্মের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ আজ রাজপথে আছড়ে পড়ছে। সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষার দুর্নীতি বা প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে তাদের এই বিদ্রোহ শুধু পরীক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নয়, এটি সার্বিকভাবে দেশের ভেঙে পড়া শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অনাস্থা।

দেশের সরকারি বিদ্যালয়গুলোর সবচেয়ে বড় সমস্যা হল পরিকাঠামো এবং শিক্ষকের তীব্র অভাব। গোয়ার মতো ছোট্ট এবং উন্নত রাজ্যে যেখানে প্রাথমিক সুবিধাগুলো রয়েছে বলে দাবি করা হয়, সেখানেও পঁয়তাল্লিশ শতাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয় চলছে মাত্র একজন শিক্ষকের ভরসায়। শিক্ষকের অভাবে গত তিন বছরে সেখানে কুড়িটি স্কুল চিরতরে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। পরিস্থিতি এতটাই করুণ যে, কখনো-কখনো স্থানীয় বেকার তরুণদের এসে বিনা বেতনে পড়াতে হচ্ছে। বিহারের রোহতাস জেলার একটি উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছবিটা রীতিমতো ভয়াবহ। সেখানে চারটে শ্রেণি এবং প্রায় দুশো ছাত্রছাত্রীকে একটিমাত্র ঘরে গাদাগাদি করে বসতে হয়। বাকি দুটো ঘর স্থানীয় এক ব্যক্তি দখল করে আস্ত গোয়াল বানিয়েছেন, যেখানে গোরুর খাবার ও ঘাস কাটার যন্ত্র রাখা আছে। কাদা আর গোবরের দুর্গন্ধের মধ্যে বসে পড়ুয়াদের অক্ষরজ্ঞান নিতে হয়। বৃষ্টি হলে ছাদ থেকে জল পড়ে ক্লাস বন্ধ হয়ে যায়। হরিয়ানার মতো রাজ্যে যেখানে সরকার সাতশোর বেশি আদর্শ বিদ্যালয় তৈরির প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, সেখানে নুহ জেলার ছবিটা দেখলে শিউরে উঠতে হয়। মানবাধিকার কমিশন নিজেই স্বীকার করেছে যে, সেখানকার অনেক স্কুলের বাচ্চারা খোলা মাঠে বা গোরুর শেডে বসে পড়াশোনা করছে। রাজ্যে প্রায় পনেরো হাজার শিক্ষক পদ ফাঁকা। মধ্যপ্রদেশে সরকারি তকমা পাওয়া বিদ্যালয়গুলোতেও গত এক বছর ধরে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগের কোনও শিক্ষক নেই। ভোপালের একটি জরাজীর্ণ ঘরে সত্তরজন শিশু ক্লাস করে, যা যে কোনও মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে। উত্তরাখণ্ডের পিথোরাগড়ের একটি সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে ছাদ থেকে এত জল পড়ে যে শিক্ষিকা এবং ছাত্রীদের ছাতা ও বালতি নিয়ে ক্লাসে বসতে হয়।

পঞ্জাব এবং উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্যগুলো কোটি কোটি টাকা খরচ করে স্কুলের ভোল বদলানোর দাবি করছে ঠিকই, কিন্তু বাস্তবের মাটিতে সেই দাবির ফাঁকফোকরগুলো বড় বেশি প্রকট। পঞ্জাব সরকার সাড়ে চার বছরে স্কুলগুলোর পেছনে আড়াই হাজার কোটি টাকার কাছাকাছি খরচ করে আধুনিক শ্রেণিকক্ষ ও তারহীন ইন্টারনেট পরিষেবা বসিয়েছে বলে দাবি করেছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, রাজ্যের মোট অনুমোদিত শিক্ষক পদের মধ্যে একত্রিশ হাজারেরও বেশি পদ আজও ফাঁকা। শিক্ষক ছাড়া সেই আধুনিক যন্ত্র কে চালাবে, তার কোনও উত্তর সরকারের কাছে নেই। উত্তরপ্রদেশে হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে স্কুলগুলোর পরিকাঠামো উন্নয়নের দাবি করা হলেও, ছবিটা খুব একটা আশাপ্রদ নয়। শৌচাগার তৈরি হলেও সাফাইকর্মীর অভাবে সেগুলো ব্যবহারের অযোগ্য। নিরাপত্তারক্ষী না থাকায় রাতের অন্ধকারে বিদ্যালয় থেকে জলের কল, গ্যাসের সিলিন্ডার বা রান্নার বাসনপত্র চুরি হয়ে যাচ্ছে। গ্রন্থাগার বা আধুনিক পরিকাঠামোর দেখা মেলা ভার। ছত্তিশগড়ের মতো রাজ্যে আজও এক হাজারের বেশি স্কুলে মেয়েদের জন্য আলাদা শৌচাগার নেই। হিমাচলপ্রদেশে পানীয় জলের ভালো ব্যবস্থা থাকলেও, বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর চরম অভাব রয়েছে।

কোটি কোটি টাকা খরচ করে আধুনিক শ্রেণিকক্ষ তৈরির ফাঁপা দাবির আড়ালে লুকিয়ে আছে এক নগ্ন বাস্তবতা। খোদ সরকারি স্কুলেই যেখানে মেয়েদের জন্য শৌচাগার নেই, ছাদ থেকে জল পড়ে ক্লাস বন্ধ হয়, এমনকি ক্লাসরুম ব্যবহৃত হয় গোয়াল হিসেবে— সেখানে দাঁড়িয়ে উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন দেখাটা গরিব মানুষের কাছে স্রেফ মরীচিকা। শিক্ষার এই কঙ্কালসার চেহারা মুছে ফেলতে আজ গোটা দেশের তরুণ প্রজন্ম একজোট হয়ে কড়া জবাবদিহি চাইছে।

এই চরম নৈরাশ্যের মধ্যেও একমাত্র ব্যতিক্রমী ছবিটা উঠে আসছে দেশের দক্ষিণের রাজ্য কেরল থেকে। সেখানে গত কয়েক বছরে হাজার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করে সরকারি স্কুলগুলোর ভোল পুরোপুরি বদলে দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের প্রায় পাঁচ হাজার সরকারি স্কুলের প্রতিটি ক্লাসঘর আজ অত্যাধুনিক। তৈরি হয়েছে এগারো হাজার অত্যাধুনিক গবেষণাগার এবং দেড় লক্ষের বেশি শিক্ষককে প্রযুক্তিনির্ভর প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, সেখানকার প্রতিটি স্কুলকে স্থানীয় প্রশাসনের কাছ থেকে প্রতি বছর পরিকাঠামোগত নিরাপত্তার শংসাপত্র নিতে হয়, যা নিশ্চিত করে যে বিদ্যালয় ভবনটি পড়ুয়াদের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ। সদিচ্ছা থাকলে যে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকেও বিশ্বমানের করে তোলা যায়, কেরল তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

কেরল বাদ দিলে গোটা দেশের সরকারি বিদ্যালয়গুলোর এই বেহাল দশা প্রমাণ করে যে, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা আজ একটা গভীর কাঠামোগত সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। যে দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাই এমন নড়বড়ে, সেখানে দাঁড়িয়ে লাখ লাখ টাকা খরচ করে উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন দেখাটা সাধারণ মধ্যবিত্ত এবং গরিব ঘরের ছেলেমেয়েদের কাছে কার্যত একটা মরীচিকা। আর ঠিক এই বঞ্চনার জায়গা থেকেই উঠে এসেছে আজকের তরুণ প্রজন্মের ক্ষোভ। দিল্লির রাজপথে দাঁড়িয়ে যে তরুণরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে গলা ফাটিয়েছেন, তাঁদের এই লড়াই শুধু একটা প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে নয়। তাঁদের লড়াই সেই পচে যাওয়া ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, যে ব্যবস্থা গ্রামের গরিব বাচ্চাকে ভাঙা ছাদের নীচে বসিয়ে রাখে, আর টাকার বিনিময়ে প্রভাবশালীর অযোগ্য সন্তানকে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ করে দেয়।

এই তরুণরা বুঝেছেন, কোচিং মাফিয়ার দাপট আর প্রশ্নপত্র ফাঁসের দুষ্টচক্র একদিনে তৈরি হয়নি। সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার এই অবহেলা এবং দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই বেসরকারি শিক্ষাকেন্দ্রগুলো ফুলেফেঁপে উঠেছে। আজ যখন দেশজুড়ে আধুনিক প্রযুক্তির বড় বড় বুলি আওড়ানো হয়, তখন এই তরুণরা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, যে দেশের হাজার হাজার স্কুলে মেয়েদের জন্য একটা পরিষ্কার শৌচাগার নেই, সেখানে আধুনিক শ্রেণিকক্ষের স্বপ্ন দেখানোটা আসলে একটা ক্রূর রসিকতা মাত্র। আজকের তরুণরা কোনও রাজনৈতিক দলের অন্ধ সমর্থক হতে রাজি নন। তাঁরা সস্তা খয়রাতি চান না, চান পরিকাঠামো, যোগ্য শিক্ষক এবং দুর্নীতিমুক্ত একটা স্বচ্ছ ব্যবস্থা। ব্যালটের অঙ্কে ফাঁকি দিয়ে তাঁদের ভবিষ্যৎকে যে আর বন্ধক রাখা যাবে না, শিক্ষা ব্যবস্থার এই কঙ্কালসার চেহারার সামনে দাঁড়িয়ে তরুণ প্রজন্মের শাণিত প্রতিবাদ আসলে সেই দেওয়াল লিখনটাই স্পষ্ট করে দিচ্ছে। এই দাবিগুলোকে যদি আজও রাজনৈতিক দলগুলো অবহেলা করে, তবে আগামীদিনে এই শিক্ষাসংকটই দেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক বিস্ফোরণের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

(লেখক সমাজতত্ত্ববিদ)

আজ

১৯৩৫

ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

১৯৬৭

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা অক্ষয়কুমার।

আলোচিত

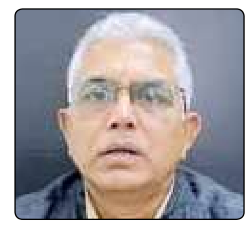

আমি তো মাছ ছাড়া কিছু খাই না। সেটা বড় কথা নয়। যে যা চাইবে, তাই খাবে। এনিয়ে বিতর্কের জায়গা নেই। পশ্চিমবঙ্গে দুর্গাপুজোর সময় পাঁঠাবলি হয়। পাঁঠার মাংস প্রসাদ হিসেবে খাওয়া হয়। মা কালী থেকে শুরু করে যে কোনও দেবীকে বলি উৎসর্গ করা হয়। ফলে পুজোর পর পাঁঠার মাংস খাওয়া নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে না। কোনও কোনও সাধুসন্ত বলেন, নিরামিষ খাওয়া ভালো। কিন্তু এর কোনও বাধ্যবাধকতা থাকতে পারে না।

- দিলীপ ঘোষ

ভাইরাল/১

তেলেঙ্গানার বিধানসভা চত্বরে অসুস্থ হয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়েন এক আধিকারিক। বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে যান মন্ত্রী ভাকিটি শ্রীহরি। তাঁর বুকের ওপর চাপ দিয়ে সিপিআর দিতে থাকেন। জ্ঞান ফেরে লোকটির।

ভাইরাল/২

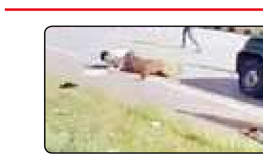

কর্ণাটকের দাওয়ানগেরে মহাসড়কে গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত হয় একটি চিতাবাঘ। চিতাবাঘকে চিকিৎসার জন্য ঘুমপাড়ানি গুলি ছুড়ে অচেতন করার সিদ্ধান্ত নেন বনকর্মীরা। হঠাৎ সেটি বন দপ্তরের এক আধিকারিকের ওপর লাফিয়ে পড়ে। আহত আধিকারিক হাসপাতালে।

জনমন

জনমত

একই মিষ্টি, স্থানভেদে ভিন্ন দাম

গত কয়েকদিন ধরে সংবাদমাধ্যম ও বৈদ্যুতিন চ্যানেলের পর্দায় শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি সহ গোটা রাজ্যের বিভিন্ন হোটেল, রেস্তোরাঁ ও মিষ্টির দোকানে খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের অভিযানের যে দৃশ্য সামনে আসছে, তা দেখে অন্যদের মতো আমিও গভীরভাবে ব্যথিত ও আতঙ্কিত। কোথাও পচাগলা মাছমাংস, কোথাও শৌচালয়ের মেঝেতে ফেলে রাখা নোংরা পাত্রে খাবার রান্না চলছে। ভেবে শিউরে উঠতে হয়, এতদিন নিজে তো বটেই, বাড়ির বাচ্চাগুলোর মুখেও আমরা এইসব খাবার তুলে দিয়েছি!

পাড়ায় পাড়ায় ব্যাংয়ের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা তথাকথিত চটকদার বিরিয়ানির দোকানগুলো খাদ্যরসিক বাঙালির দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে শুধু মুনাফা লোটার খেলায় মেতেছে। ন্যূনতম স্বাস্থ্যবিধি বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বালাই এদের নেই। মিষ্টির দোকানগুলোর অবস্থা আরও ভয়াবহ। যে মিষ্টি আমরা ঠাকুরকে ভোগ দিই বা পরিবারের সবাইকে নিয়ে খাই, সেই মিষ্টি রাখা হচ্ছে পচা কাঁচা মাংসের পাশে একই ফ্রিজে! এ শুধু মানুষকে ঠকানো নয়, চরম অধর্মও বটে, যা নিয়ে আগেও জনমত বিভাগে লিখেছিলাম।

শিলিগুড়ি বাণিজ্যিক শহর। মানুষের ক্রয়ক্ষমতাকে হাতিয়ার করে কিছু মিষ্টি ব্যবসায়ী নিঃসংকোচে মানুষকে ঠকাচ্ছে। কোচবিহার বা জলপাইগুড়িতে যে মিষ্টির দাম ১০ টাকা, সুভাষপল্লি বা সংলগ্ন এলাকায় তা বিকোচ্ছে ২০ টাকায়। আর সেই মিষ্টিই যখন সেবক রোড বা হিলকার্ট রোডের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত সুদৃশ্য দোকানে ঢুকছে, তখন আভিজাত্যের মোড়কে তার দাম দাঁড়াচ্ছে ৪০ থেকে ৫০ টাকা। স্ট্যাটাস বজায় রাখতে অন্ধের মতো তা-ই আমরা কিনছি।

দেরিতে হলেও খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা এই লোভী ব্যবসায়ীদের মুখোশ খুলে দিতে পথে নেমেছেন। তাঁদের সাধুবাদ জানাই। তবে অনুরোধ, এই অভিযান যেন লোকদেখানো না হয়। অসাধু কারবারিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি সাধারণ মানুষ হিসেবে আমাদেরও সচেতন হতে হবে। মান যাচাই না করে শুধু বাহারি সাজ দেখে কোথাও যাওয়া বন্ধ করতে হবে। মানুষের স্বাস্থ্য ও বিশ্বাস নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলছে, অবিলম্বে সেই সব হোটেল, রেস্তোরাঁ ও মিষ্টির দোকান বয়কট করার সময় এসে গিয়েছে।

অসীম অধিকারী
সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি।

পাঠক হারালে পৃথিবী কাটখোট্টা

কাজের হিসাবের বাইরে পড়ার মানুষ হারালে হারিয়ে যায় জীবনের সহজ আনন্দটুকুও।

কৌশিকরঞ্জন খাঁ

মাছ বাজারের মধ্যে একটা পুরোনো বইয়ের দোকান আছে। পুরোনো বইয়ের স্তূপের মধ্যে বিক্রেতা বসে বসে পুরোনো বইয়ের গন্ধ নিতে নিতে ক্রেতা খোঁজেন। কেউ একজন তাঁর দোকানের সামনে এসে থমকে গেলে, তিনি নড়েচড়ে বসেন। তিনি খুব একটা বইয়ের খোঁজখবর রাখেন না, খরিদ্দারকেই চোখ খাটিয়ে খুঁজে নিতে হয়। দোকানের বইয়ের স্তূপে শূন্যে চোখ মেলে বসে থাকলেও কখনও তাঁকে বই হাতে নিয়ে পড়তে দেখেনি বালুরঘাট। অর্থাৎ বই বিক্রেতা হলেও তাঁর পাঠক-স্বভাব নেই। থাকতে হবে এমন কোনও কথাও নেই। মদের দোকানদার হলেই মদ খাবে আর দুধ বিক্রেতা হলেই দুধ খাবে, তেমন কোনও কথাই নেই। প্রচলিত প্রবাদ তো আছেই, কেউ দুধ বিক্রি করে মদ খায়, কেউ মদ বিক্রি করে দুধ। বিষয়টি হল পাঠক। পাঠক কারা? স্বভাবে তিনি কেমন, জাতে তিনি কেমন? বই পড়েন মানেই কি লোকটিকে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হতে হয়? তাঁর বাড়িঘর নামজাদা উকিলবাবুদের মতো মোটা মোটা বইয়ে ঠাসা, ভারিক্কি ছাদের মোটা চশমা আঁটা রাশভারী কেউ, এমনটা তো নয়।

পাঠক হলেন একটা জাতের মানুষ। বড় বড় ডিগ্রি নেই, উচ্চাশা নেই, শুধু পড়ার নেশাতেই পড়ে যান। হাতে বই পেলেই পড়ে যান। পড়তে পড়তে তাঁর কলসিতে কিছু জমা হয়, কিছু গড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তিনি পড়তে পড়তে একটা নিজস্ব দর্শন গড়ে তোলেন। নিজস্ব বন্ধুত্ব গড়ে তোলেন হয়তো কখনও চোখে না দেখা লেখকটির সঙ্গে। এই শ্রেণির লোকগুলোর পক্ষে সমাজে আর কোনও 'গুনাহ' করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। হয়তো সমাজ তাঁকে তেমন পাত্তাও দেয় না, কিন্তু নিজের খুশিতে মজে থাকা এক মানুষ হয়ে তিনি সমাজকেও বড় একটা পাত্তা দেন না। গান ভালোবাসা মানুষ গান নাও জানতে পারেন। কিন্তু তিনি অকাতরে গান শোনেন। শুনতে শুনতে নিজের মতো করে কারণে-অকারণে গেয়ে ওঠেন। তেমনই একজন পাঠক। অপুর যে ছেলেবেলা থেকে পড়ার শখ, তাঁর জন্য হরিহর রায় খেয়ে না খেয়ে সাময়িকপত্র জোগাড় করে আনতেন, ডাকে পাঠাতেন। ডাকপিয়ন এলে অপুর উৎসাহ বেড়ে যেত। নিভৃত, নিস্তরঙ্গ দুপুরে পুরোনো জিনিসপত্রে ঠাসা ঘরেও 'সর্বদর্শন সংগ্রহ'-এর মতো বই তাঁকে নেশাতুর করে তুলেছিল।

প্রতীকী

নরোত্তম দাস বাবাজি তাঁকে নিজের প্রাণের প্রিয় 'প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা' দিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কেবল বইটির কখনও অমর্যাদা হবে না ভেবে। 'প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা' যে নরোত্তম দাসের রচনা, তারও প্রামাণ্য উল্লেখ রয়েছে। এই উত্তরাধিকার আসলে পাঠের উত্তরাধিকার, যা এই সময়ের কেজো মানুষরা আর কাউকে দিয়ে যেতে পারবে না। সেইসব খাঁটি পাঠকরা আজ আর কি আছেন? তাঁদের জন্যই তো এত কাব্য, এত গল্প, এত উপন্যাস। নইলে ক্যালকুলাস কষা, চিকিৎসাশাস্ত্র কিংবা 'পুরোহিতদর্পণ' পড়া মানুষ তো আর অকাজের পাঠক নন। প্রয়োজন, কেরিয়ার, ভারী ভারী তত্ত্ব পড়া মানুষ সাধারণ অর্থে 'কমন রিডার' নন। তাঁরা থাকবেন। কিন্তু সাধারণ পাঠক হারিয়ে গেলে এই পৃথিবীর সবকিছু অকাজের জিনিস হারিয়ে কাটখোট্টা হয়ে যাবে শুধু।

এই সময়ের সবচেয়ে বড় বিপদ হয়তো এই যে, আমরা সবকিছুরই ব্যবহার খুঁজতে শিখেছি। বই পড়ব, কারণ পরীক্ষায় কাজে লাগবে। পড়ব, কারণ চাকরিতে সুবিধা হবে। পড়ব, কারণ জ্ঞান বাড়বে। কিন্তু কোনও কারণ ছাড়াই পড়ার মানুষটি কোথায়? যে হাতে বই পেলেই পড়ে যান, পড়তে পড়তে কিছু পান, কিছু হারান, আবার নিজের ভিতরে অন্য কোনও দরজা খুলে ফেলেন, সেই সাধারণ পাঠকই তো সাহিত্যের আসল আশ্রয়। তাঁর জন্যই এত কাব্য, এত গল্প, এত উপন্যাস। তিনি না থাকলে বই থাকবে, লেখক থাকবেন, প্রকাশক থাকবেন, কিন্তু পাঠের সেই নিরুদ্দেশ আনন্দটি ক্রমশ হারিয়ে যাবে। তখন পৃথিবী হয়তো আরও কাজের হবে, আরও ব্যস্ত হবে, কিন্তু একটু একটু করে আরও কাটখোট্টা হয়ে উঠবে।

(লেখক শিক্ষক। বালুরঘাটের বাসিন্দা।)

বিন্দুবিসর্গ

শব্দরঙ্গ ■ ৪৫৪৫

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। অতিশয় দক্ষ বা পারঙ্গম ৫। জাদু, ম্যাজিক বা ঝোঁকা ৬। ধার্মিকতার ভানধারী, ভণ্ড ৮। বড় পেয়ালা, আরাকানের অধিবাসী, শীর্ষ ৯। লেখার বা ছাপার উপকরণ, মসি ১১। ভাটা ১৩। খুব ভালো, শ্রেষ্ঠ, উপাদেয় ১৪। মজবুত, স্থায়ী।

উপর-নীচ : ১। ইংরেজি বছরের মাস ২। বর্তমানে অপ্রচলিত মুদ্রা ৩। নানারকম, বিভিন্ন ৪। অংশী, ভাগীদার ৬। বক-এর আঞ্চলিকরূপ ৭। রঙ্গ করে নাচগান ৮। মহামারি ৯। অত্যন্ত ঠান্ডা ১০। মৃতপ্রায় ১১। পাতলা ও নরম পশমি চাদর ১২। তাজা, সতেজ বা নতুন ১৩। বলা উল্লেখ করা হয়েছে এমন

সমাধান ■ ৪৫৪৪

পাশাপাশি : ১। হাবাগোবা ৩। বলাক ৫। অসমসাহস ৬। বিহঙ্গ ৭। দামিনী ৯। জয়জয়কার ১২। দহন ১৩। নরহরি।

উপর-নীচ : ১। হাবিজাবি ২। বাতাস ৩। বচসা ৪। কলস ৫। অঙ্গ ৭। দার ৮। নীলাম্বরি ৯। জলদ ১০। জহিন ১১। কামিন।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বাবা-মা জঙ্গল থেকে ফিরবে বিশ্বাসে অপেক্ষা

কাঠমান্ডু, ৮ সেপ্টেম্বর : সত্যিটা এখনও জানে না সেরিং। মানে তাকে বলা হয়নি। ক্যামেরার আলো আর ভিড় দেখে কৌতূহলী বারো বছরের ছেলেটি এখনও বিশ্বাস করে, বৃষ্টি-ধসে তার বাবা-মা জঙ্গলে আটকে গিয়েছে। দুর্যোগ কেটে গেলেই ঠিক ফিরে আসবে।

গত ২৬ অগাস্ট নেপাল-তিব্বত সীমান্তের হিমবাহ ধসে নামা হড়পা বানে ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে রাসুয়া জেলার পাহাড়ঘেরা বিস্তীর্ণ জনপদ। সেই রাতেই জলের তোড়ে হারিয়ে গিয়েছেন সেরিংয়ের বাবা ফুরসাং এবং মা কাম্মি। কিন্তু অনাথ এই শিশুটিকে এখনও নিষ্ঠুর সত্যিটা জানাতে পারেননি তার পরিজনেরা। তাকে শুধু বলা হয়েছে, তার বাবা-মা গভীর জঙ্গলে কাজ করতে গিয়েছেন; রাস্তাঘাট ভেঙে যাওয়ায় ফিরতে বছর দুয়েকও লাগতে পারে। সরল মনে সে কথাই বিশ্বাস করে বসে আছে এই নাবালক।

আশ্রয়শিবিরে বড়দের ফুঁপিয়ে কাঁদতে দেখে মাঝে মাঝে কৌতূহলী চোখে প্রশ্ন করে ফেলে সেরিং। কখনও আবার নিজের অজান্তেই কেঁদে ফেলে। চোখের জল মুছে সেরিংয়ের বড়মা মিংমার দোলমা বললেন, 'ওর বাবা-মা যে আর বেঁচে নেই, কী করে বলি ওকে?'

কাঠমান্ডুর এক বৌদ্ধ মঠ এখন রাসুয়া থেকে চলে আসা ৫২০ জন দুর্গতের আশ্রয়স্থল। রাক্ষুসে বন্যায় হারিয়ে গিয়েছে তাঁদের সাজানো ঘরবাড়ি, চাষের জমি ও সমস্ত সম্বল। এই মঠেই ঠাঁই নেওয়া বছর চল্লিশের শ্যামবাহাদুর তামাং নিজের

নেপালের সেই দুর্ভাগা শিশু- সেরিং।

মা ও দাদাকে হারিয়েছেন। দীর্ঘ ৩৫ বছরের পুরোনো ঘরবাড়ি চোখের সামনে তলিয়ে যেতে দেখেছেন। শূন্য চোখে তাকিয়ে শ্যাম বললেন, 'কীভাবে আবার সবকিছু গড়ব? টাকা কোথা থেকে আসবে? আমরা পুরো শূন্যে এসে দাঁড়িয়েছি।'

ত্রাণশিবিরের এক কোণে স্বেচ্ছাসেবক বুজুং টেবিলে সাজাচ্ছিলেন স্বজনহারা মানুষগুলির দেওয়া ছবির পর ছবি। সেই টেবিলে একসময় জায়গা ফুরিয়ে যায়, তবুও হারিয়ে যাওয়া মুখের তালিকা শেষ হয় না। বুজুংয়ের নিজেরই অন্তত ৫০ জন আত্মীয় হড়পা বানে ভেসে গিয়েছেন। নেপাল বিপর্যয়ের চোদ্দোতম দিনের শেষে এপর্যন্ত মৃতের সংখ্যা সাড়ে তেরোশো ছাড়িয়েছে, আর নিখোঁজের সংখ্যা পাঁচ হাজারেরও বেশি। প্রতিদিন ভোর হয়, সন্ধ্যা নামে। অন্ধকারে মঠজুড়ে নেমে আসে এক জমাট হাহাকার। তার মধ্যেই একমুঠো আশা নিয়ে মা-বাবার ফেরার অপেক্ষায় থাকে সেরিংরা।

মণিপুরি শিল্পীকে পিটিয়ে খুন দিল্লিতে

ক্ষোভ রাগার, সরব উত্তর-পূর্বের সংগঠনগুলি

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর : খোদ দেশের রাজধানীতেই সাধারণ মানুষের বিশেষ করে উত্তর-পূর্বের বাসিন্দাদের নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড়ো প্রশ্ন উঠে গেল। বিজেপির ডবল ইঞ্জিনের সরকার থাকা সত্ত্বেও দুষ্কৃতিদের দৌরাত্ম্য এবং এলোপাথারি মারের বলি হলেন বিশিষ্ট মণিপুরি সংগীতশিল্পী ছোংথাম বিক্রম সিং। তাঁর অপর পরিচয় তিনি ভারতের প্রথম বাফটা পুরস্কারজয়ী সিনেমা 'বুং'-এর পরিচালক লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর ভাইপো। বছর ৫৫-র এই মণিপুরী সংগীতশিল্পী গিটারবাদক হিসেবে সুপরিচিত। মণিপুরে একাধিক ব্যান্ডের হয়ে গিটার বাজিয়েছিলেন তিনি। ২০ বছর আগে দিল্লিতে এসেছিলেন তিনি। দিল্লি স্কুল অফ মিউজিকেও পড়ুয়াদের গিটার বাজানো শেখাতেন তিনি। এহেন একজন সংগীতপ্রেমী এবং সৃজনশীল মানুষকে পিটিয়ে মেরে ফেলার ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই ক্ষোভ উগরে দিয়েছে তাঁর পরিবার, দেশের বিরোধী শিবির এবং দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তর-পূর্বের ছাত্রছাত্রীদের সংগঠনগুলি।

লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এক্সে লিখেছেন, 'একজন বাবাকে তাঁর দেশের রাজধানীতে নিজেরই বাড়ির বাইরে হত্যা করা হয়েছে। এই ধরনের একাধিক ঘটনার পর দিল্লির প্রতিটি উত্তর-পূর্বের পরিবার একই প্রশ্ন করছেন আজ-আমরা কি এখানে নিরাপদ?' দিল্লিতে ক্রমবর্ধমান আইনশৃঙ্খলাহীনতা, বিশেষ করে উত্তর-পূর্বের মানুষের বিরুদ্ধে অপরাধের ঘটনায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা এবং দিল্লি পুলিশের জবাবদিহি চেয়েছেন কংগ্রেস নেতা। ঘটনার নিন্দা করেছেন কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়কমন্ত্রী কিরেন রিজিজু। তিনি বলেন, 'উত্তর-পূর্বের কোনও মানুষ এবং দেশের কোনও নাগরিকের নিরাপত্তা ও মর্যাদার সঙ্গে কোনওপ্রকারের আপস করা হবে না। ছোংথাম বিক্রম সিংয়ের মর্মান্তিক মৃত্যুতে আমি মর্মাহিত। ওঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা রইল।' পুলিশ ইতিমধ্যে এই ঘটনায় ৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। এক নাবালককেও আটক করা হয়েছে। মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী খেমচাঁদ ইয়ামনাম তাঁর শোকবার্তায় জানিয়েছেন, মণিপুরের সংগীত এবং সাংস্কৃতিক জীবনে ছোংথামের অবদান অনস্বীকার্য। দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি তুলেছেন মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা।

ছোংথাম বিক্রম সিং।

> একজন বাবাকে তাঁর দেশের রাজধানীতে নিজেরই বাড়ির বাইরে হত্যা করা হয়েছে। এই ধরনের একাধিক ঘটনার পর দিল্লির প্রতিটি উত্তর-পূর্বের পরিবার একই প্রশ্ন করছেন আজ-আমরা কি এখানে নিরাপদ?
>
> -রাহুল গান্ধি

জানা গিয়েছে, রবিবার রাত ১১টা নাগাদ ছোংথামের বাড়ির সামনের একটি ধাবাতে ৮ জনের একটি দল চিৎকার, চেঁচামেচি করছিল। তিতিবিরক্ত হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে তার প্রতিবাদ করেন ছোংথাম। তাঁর ২০ বছরের ছেলে ইয়াইফাবা জানিয়েছেন, বাবাকে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করেন তাঁরা। তাঁর টি-শার্ট ছেঁড়া ছিল। পত্রপাঠ নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় সংগীতশিল্পীকে। সোমবার ভোর সাড়ে ছটা নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয়। পরিবারের বক্তব্য, 'আমাদের ওপর, উত্তর-পূর্বের মানুষজনের ওপর যে অন্যায় হচ্ছে তার জবাবে আমরা ন্যায়বিচারের আর্জি জানিয়েছিলাম প্রশাসনের কাছে। আমরা ভারতের নাগরিক। এই ধরনের নৃশংস হামলা এবং বর্ণবিদ্বেষ থেকে আমরা মুক্তি চাই।' দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের নর্থ-ইস্ট স্টুডেন্টস সোসাইটিও প্রতিবাদ জানিয়েছে। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, তাঁরা ভেবেছিলেন, বিষয়টি একটি ছোটখাটো ঝামেলা। কিন্তু ছোংথামকে যে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে সেটা তাঁরা বুঝতে পারেননি।

স্মারক মুদ্রায় উত্তমকুমার

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর : উত্তম কুমারের জন্মশতবার্ষিকী স্মরণে ১০০ টাকার একটি স্মারক মুদ্রা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। বাংলা ও ভারতীয় চলচ্চিত্রে তাঁর অসামান্য অবদানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃতি দিতেই এই উদ্যোগ। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের অধীনস্থ অর্থনৈতিক বিষয়ক দপ্তরের তরফে সরকারি গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে মুদ্রাটির বৈশিষ্ট্যও নির্দিষ্ট করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ৯৯.৯ শতাংশ বিশুদ্ধ রুপো দিয়ে তৈরি হবে মুদ্রাটি। এর ব্যাস হবে ৪৪ মিলিমিটার।

লিপুলেখ দিয়ে ফের শুরু বাণিজ্য

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর : টানা ছয় বছর বন্ধ থাকার পর উত্তরাখণ্ডের পিথোরাগড় জেলার ১৭,০০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত লিপুলেখ গিরিপথ দিয়ে আবার চালু হল ভারত-তিব্বত সীমান্ত বাণিজ্য। চিন সরকারের সবুজ সংকেত মেলার পর ভারতের ১৭ সদস্যের এক প্রতিনিধিদল (নয় জন ব্যবসায়ী ও আট জন সহযোগী) পণ্য নিয়ে তিব্বতের তাকলাকোটে প্রবেশ করেছে। এই সীমান্ত বাণিজ্য শুরুর অনুমতি মিলতেই দীর্ঘদিনের অনিশ্চয়তা কেটে স্বস্তি ফিরেছে ধরচুলার ব্যবসায়ীদের মধ্যে। কাস্টমস কর্তাদের তথ্য অনুযায়ী, প্রায় ১৯ লক্ষ টাকার পণ্য চিনে পাঠানো হয়েছে।'

মানবাধিকার কমিশনের উদ্বেগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর : সত্য নিকেতনে পাঁচতলা বহুতল ভেঙে পড়ে সাত পড়ুয়ার মর্মান্তিক মৃত্যুর পর দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিরাপদ ও সস্তার মাথা গোঁজার ঠাঁইয়ের প্রশ্নটি ফের মাথাচাড়া দিয়েছে। দিল্লির মুখ্যসচিব এবং ইউজিসি চেয়ারম্যানকে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আলোচনা করে হস্টেল পরিকাঠামো নিয়ে নির্দিষ্ট এবং কার্যকর পরিকল্পনা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। ১৫ অক্টোবরের মধ্যে ওই রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে। এদিকে সুপ্রিম কোর্টও ১০ সেপ্টেম্বর সত্য নিকেতনের ঘটনায় দায়ের হওয়া মামলার বিষয়টি বিবেচনা করবে।

গর্ভে মৃত্যু শিশুর

লখনউ, ৮ সেপ্টেম্বর : খানাখন্দে ভরা রাস্তা। বৃষ্টিতে সেই সব রাস্তা জলে টইটুম্বুর। এমন পরিস্থিতিতে আগ্রার গৃহবধূ বছর পঁচিশের নিধির প্রসব বেদনা ওঠায় তাঁকে অ্যাম্বুল্যান্সে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। আচমকা গাড়ি গর্তে আটকে যায়। স্থানীয়রা ট্র্যাক্টর দিয়ে অ্যাম্বুল্যান্স তোলেন। ভোর ৩.৩০ মিনিট নাগাদ অন্তঃসত্ত্বাকে স্থানীয় হেলথ কমিউনিটি সেন্টারে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা জানান, সময় মতো চিকিৎসা না পাওয়ার কারণে গর্ভেই সন্তান মারা গিয়েছে।

'নমো ফর বিকশিত ভারত' অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী। মঙ্গলবার ভদোদরায়।

ফের 'রাগি পিসেমশাই'দের নিশানা নমোর

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর : বিরোধী, সমালোচকদের ফের নারাজ ফুফাজি বা রাগি পিসেমশাই বলে কটাক্ষ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মঙ্গলবার ভদোদরায় 'নমো ফর বিকশিত ভারত' অনুষ্ঠানে ৩৫,০০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন। তার মধ্যে অন্যতম বড় আকর্ষণ ছিল ২,৮০০ কিলোমিটার দীর্ঘ ডেডিকেটেড রেল ফ্রেট করিডোর। এই মেগা প্রকল্পটিকে তিনি একবিংশ শতাব্দীর অন্যতম ঐতিহাসিক অর্জন হিসেবে বর্ণনা করেন। ফ্রেট করিডরের ফলে মালগাড়িতে একসঙ্গে অনেক পণ্য চাপিয়ে মুম্বই থেকে ভদোদরায় নিয়ে আনা সম্ভব হওয়ায় ট্রাক চালকদের ভবিষ্যৎ নিয়ে বিরোধীরা তাঁকে কাঠগড়ায় তুলবেন বলে দাবি করেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর খোঁচা, 'এবার কোনও এক নারাজ ফুফাজী চিৎকার করে বলবেন, ট্রাক চালকদের এখন কী হবে?'

এই প্রসঙ্গে পূর্বতন ইউপিএ সরকারের সঙ্গে তাঁর সরকারের কাজের মানসিকতার পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে মোদি বলেন, '২০০৪ সালে তৎকালীন অটলবিহারী বাজপেয়ী সরকারের আমলে এই প্রকল্পের ভাবনা শুরু হয়েছিল, কিন্তু তারপর থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ আমলে শুধু এক ঘর থেকে অন্য ঘরে ঘুরেছে ফাইলগুলি। কাজের কাজ কিছুই হয়নি।' তিনি আরও দাবি করেন, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে যা কখনও হয়নি, সেই বহু দুর্গম এলাকায় এবার রেল পরিষেবা পৌঁছে দিচ্ছে এই ফ্রেট করিডোর। মোদির তোপ, ২০১৪ সালের পর বিজেপি সরকার দেশের রেল ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে ৫০,০০০ আধুনিক কোচ তৈরি করেছে, যেখানে আগের সরকার ১০ বছরে ৫০,০০০ শৌচাগার পর্যন্ত বানিয়ে উঠতে পারেনি। গত সপ্তাহে দিল্লির শ্রী রাম কলেজ অফ কমার্সের শতবর্ষ উদযাপনে জেন-জেডের সঙ্গে কথা বলার সময় মোদি প্রথমবার 'নারাজ ফুফা' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন।

১২০ জনের যুব টিম গড়বেন রাহুল

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর : ২০২৯-এর লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে কংগ্রেসের সংগঠনকে নতুন করে সাজাতে চাইছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। দলের সর্বভারতীয়স্তরে নতুন প্রজন্মের নেতৃত্ব তৈরি করতে ১২০ জন নেতাকে বাছাই করে তাঁদের সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন তিনি। গোটা প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা এবং কেসি বেণুগোপাল। সর্বভারতীয় সম্পাদকদের ৬০ শতাংশ পদে নতুন মুখগুলিকে তুলে এনে কংগ্রেসের সংগঠনে বড়রকমের পরিবর্তনের প্রস্তুতি এখন জোরকদমে চলছে বলে সূত্রের খবর। দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে বাছাই করা নেতাদের দিল্লিতে ডেকে ১০ জন করে পৃথক পৃথক গ্রুপে তাঁদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছে। সোমবারই প্রায় ৩০ জন নেতার সঙ্গে কথা হয়েছে। রায়বেরেলি সফর শেষে দিল্লিতে ফিরে রাহুল গান্ধি ফের এই প্রক্রিয়ায় অংশ নেবেন। এই নতুন সাংগঠনিক বিন্যাসে পশ্চিমবঙ্গেও যুব নেতৃত্বের মধ্যে রদবদল হবে বলে জানা গিয়েছে। রাজ্যভিত্তিক সর্বভারতীয় সম্পাদক নিয়োগের প্রক্রিয়ায় বাংলার জন্যও নতুন মুখ আসার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। তবে এখনও পশ্চিমবঙ্গের

লক্ষ্য ২০২৯

জন্য নির্দিষ্ট কোনও নাম বা চূড়ান্ত নিয়োগের ঘোষণা হয়নি।

এই বাছাইয়ে শুধুমাত্র রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাই নয় বরং সেই নেতার এলাকায় লাগাতার কাজের রেকর্ড, সাংগঠনিক দক্ষতা, নিচুতলার কর্মীদের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা, সক্রিয়তা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাকে গুরুত্ব দেওয়ার কথাও উঠে এসেছে। প্রার্থীদের অতীত কাজকর্মের রিপোর্ট ইতিমধ্যেই নেতৃত্বের হাতে রয়েছে। 'সাংগঠনিক সৃজন' কর্মসূচিতে পর্যবেক্ষক হিসেবে কাজ করা নেতারাও অগ্রাধিকার পেতে পারেন। সংশ্লিষ্ট তরুণ নেতাদের বিরুদ্ধে কোনও ক্রিমিনাল রেকর্ড আছে কিনা এবং তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কতটা, রাহুলের ইন্টারভিউ প্রক্রিয়ায় গুরুত্ব পাচ্ছে সেই বিষয়গুলিও। রাহুলের এই উদ্যোগকে কংগ্রেসে দীর্ঘদিনের 'জেনারেশন চেঞ্জ' প্রক্রিয়ার পরবর্তী ধাপ হিসেবেই দেখা হচ্ছে। ২০০৪ সালে রাজনীতিতে প্রবেশের পর থেকেই তরুণ নেতৃত্বকে সামনে আনার পক্ষে একাধিক সাংগঠনিক পরীক্ষা চালিয়েছেন রাহুল। যুব কংগ্রেস এবং এনএসইউআই-তেও সাক্ষাৎকারভিত্তিক বাছাইয়ের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। ২০২৯-এর লোকসভা ভোটের আগে এই নতুন টিম রাহুল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সংগঠনে কতটা পরিবর্তন আনে, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

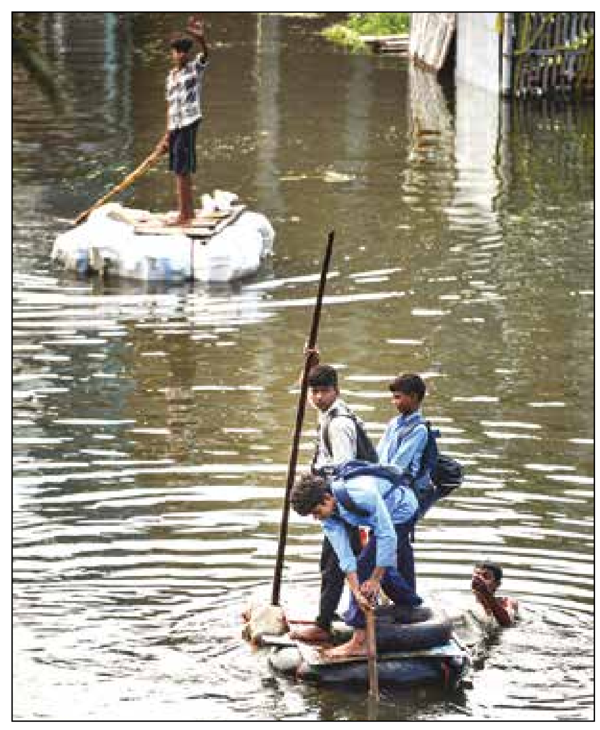

জলে ভাসছে চারদিক। তার মধ্যেই চলছে পারাপার। মঙ্গলবার পাটনায়।

মোদি-পুতিন বৈঠকের ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর : ভারতের সভাপতিত্বে শুরু হতে চলা ১৮ তম ব্রিকস সম্মেলনের ফাঁকে আগামী শুক্রবার দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেশকভ মঙ্গলবার মস্কো থেকে এক ভার্চুয়াল সাংবাদিক সম্মেলনে এই বৈঠকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। দিল্লির ভারত মণ্ডপমে আয়োজিত হতে চলা এই মেগা সম্মেলনের মাঝে দুই রাষ্ট্রপ্রধানের এই বৈঠক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

পেশকভ জানান, দু-দেশের সম্পর্কের নানা দিক ছাড়াও বৈঠকে বাণিজ্য, অর্থনীতি এবং ভারতের কাছে রাশিয়ার উন্নত পঞ্চম প্রজন্মের 'এসইউ-৫৭' যুদ্ধবিমান বিক্রির বিষয়টি আলোচনার বিশেষ অ্যাজেন্ডায় থাকছে। রাশিয়ার তেলের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার সমালোচনা করে তিনি বলেন, 'রুশ অপরিশোধিত তেল কেনা দেশগুলির ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক চাপানোর মার্কিন পদক্ষেপ সম্পূর্ণ বেআইনি এবং অগ্রহণযোগ্য।' তবে এসইউ-৫৭ যুদ্ধবিমান সংক্রান্ত ক্রেমলিনের এই মন্তব্যের বিষয়ে দিল্লির তরফে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও বক্তব্য প্রকাশ করা হয়নি। বিদেশমন্ত্রক সূত্রে খবর, পুতিন ছাড়াও ব্রিকস সম্মেলনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের মধ্যেও বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। চাবাহার বন্দর প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়ন, বাণিজ্য বৃদ্ধি এবং পশ্চিম এশিয়ার বর্তমান সংকট মোকাবিলা নিয়ে দুই রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে আলোচনার সম্ভাবনা রয়েছে। 'দিল্লির সঙ্গে ইরানের সম্পর্ক ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ' বলে মন্তব্য করেছেন ইরানের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই।

আগামী বছর থেকেই বুলেট ট্রেন : বৈষ্ণো

ভদোদরা, ৮ সেপ্টেম্বর : সব ঠিক থাকলে আগামী বছরের অগাস্ট-সেপ্টেম্বরের মধ্যেই দেশের মাটিতে ছুটবে সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি প্রথম বুলেট ট্রেন। গুজরাটের ভদোদরায় এক অনুষ্ঠানে এমনটাই আশা প্রকাশ করলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো। রেলমন্ত্রী জানান, 'আগামী বছরের মে বা জুন মাসের মধ্যে ভারতের নিজস্ব বুলেট ট্রেন পরীক্ষামূলকভাবে চালানো হবে। দুই থেকে চার মাস পরীক্ষামূলক যাত্রার পর প্রধানমন্ত্রী নিজে এটির উদ্বোধন করবেন।'

মন্ত্রী জানান, দু'দিন আগেই ট্রেনের কাঠামো তৈরির কাজ শেষ হয়েছে এবং সক্ষমতা যাচাইয়ের জন্য তা 'স্কুইজ টেস্ট'-এ পাঠানো হয়েছে। বেঙ্গালুরুর 'বিইএমএল' আট কোচের এই ট্রেনের প্রথম প্রোটোটাইপটি তৈরি করছে, যার নকশা অনুযায়ী গতিবেগ ঘণ্টায় ২৮০ কিলোমিটার।

জাপানি প্রযুক্তির সাহায্যে প্রায় ১ লক্ষ ৮ হাজার কোটি টাকার এই প্রকল্পের ২০১৭ সালে শিলান্যাস হয়েছিল। মুম্বই-আহমেদাবাদ করিডরের প্রথম ধাপে গুজরাটের সুরাট থেকে বিলিমোরা পর্যন্ত ৫০ কিলোমিটার পথে এই ট্রেন চলবে। পরিষেবাটি চালু হলে ভদোদরা থেকে মুম্বই পৌঁছোতে সময় লাগবে মাত্র দেড়ঘণ্টা।

পরিবারে ফিরছেন না হ্যারি রাজা চার্লস

লন্ডন, ৮ সেপ্টেম্বর : স্বদেশের মাটিতে পা রাখলেও বাকি পাঁচজন সাধারণ মানুষের চেয়ে আলাদা কিছু নন তাঁরা। কনিষ্ঠ পুত্র প্রিন্স হ্যারি ও পুত্রবধূ মেগান মার্কেলকে নিয়ে এবার নিজের অবস্থান স্পষ্ট করলেন রাজা তৃতীয় চার্লস। উইন্ডসর প্রাসাদের রাজকীয় জীবন থেকে বহু দূরে সরে যাওয়া এই দম্পতি এখন স্রেফ 'সাধারণ নাগরিক'। ফলে ব্রিটেনের মাটিতে পা রাখলেও রাজপরিবারের কোনও কর্মসূচি বা সরকারি অনুষ্ঠানে সার্বভৌম রাজার প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন না।

২০২০ সালে রাজকীয় সমস্ত দায়িত্ব থেকে ইস্তফা দিয়ে ব্রিটেন ছেড়েছিলেন সাসেক্সের ডিউক ও

ডাচেস। রাজপ্রাসাদের বাঁধাধরা জীবন ভেঙে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায় পাড়ি জমানোর সময় রাজপরিবারের সঙ্গে তাঁদের যে চুক্তি হয়েছিল, তার শর্তাবলি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলাই হ্যারি ও মেগানের জন্য বাধ্যতামূলক। সোমবার রাজা চার্লসের পাঠানো এক বিশেষ চিঠিতে সেই পুরনো চুক্তির কথাই ফের কড়া ভাষায় স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

রাজপরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজা তৃতীয় চার্লসের এই লিখিত নির্দেশিকা ইতিমধ্যেই পৌঁছে দেওয়া হয়েছে হ্যারির প্রতিনিধি দল, ব্রিটিশ সরকারের একাধিক প্রশাসনিক বিভাগ, শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তা এবং লর্ড ও লেফটেন্যান্টদের কাছে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, হ্যারি ও মেগান এখন আর ব্রিটিশ রাজপরিবারের 'সক্রিয় সদস্য' বা ওয়ার্কিং রয়্যাল নন। ব্রিটেনের সংবিধান ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রধান রাজা স্বয়ং, তাই তাঁর প্রতিনিধিত্ব করে কোনও সরকারি বা রাজকীয় মঞ্চে দাঁড়ানোর একচ্ছত্র অধিকার হ্যারি-মেগান দম্পতি চিরতরে হারিয়েছেন।

এদিকে, ব্রিটেনে আসার পর থেকে নিজের এবং পরিবারের পর্যাপ্ত সরকারি নিরাপত্তা না পাওয়া নিয়ে হ্যারি যে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন, তার সমাধান এখনও অমীমাংসিতই। স্বদেশে ফিরলেও হ্যারি ও মেগানের জন্য রাজপরিবারের দরজা যে চিরতরে বন্ধ, চার্লসের বার্তায় তা একপ্রকার পরিষ্কার।

হেনস্তার জেরে ধর্মঘট আইফেল টাওয়ারে

প্যারিস, ৮ সেপ্টেম্বর : কর্মীদের 'ধর্মঘটের' জেরে সোমবার দিনভর বন্ধ রইল আইফেল টাওয়ার। কর্মীদের অভিযোগ, এক হিন্দু ধর্মীয় সংগঠনের 'অনুরোধে' তাদের প্রতিনিধিদের আইফেল টাওয়ার পরিদর্শনের সময়ে সেখান থেকে মহিলাকর্মীদের সরিয়ে নেওয়া হয়।

ওই ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার কর্মবিরতি শুরু করেন ঐতিহ্যবাহী স্তম্ভের কর্মীরা। ফলে পরিদর্শন বন্ধ রাখতে হয় কর্তৃপক্ষকে। ইতিমধ্যে ওই ঘটনাকে 'অনভিপ্রেত ও অগ্রহণযোগ্য' বলে মন্তব্য করে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন প্যারিসের মেয়র ইমানুয়েল গ্রেগোয়ার। এদিকে বিতর্ক বাড়তেই ওই ধর্মীয় সংগঠনও 'অবাঞ্ছিত ঘটনার জন্য' দুঃখপ্রকাশ করেছে।

শনিবার 'বোচাসনবাসী অক্ষর পুরুষোত্তম স্বামীনারায়ণ সংস্থা' (বিএপিএস)-র প্রায় ১০০ জনের এক প্রতিনিধি দলের সফর ঘিরে বিতর্কের সূত্রপাত। প্যারিসের শহরতলিতে নিজেদের প্রথম বড় মন্দিরের উদ্বোধনে যোগ দিতে ফ্রান্সে এসেছিলেন তাঁরা। টাওয়ার পরিচালন সংস্থা 'এসইটিই'

স্বীকার করেছে, সফরকালে মহিলাকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ এড়াতে তাঁদের সরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করেছিল সংগঠনটি। সেইমতো মহিলাকর্মীদের টাওয়ার চত্বর ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

জাস্কার উপত্যকা হয়ে লাদাখ পৌঁছাতে নতুন সুড়ঙ্গ

অদ্রি গরাই

কৌশলগত যোগাযোগের নতুন দিশা 'প্রোজেক্ট যোজক'

সিমলা, ৮ সেপ্টেম্বর : হিমালয়ের ভৌগোলিক চ্যালেঞ্জকে জয় করে লাদাখ ও হিমাচলপ্রদেশ সীমান্ত এলাকায় বছরভর সড়ক যোগাযোগ বজায় রাখার প্রধান ভরসা হয়ে উঠেছে সীমান্ত সড়ক সংস্থার (বিআরও) 'প্রোজেক্ট যোজক'। মান্ডির নদী উপত্যকা থেকে শুরু করে ১০ হাজার ফুটের বেশি উঁচুতে অবস্থিত অটল টানেল, সর্বত্র সরেজমিন পরিদর্শনে উঠে এল সীমান্ত প্রতিরক্ষার এক অভূতপূর্ব পরিবর্তনের ছবি। ন্যাশনাল হাইওয়েজ অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এনএইচএআই)-র জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের পাশাপাশি প্রোজেক্ট যোজকের অধীনে যেভাবে সুড়ঙ্গ নির্মাণের কাজ চলছে, তা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।

প্রায় ১০ হাজার ৪০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত বিশ্বের দীর্ঘতম সুড়ঙ্গ অটল টানেল কৌশলগতভাবে অত্যন্ত সংবেদনশীল মানালি-কেলং-লে-র পথকে সব ঋতুতে খোলা রাখার দায়িত্ব পালন করছে। পাশাপাশি ১৩ হাজার ফুট উচ্চতায় সক্রিয় রয়েছে রোটাং পাস-ও। বিআরও আধিকারিকরা জানান, হাড়হিম করা শীতের দিনে যখন তাপমাত্রা মাইনাস ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে যায়, তখনও সংস্থার জওয়ান ও প্রকৌশলীরা দিনরাত এক করে রাস্তা থেকে বরফ সরানোর কাজ চালিয়ে যান।

প্রোজেক্ট যোজকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি হল, নিম্মু-পদুম-দারচা (এনপিডি) সড়ক এবং নির্মীয়মাণ ৪.১ কিলোমিটার দীর্ঘ 'শিনকু লা টানেল'। এই সুড়ঙ্গের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রোজেক্টের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার চাহত শর্মা

পাহাড়ি এলাকায় সড়ক তৈরির কাজ চলছে জোরকদমে।

বলেন, 'শিনকু লা সুড়ঙ্গ নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে তা জাস্কার উপত্যকা হয়ে লাদাখ পৌঁছানোর জন্য সব মরশুমে ব্যবহারযোগ্য পথ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।' এই বিকল্প রাস্তাটি সেনাবাহিনীর কনভয় চলাচলের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে। একই সঙ্গে এটি লাহুল-স্পিতি এবং লাদাখের প্রত্যন্ত এলাকাগুলির পর্যটন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও গ্রামীণ অর্থনীতিকে নতুন গতি দেবে।

শুধু সীমান্ত সুরক্ষাই নয়, জরুরি পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের প্রাণ বাঁচাতেও প্রোজেক্ট যোজকের ভূমিকা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। গত মার্চে অটল টানেলের দক্ষিণ প্রবেশদ্বারে প্রচণ্ড তুষারপাতের ফলে ২০০টির বেশি গাড়ি আটকে পড়েছিল। সেই সময়ে বিআরও-র উদ্ধারকারী দল টানা ১২ ঘণ্টা অভিযান চালিয়ে প্রতিটি গাড়ি ও যাত্রীকে নিরাপদে বের করে আনে।

অন্যদিকে, প্রোজেক্ট যোজকের সংযোগকারী পথ হিসেবে হিমাচলপ্রদেশের মান্ডি, কুলু ও মানালিকে সংযোগকারী ৩ নম্বর জাতীয় সড়কের (এনএইচ-৩) আধুনিকীকরণ করছে এনএইচএআই। এই রুটে মোট ১১টি বড় সুড়ঙ্গ এবং ১১টি সেতু তৈরি করা হচ্ছে, যার মধ্যে প্রায় ২.৮ কিলোমিটার দীর্ঘ নির্মীয়মাণ 'পান্ডোহ সুড়ঙ্গ' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করা ২১টি সুড়ঙ্গ এবং মান্ডি বাইপাসের সৌজন্যে যাতায়াতের সময় প্রায় ৩ ঘণ্টা কমে গিয়েছে। সম্পূর্ণ করিডর প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মানালি রুটে প্রায় ৪৭ কিলোমিটার দূরত্ব এবং ৫ ঘণ্টার মতো ভ্রমণের সময় বাঁচবে। সুড়ঙ্গ খননে ব্যবহার করা হচ্ছে আন্তর্জাতিক স্তরে নিরাপদ প্রযুক্তি হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়া 'নিউ অস্ট্রিয়ান টানেলিং মেথড' (এনএটিএম)।

পিআইবির সহযোগিতায় হিমাচলের পাহাড়ি এলাকাগুলিতে ঘুরে এটা বোঝা গেল যে, উত্তর ভারতের সীমান্তকে সুরক্ষিত রাখতে 'প্রোজেক্ট যোজক' এক অনন্য লাইফলাইন হতে চলেছে। চরম প্রতিকূলতার মধ্যে সুড়ঙ্গ ও সড়ক নেটওয়ার্কের যে জাল বোনা হচ্ছে, তা একদিকে যেমন ভারতের প্রতিরক্ষাকে শক্তিশালী করছে, অন্যদিকে দুর্গম পাহাড়ি জনগোষ্ঠীগুলির জন্য স্থায়ী সমৃদ্ধির পথ খুলে দিচ্ছে।

রাহুলকে শিখণ্ডী বানিয়ে ছবির প্রচার নিয়ে ক্ষুব্ধ জিতু

‘এরাও মানুষ’ ছবিতে আছেন জিতু কমল, শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় এবং বিশেষ এক চরিত্রে প্রয়াত রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়। ‘রাহুলের শেষ ছবি’ ট্যাগ লাগিয়ে ছবির প্রচার হচ্ছে বলে জিতু নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁর কথায়, ‘কোনও মানুষকে, তাঁর চলে যাওয়াকে শিখণ্ডী বানিয়ে ছবির প্রচার আমি করব না। ছবির শুটিং চলাকালীন আমি মরে গেলে আমার ক্ষেত্রেও যেন এরকম না হয়। তাঁর ছবি শেষ হতে পারে, শিল্পটা তো রইল। হলে তাঁর জন্য কান্নাকাটি কেন, তার জন্য ঘরে যাও, তাঁর মায়ের কাছে যাও। ও যদি থাকত, তাহলে কি কেঁদে কেঁদে ছবিটা দেখতাম?’ রাহুলের মৃত্যুর বিচার প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, ‘যারা বিচার চেয়ে এফআইআর করল, অনুরোধ করল, তারা বলতে পারবে। এর মধ্যে কত কী হল, নতুন সরকার এল, উত্তমকুমারের শতবর্ষ হল, রাজভবনে খাওয়াদাওয়া হল, আমি যে তিমিরে সেই তিমিরেই আছি। তবু আমি আশাবাদী, নিশ্চয় কিছু হবে।’

ছবির নায়িকা শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় প্রসঙ্গেও খোলামেলা উত্তর জিতুর। তিনি বলেছেন, ‘শ্রাবন্তীকে লেডি সুপারস্টার ট্যাগ লাগিয়ে ঘুরতে হয় না। ওর ফিল্মোগ্রাফিই তার প্রমাণ। ওর ডেডিকেশন অন্য মাত্রার, যারা ওর সঙ্গে কাজ করেছে তারা জানে। ওকে আবিষ্কার করার ধৃষ্টতা আমার নেই।’ ছবিতে আছেন শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়, সত্যম ভট্টাচর্য, চন্দন সেন, কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। তিন বন্ধুর গল্প নিয়ে নির্মিত ছবির পরিচালনায় সাই প্রকাশ লাহিড়ি। ছবি সেপ্টেম্বরে আসার কথা ছিল, কিন্তু জিতুই জানিয়েছেন সেন্সরের ছাড়পত্র পেতে আরও কিছুটা দেরি হবে, তাই ছবির মুক্তি পিছিয়েছে।

ঠিক কী হয়েছিল, এতদিনে জানালেন রাজেশ

হায়দরাবাদে রামোজি রাও সিটিতে ফৌজি ছবির শুটিংয়ে মারাত্মক অসুস্থ হয়ে কলকাতায় ফিরেছিলেন রাজেশ শর্মা। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়, প্রায় মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছিলেন। জানা গিয়েছে, শুটিং চলাকালীন কাছাকাছি জঙ্গলে গিয়েছিলেন অভিনেতা। সেখানে বিষাক্ত পোকার কামড়ে এই অঘটন ঘটে। মঙ্গলবার রাজেশ জানিয়েছেন, তাঁর আসলে কী হয়েছিল। তিনি বলেছেন, ‘যা রটেছিল সবই ভুল। ইউনিটের সকলেই খুব ভালো। তাদের জন্য কিছু হয়নি। এমনকী ওখানে কিছু হয়নি। কলকাতায় ফেরার দু-তিনদিনের মধ্যে হয়েছে। আমার ডান পায়ের চামড়ায় সমস্যায় অনেকদিন ধরেই ভুগছিলাম। সেখানেই পরে গভীর সংক্রমণ হয়। তার ওপর ডায়াবিটিসের মাত্রা খুব বেশি থাকায় পরিস্থিতি আরও ভয়ংকর হয়।

বিগ বস হিন্দিকে ডিভোর্সি স্পেশাল বললেন মাহি ভিজ

সলমন খানের সঞ্চালনায় বিগ বস ২০ ক্রমশ পাখা মেলছে। প্রথম দিনেই চর্চায় এসে গিয়েছেন মাহি ভিজ। তিনি এই শো-কে বলেছেন ডিভোর্সি স্পেশাল। কারণ এবার অন্যতম প্রতিযোগী হিসেবে আছেন মেরি কম, ইশা রিখি এবং মাহি নিজে। তিনজনই ডিভোর্সি। এক প্রতিযোগী কণিকা মাহিকে জিজ্ঞাসা করেন বর্তমানে তিনি তো সিঙ্গল, মাহি প্রথমে এড়িয়ে যান। তারপরে ইশার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে জানতে চাওয়া হয়, কোন বিষয়ে মাহি কথা বলতে চান। এবার মাহি উৎসাহ নিয়ে বলেন গসিপ। কে কার সঙ্গে সম্পর্কে আছে বলো। আমি, তুমি আর (মেরিকে দেখিয়ে) এই বক্সার তো সিঙ্গল। আমাদের সেকেন্ড ইনিংস শুরু হয়ে গিয়েছে। ডিভোর্সি স্পেশাল। পরে মেরি এই বিষয়ে কথা বলতে স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করেন। তবু মাহি বলেন প্রাক্তনের সম্পর্কে নেতিবাচক কথাই বলতে হবে কেন, সম্পর্কে ভালো কিছুও তো থাকতে পারে। তখনই মেজাজ হারিয়ে ইশা বলেন তাঁরা যখন এই বিষয়ে কথা বলতে চাইছে না, তাহলে জোর করা হচ্ছে কেন। যাই হোক, এই চাপান-উতোরে খুশি দর্শক, তারা উপভোগ করছেন এই কূটকচালি।

দিল্লি নয়, গুজরাটে জাতীয় পুরস্কার

প্রত্যেক বছর দিল্লিতে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার বিতরণের অনুষ্ঠান হয়। শোনা যাচ্ছে, চিরাচরিত নিয়ম ভেঙে চলতি বছর গুজরাটে এই অনুষ্ঠান হতে পারে। তবে এখনও এ ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। সূত্রের খবর, ৭২তম জাতীয় পুরস্কারের অনুষ্ঠান হতে পারে গুজরাটের একতা নগরে। এখানেই আছে স্ট্যাচু অফ ইউনিটি, যা রাজ্যের একটি অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। সেখানে যদি জাতীয় পুরস্কারের অনুষ্ঠান হয়, তাহলে তা আরও মর্যাদাপূর্ণ হতে পারে। চলতি মসের শেষে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু গুজরাট সফরে যেতে পারেন। সে সময় একতা নগরেও যেতে পারেন। তখনই জাতীয় পুরস্কার বিজয়ীদের হাতে এই সম্মান তুলে দিতে পারেন তিনি। এতদিন দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে যে অনুষ্ঠান হত, তা এবার বদলে যাবার খবরে অনেকে যেমন উৎসাহ দেখাচ্ছেন, অনেকেই আবার এর সমালোচনাও করছেন।

প্রসঙ্গত, চলতি বছর মামুট্টি ও কার্তিক আরিয়ান যথাক্রমে ভ্রম্যুগম ও চান্দু চ্যাম্পিয়ন ছবির জন্য সেরা অভিনেতার জতীয় পুরস্কার পেয়েছেন, ইয়ামি গৌতম আর্টিকল ৩৭০-এ পেয়েছেন সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার।

মজা করার জন্য নোরার বিরুদ্ধে ৩ কোটির মামলা

এক চাটার্ড বিমান সংস্থা অভিনেত্রী নোরা ফতেহির বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেছে। ঘটনার সূত্রপাত নোরার একটি মজা থেকে। গত ডিসেম্বরে অভিনেত্রী মুম্বাই থেকে জয়পুর যাবার জন্য ডুয়েন্স এভিয়েশনের একটি চাটার্ড বিমান ভাড়া করেছিলেন। বিমানের ভিতরের কিছু অংশের ভিডিও করে তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন এবং ‘খেলনা প্লেন, মিনিয়েচার প্লেন’ বলে উল্লেখ করে মজা করেছিলেন। নোরার সোশ্যাল মিডিয়ায় ফলোয়ারের সংখ্যা প্রায় ৪ কোটি। বিমান সংস্থার দাবি, মানুষ তাঁর এই পোস্ট থেকে মনে করেছে বিমানটির নিরাপত্তা নেই। ফলে তাদের বুকিং ১৫-২০ শতাংশ কমে গিয়েছে। নোরার মতো প্রভাবশালী দায়িত্ব জ্ঞানহীন মন্তব্য করেছেন বলেই এরকম হয়েছে। তাদের দাবি, বিমানটির নিরাপত্তা অটুটু। তারা অভিনেত্রীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ৩ কোটি টাকা দাবি করেছে, সঙ্গে তাঁর এই পোস্ট মুছে ফেলার ও এই পোস্টের জন্য প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে বলেও দাবি করেছে। আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানি।

বাবার কাছে লতা আন্টির মতো গান চেয়েছিলেন আশা আন্টি

কথাগুলো অন্তরা চৌধুরির। ৮ সেপ্টেম্বর আশা ভোঁসলের জন্মবার্ষিকীতে স্মৃতিচারণায় আনমনা হয়ছিলেন তিনি। সলিল চৌধুরির সুরে বেশি গান নেই আশা ভোঁসলের। সে আক্ষেপ, অনুযোগ অনেকবারই সলিলদার কাছে করেছিলেন শিল্পী। সেই সূত্রেই অন্তরা বলেছেন, ‘আশা আন্টি একবার বাবাকে বলেছিলেন, সলিলদা লতাদিদিকে যেমন গান দিচ্ছেন, আমাকেও তেমন কিছু গান দিন না।’ বাবা আশা আন্টির জন্য কিছু গান করেছিলেন, কিন্তু অনেক গান প্রকাশিত হয়নি। তেমনই মুক্তি না পাওয়া একটি বাংলা ছবিতে গেয়েছিলেন ‘একা একা শূন্যে’, ‘দিন গেল’—গান দুটি। ওই গানের জন্য প্রথমে আন্টি কোনও পারিশ্রমিক নেননি। পরে বাবার অনেক অনুরোধে ১০,০০০ টাকা নিয়েছিলেন। আন্টির গান নিয়ে কিছু বলার ধৃষ্টতা আমার নেই। আন্টির গাওয়া ‘জীবন গান’ তাঁর সামনেই গেয়েছিলাম, বাবার লেখা, হৃদয়নাথ মঙ্গেশকরের সুর। আন্টি বলছিলেন, কয়েকটি জায়গায় বেশি কাজ হয়ে গিয়েছে। যেখানে যতটুকু দরকার, ততটুকুই দিতে হবে, বেশি নয়। সাত বছর বয়সে আন্টির সঙ্গে ‘ধীরে ধীরে হলে সে’ গানটি গেয়েছিলাম ‘মিনু’ ছবিতে, বাবারই কম্পোজিশন। সেই প্রথম আন্টিকে দেখি। কত স্মৃতি আছে। মায়ের সঙ্গে রান্না নিয়ে কথা বলতেন।

একনজরে সেরা ৫

শিল্পীর ডি লিট

স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্তকে ডি লিট প্রদান করল ডায়মন্ড হারবার বিশ্ব বিদ্যালয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল আর এন রবি এবং মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। স্বাগতালক্ষ্মী বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি, তামিল, তেলুগু, স্কটিশে গান গেয়েছেন। তাঁর অ্যালবাম একলা গীতবিতান-এর জন্য গীতবিতানের ২০২৩টি গান তিনি ৮০ দিনে রেকর্ড করেছিলেন।

বিতর্কে মির্জাপুর

মির্জাপুর দ্য মুভি-তে শূরবীর গানটি ব্যবহার করা হয়েছে তার প্রকৃত গায়ক রাপারিয়া বালমের অনুমতি ছাড়া। তাই বালম, ছবির নির্মাতাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর বক্তব্য মূল গান তৈরি হয়েছিল রাণা প্রতাপ সিংয়ের বীরত্বকে শ্রদ্ধা জানিয়ে। ছবিতে যে কারণে গানটি ব্যবহার করা হয়েছে, তাতে গানের মূল উদ্দেশ্য লংঘিত হয়েছে।

প্রথম তিনি

রাজ কাপুরই প্রথম ভারতীয় সিনেমাকে কোটি টাকার দরজায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। মাত্র ২৭ বছর বয়সে তাঁর নিজের পরিচালনায় তৈরি হয় আওয়ারা, নায়িকা নার্গিস দত্ত। ছবিটি বিশ্বজুড়ে ব্যবসা করছিল ১৫ কোটি টাকার। আজ তার পরিমাণ হবে ২,০০০ কোটি। এরপর আন্দাজ, বরসাত পরপর হিট হয়, রাজকে এর পিছন ফিরে দেখতে হয়নি।

সেন্সরের ছাড়পত্র

হ্যায়ওয়ান সেন্সর বোর্ডের ইউ এ ১৬+ সার্টিফিকেট পেল। কিছু শব্দও বাদ দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়ছে। ছবির সময়সীমা ২ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট। ছবিতে আছেন অক্ষয় কুমার, সইফ আলি খান, সংযমী খের প্রমুখ। অক্ষয় নেগেটিভ চরিত্রে, সইফ অন্ধ। ট্রেলারে দেখা গিয়েছে, একাধিক খুন, রহস্য, প্রতিহিংসার আবর্তে ঘুরছে কয়েকটি চরিত্র। পরিচালক প্রিয়দর্শন।

সিরিয়ালের নামে

১৯৮৬-তে আর কে নারায়ণের লেখা ছোটগল্প নিয়ে দূরদর্শনে দেখানো হয়েছিল মালগুড়ি ডেজ। পরিচালক শংকর নাগ। ধারাবাহিকের জনপ্রিয়তা দেখে ভারতীয় রেল কর্ণাটকের শিবমোগ্গা জেলার অরাসালু স্টেশনের নাম পালটে মালগুডি ডেজ রাখে, কারণ এখানেই ধারাবাহিকের শুটিং হয়েছিল। অভিনয়ে ছিলেন মঞ্জুকুমার, গিরিশ কারনাড প্রমুখ। শংকর ৩৬ বছর বয়সে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মারা যান।

বাংলাদেশি অভিনেত্রীকে ডিম

ইতালিতে বাংলাদেশের আজমেরি হক বাঁধনকে লক্ষ্য করে ডিম ছোঁড়া হল। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম জানাচ্ছে, তাঁকে উদ্দেশ্য করে ডিম, জল ছোঁড়া হয়েছে। তাঁর ফোন ফেলে দেওয়া হেয়েছে। বাঁধন বলেছেন, ‘২০২৪-এ বাংলাদেশের আন্দোলনের সময় আমি প্রতিবাদীদের পক্ষে ছিলাম বলে আমাকে লক্ষ্য করে এসব হয়েছে। ওরা নিজেদের আওয়ামি লীগ, ছাত্র লীগ কর্মী ও বঙ্গবন্ধুর সৈনিক বলে দাবি করেছে। আমাকে জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু স্লোগান দিতে বাধ্য করা হয়েছে, সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়।’ তবে আক্রমণকারীদের পরিচয় ও ঘটনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায়নি।

প্রসঙ্গত, ৮৩তম ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে যোগ দিয়েছেন বাঁধন। সেখানে তাঁর দ্য ডিফিকাল্ট ব্রাইড ছবিটি প্রদর্শিত হবে, পরিচালক রুবাইয়াত হোসেন।

ছোট্ট তারা

কেজি ওয়ান-এর পড়ুয়া শ্রেয়ানভি রায় পড়াশোনার পাশাপাশি ভালো নাচে।

আমার শহর

উৎসবের টানে ঘরে ফেরা

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৮ সেপ্টেম্বর : এসেছে শরৎ, হিমের পরশ/ লেগেছে হাওয়ার ’পরে...

কখনো-কখনো নীল আকাশে পেঁজা তুলোর মেঘের আনাগোনা, ক্যালেন্ডার বলছে শরৎ এসে গিয়েছে। চারিদিকে পুজোর প্যান্ডেল তৈরি, ছুটির দিনে বাজারের ব্যস্ততা ছবিতে স্পষ্ট হাতেগোনা ক’দিন পরেই বাঙালি তাঁর শ্রেষ্ঠ উৎসবে মেতে ওঠার প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছে। তবে বাড়ি ছেড়ে যাঁরা বাইরে থাকেন, ৮টা-৫টার কর্পোরেট জীবন কিংবা ভবিষ্যৎ গড়ার তাগিদে যে বা যাঁরা দীর্ঘদিন শহরের বাইরে, তাঁদের কাছে কী পৌঁছেছে শরতের এই আগমনী বার্তা! যদি পৌঁছে থাকে তাহলে দীর্ঘদিন পরিবার, পরিজন, চেনা শহর ছেড়ে থাকা মানুষগুলির কাছে ‘পুজোয় বাড়ি ফেরা’-র অনুভূতি টা ঠিক কতটা স্পেশাল?

মেট্রো শহর বা ভিনরাজ্যের জাঁকজমকপূর্ণ মণ্ডপ নয়, বরং চেনা শহরের চেনা গন্ধ, বন্ধুদের আড্ডা আর পরিবারের টানেই পুজোয় ঘরে ফেরার প্রস্তুতি শুরু করেছেন কর্মসূত্রে বা পড়াশোনার জন্য ভিনরাজ্যে থাকা শহরের বাসিন্দারা। কর্পোরেট জীবনের ব্যস্ততা সরিয়ে রেখে আগেভাগেই ট্রেন কিংবা বিমানের টিকিট কেটে উৎসবের দিনগুলি নিজের শহরে কাটাতে চাইছেন সকলে। কাঞ্চনজঙ্ঘার কোল ঘেঁষে থাকা শহরে নিজস্ব পুজোর গন্ধের টানে ফিরতে ব্যাকুল সকলে। সকলের মতে, পাড়ার গলিতে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, মার্কেটে শেষবেলার কেনাকাটার হুড়োহুড়ি, চেনা মণ্ডপের আলোয় হাঁটলেই যেন মনে একটা অন্যরকম আনন্দ অনুভূত হয়।

পঞ্জাবে পাঠরতা শান্তিনগরের প্রাচী দে গতবছর পুজোয় বাড়ি ফিরতে পারেননি। নবমীর দিন জলন্ধরের আবাসনের পুজোয় অঞ্জলি দিলেও মন পড়েছিল শিলিগুড়িতে। আক্ষেপ মেটাতে এবার পঞ্চমীর দিন ট্রেন ধরে ষষ্ঠীর দুপুরে বাড়ি ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি। প্রাচীর কথায়, ‘বাড়ির সকলের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটিয়েই সন্ধ্যায় বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরতে বেরিয়ে যাব। গতবছর নবমীতে জলন্ধরেই একটি আবাসনের পুজোয় গিয়েছিলাম, প্রসাদ খেয়েছিলাম। মায়ের মুখটা তো দেখতে পেয়েছি। এটা ভেবেই খুশি হয়েছিলাম। তবে এবার জমিয়ে মজা করব।’

দিল্লির চিত্তরঞ্জন পার্কের বড় পুজো ছেড়ে আগামী ১৪ অক্টোবর শহরে ফিরবেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, মহানন্দাপাড়ার অর্জন ঘোষ। তাঁর কথায়, ‘পাড়ার পুজো, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা আর বাড়ির খাবার ছাড়া বাঙালির দুর্গাপুজো অসম্পূর্ণ। এই নস্টালজিয়ার টানেই প্রতি বছর পুজোর আগে বাড়ি ফিরে আসি।’ তিনি জানালেন, অন্য বন্ধুরাও পুজোয় বাড়িতে ফেরে, সবার সঙ্গে দেখা হয়।

কলকাতার দুর্গাপুজোর উন্মাদনা বিশ্বজোড়া হলেও শিলিগুড়ির মৃন্ময় হালদারের কাছে তা ফিকে। কর্মসূত্রে আগে পাঁচ বছর হায়দরাবাদে থাকলেও পুজোয় ঠিক বাড়ি ফিরতেন তিনি। এবারও পঞ্চমীর সন্ধ্যায় কলকাতা থেকে রওনা হয়ে ষষ্ঠীর ভোরে শিলিগুড়ি পৌঁছাবেন। মৃন্ময় জানালেন, শহরের আলো, প্যান্ডেলের লম্বা লাইন, পাড়ার পুজোর অঞ্জলি আর বাড়ির জম্পেশ রান্না ছেড়ে অন্য কোনও জায়গার পুজো তাঁকে টানে না।

বেঙ্গালুরুর তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থায় কর্মরত সুকান্তনগরের অনুভব কার্জির ক্ষেত্রেও বিষয়টি এক। গতবছর পুজোয় বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলেন। এবার সেই প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে চতুর্থীতেই বিমানে বাড়ি ফিরছেন তিনি। পুজোর ক’দিন দর্জির বাড়ি দৌড়ানো থেকে, শেষবেলার কেনাকাটা— সব পরিকল্পনা সেরে ফেলেছেন অনুভব। তাঁর কথায়, ‘নিজের শহরে ফিরে ঢাকের আওয়াজ পেলেই মনের ভেতরটা আনন্দে ভরে ওঠে, এই আনন্দ আর কোথাও নেই।’

তিন চুরির কিনারা

শিলিগুড়ি, ৮ সেপ্টেম্বর : একটি চুরির ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের পর তাঁকে হেপাজতে নিয়ে জেরা করে এলাকার আরও দুটি চুরির কিনারা করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। গত ২৮ অগাস্ট মাটিগাড়ার বাসিন্দা নবনীতকুমার গুপ্তকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। তাঁকে জেরা করে আরও দুটি চুরির ঘটনার কিনারা করতে সক্ষম হন তদন্তকারীরা। উদ্ধার করা হয় চুরি যাওয়া বেশ কিছু সোনা ও রুপোর গয়না। এদিকে, পুলিশি হেপাজত শেষে মঙ্গলবার ধৃতকে ফের জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, গত ১৪ অগাস্ট ভক্তিনগরের ভূপেন্দ্রনগর এলাকায় একটি বাড়িতে চুরি হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে নবনীতকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর টানা তিন দফায় ধৃতকে হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। জেরায় তার কাছ থেকে ভূপেন্দ্রনগরের ঘটনার পাশাপাশি ভক্তিনগর থানা এলাকার আরও দুটি চুরির তথ্য মেলে।

পুলিশের দাবি, চলতি বছরের মার্চ মাসে বেতগাড়ায় একটি বাড়ি থেকে নগদ টাকা ও গয়না হাতায় অভিযুক্ত। তাছাড়া অগাস্ট মাসে গিতলপাড়ায় একটি ফাঁকা বাড়িতে চুরিতেও জড়িত ছিলেন বলে জেরায় স্বীকার করেছেন নবনীত।

পুলিশ সূত্রে খবর, জেরা চলাকালীন আরও কয়েকটি চুরির বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন নবনীত। ধৃতের সঙ্গে অন্য কোনও দুষ্কৃতী বা বড় কোনও চক্র জড়িত কি না, বর্তমানে সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশপাশি উদ্ধার হওয়া সোনা ও রুপোর গয়না উপযুক্ত প্রাপকদের কাছে ফেরানোর প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি, ৮ সেপ্টেম্বর : সাইবার প্রতারণার টাকা লেনদেনে জড়িত থাকার ঘটনায় আরও এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে প্রধাননগর থানার পুলিশ। সোমবার রাতে কালকুট এলাকা থেকে তাঁকে পাকড়াও করা হয়। ধৃত সুরেশ থাপা বীরপাড়া চা বাগানের বাসিন্দা। তবে বেশ ক’দিন ধরে কালকুট এলাকায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকছিলেন। পুলিশ সূত্রে খবর, চলতি মাসের প্রথমদিকে রাজ্যের সাইবার উইং থেকে প্রধাননগর থানায় যে ১১টি সন্দেহজনক ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তালিকা এসেছিল, তারমধ্যে সুরেশের অ্যাকাউন্টও ছিল। বিষয়টি খতিয়ে দেখতেই তদন্তকারীরা জানতে পারেন সুরেশের অ্যাকাউন্টে একাধিকবার প্রতারণার টাকা লেনদন হয়েছে।

মঙ্গলবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

অভিযোগ

শিলিগুড়ি, ৮ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদে সভাধিপতি না থাকায় নাগরিক পরিষেবা বিঘ্নিত হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে সারা ভারত কৃষক সভা। মঙ্গলবার কৃষক সভার দার্জিলিং জেলা কমিটির তরফে এক সাংবাদিক বৈঠকে সম্পাদক ঝরেন রায় বলেন, ‘সভাধিপতি পদ খালি থাকায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প বন্ধ রয়েছে। গ্রামীণ এলাকার রাস্তা, পানীয় জল, নিকাশি, সেচ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সংক্রান্ত প্রকল্পগুলি আটকে রয়েছে।’ এ ছাড়া যোগ্য মহিলাদের অন্নপূর্ণা যোজনার আওতায় আনা, কৃষকদের স্বার্থে গ্রামীণ এলাকার বন্ধ হওয়া গোরু হাট খুলে দেওয়া, গ্রামীণ জনসাধারণকে ভি-বি জি রাম জি প্রকল্পে কাজ দেওয়া সহ আরও বেশ কিছু দাবি নিয়ে আগামী ১০ সেপ্টেম্বর শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ অভিযানের কথাও জানানো হয়।

পুরনিগম অভিযানের ডাক

শিলিগুড়ি, ৮ সেপ্টেম্বর : পুর পরিষেবা নিয়ে অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার পুরনিগম অভিযানের ডাক দিল কংগ্রেস। দলের দার্জিলিং জেলা সভাপতি সুবীন ভৌমিক বলেন, ‘ডেঙ্গি নিয়ে কোনও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। শহরের নিকাশি ব্যবস্থা বেহাল, যত্রতত্র জঞ্জাল জমে থাকছে। শহরের রাস্তাঘাটও চলাচলের অযোগ্য হয়ে গিয়েছে। দ্রুত এই সমস্ত সমস্যার সমাধানের দাবিতে ১০ সেপ্টেম্বর পুরনিগম অভিযান করা হবে।’ দলীয় সূত্রে খবর, ওইদিন দলের দার্জিলিং জেলা কার্যালয়ের সামনে থেকে মিছিল করে হিলকার্ট রোড, কাছারি রোড হয়ে পুরনিগমের সামনে এসে জমায়েত করে সেখানে সভা হবে। সভা শেষে পুরনিগমের কমিশনারের কাছে দাবিপত্র তুলে দেওয়া হবে।

সিপিএমের প্রতিবাদ

শিলিগুড়ি ও বাগডোগরা, ৮ সেপ্টেম্বর : সোমবার রাতে সিপিএমের জলপাইগুড়ি জেলা পার্টি অফিসে হামলার ঘটনার প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখায় বামেরা। মঙ্গলবার সিপিএমের দার্জিলিং জেলা কমিটির তরফে অনিল বিশ্বাস ভবনের সামনে একটি প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ সভা করা হয়। দলীয় অফিসে হামলার ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তারের দাবি তোলা হয়। উপস্থিত ছিলেন সিপিএমের জেলা সম্পাদক সমন পাঠক, অভিজিৎ মজুমদার, দিলীপ সিং প্রমুখ। এ ছাড়া ৯ সেপ্টেম্বর বামেদের ডাকে পুরনিগম অভিযান সফল করার লক্ষ্যে এ দিন ২৭ নম্বর ওয়ার্ডে নাগরিক সভার আয়োজন করা হয়।

অন্যদিকে, দলীয় কার্যালয়ে হামলার ঘটনার প্রতিবাদে বাগডোগরায় একটি প্রতিবাদ মিছিল করা হয়। দলীয় কর্মী-সমর্থকেরা বাগডোগরা থানায় বিক্ষোভ দেখান। উপস্থিত ছিলেন সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য গৌতম ঘোষ, জেলা কমিটির সদস্য শীতল দত্ত, বাগডোগরা এরিয়া কমিটির সম্পাদক প্রশান্ত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

জখম

শিলিগুড়ি, ৮ সেপ্টেম্বর : মঙ্গলবার সকালে সেবক রোডে টোটো ও একটি গাড়ির সংঘর্ষে টোটোর চালক সহ একজন যাত্রী আহত হন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন যাত্রীবাহী ওই টোটো সেবক রোড ধরে যাওয়ার সময় পিছন থেকে আসা ওই গাড়িটি সজোরে ধাক্কা মারে। ঘটনায় টোটোটি উলটে যায়। আহতদের শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। গোটা ঘটনার তদন্ত করছে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ।

জলমগ্ন।। বিধান মার্কেটের অটোস্ট্যান্ডের কাছে মঙ্গলবার সন্ধ্যায়। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

শহরজুড়ে ভুয়ো ট্রেড লাইসেন্স

শক্ত হাতে রাশ ধরতে চাইছে পুর কর্তৃপক্ষ

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ৮ সেপ্টেম্বর : শুধুমাত্র অনলাইনে আবেদন করলেই মিলছে ট্রেড লাইসেন্স। তথ্য যাচাইয়ের বালাই নেই। এর জেরে শিলিগুড়ি শহরজুড়ে ভুয়ো ট্রেড লাইসেন্সের সংখ্যা বাড়ছে। এ পরিস্থিতিতে পুর কর্তৃপক্ষ শক্ত হাতে রাশ ধরতে চাইছে। তথ্য যাচাইয়ের অনুমতি চেয়ে রাজ্যে আবেদন করা হয়েছে। তৃণমূল আমলের ভুয়ো ট্রেড লাইসেন্স চিহ্নিত করে নোটিশ জারি করাও শুরু হয়েছে। পুর কর্তৃপক্ষের দাবি, এখনও পর্যন্ত পাঁচ হাজারেরও বেশি ভুয়ো ট্রেড লাইসেন্স চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। লাইসেন্সবিহীন একাধিক দোকানের হদিসও মিলেছে। ভুয়ো ট্রেড লাইসেন্সের বহর দেখে পুরকর্তাদের চোখ কপালে ওঠার জোগাড়।

ভুয়ো ট্রেড লাইসেন্স দিয়ে দিনের পর দিন শিলিগুড়ির মতো শহরে কীভাবে দোকান চালানো সম্ভব, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। পুর প্রশাসক এবং কমিশনারকে ফোন করা হলেও তাঁরা মোবাইলে সাড়া না দেওয়ায় এ বিষয়ে তাঁদের প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য বলেন, ‘ভুয়ো ট্রেড লাইসেন্স জারি করার নেপথ্যে একটি চক্র সক্রিয় আছে।’ পুরনিগম সূত্রে খবর, শহরজুড়ে বিভিন্ন সময়ে কমবেশি এক লক্ষ ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে। ২০২১ সালের আগে পর্যন্ত ট্রেড লাইসেন্সের জন্য অফলাইনে আবেদন করতে হত। আবেদন জমা পড়ার পর তথ্য যাচাই করে ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু করা হত। অনলাইনে আবেদন শুরুর পর সমস্ত বিধিনিষেধ শিকেয় ওঠে। পুরকর্তাদের একাংশের দাবি, ২০২১ সালের পর থেকে প্রায় ৬০ হাজার ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু হয়েছে। তৃণমূল আমলে ইস্যু করা বেশিরভাগ

- ২০২১ সালের আগে পর্যন্ত অফলাইনে আবেদন করার পর তথ্য যাচাই করে ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু করা হত
- ’২১ সালের পর যে ৬০ হাজার ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু হয়েছে তার বেশিরভাগই ভুয়ো বলে খবর
- এখনও পর্যন্ত প্রায় ৫ হাজার ভুয়ো ট্রেড লাইসেন্স চিহ্নিত করা হয়েছে

ট্রেড লাইসেন্সই ভুয়ো বলে সূত্রের খবর। এ বিষয়ে পুরনিগমের প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন বলেন, ‘ঠিকভাবে তথ্য যাচাই না করে ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু করা হচ্ছিল। আমরা প্রতিবাদ করলেও তাতে আমল দেওয়া হয়নি। তৃণমূল জমানায় একের পর এক ভুয়ো ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে। এর উপযুক্ত তদন্ত হওয়া উচিত।’

তৃণমূল পরিচালিত পুর বোর্ড শেষ দিকে এ বিষয়ে নজরদারি শুরু করে। সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মীরা বরোভিত্তিক অভিযান শুরু করেন। কিছু ব্যবসায়ীকে নোটিশও দেওয়া হয়। সেসময় হায়দরপাড়ার একটি দর্জির দোকানে পুরনিগমের কর্মীরা হানা দেন। দোকানদার প্রথমে ট্রেড লাইসেন্স দেখাতে পারেননি। খানিক বাদে যে ট্রেড লাইসেন্স দেখান তাতে হোল্ডিং নম্বরই ছিল না। পুরনিগমের কর্মীরা বুঝতে পারেন যে ট্রেড লাইসেন্সটি ভুয়ো। দোকানদারকে নোটিশ ধরানো হয়। শহরের রবীন্দ্রনগর এলাকার একটি কেক ও একটি মিষ্টির দোকানে ভুয়ো ট্রেড লাইসেন্স মিলেছিল। পুরনিগমের তরফে দুটি দোকানকে নোটিশ দেওয়া হয়। পুরকর্তারা জানাচ্ছেন, নোটিশের প্রেক্ষিতে শুনানি হবে। অসংগতি থাকলে ট্রেড লাইসেন্স বাতিল করা হবে। বর্তমানে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের কাজের চাপে ভুয়ো ট্রেড লাইসেন্স শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া প্রায় থমকে রয়েছে। সেই সুযোগে নতুন করে ভুয়ো ট্রেড লাইসেন্সের সংখ্যা বাড়ছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র গৌতম দেব বলেন, ‘আমরা ভুয়ো ট্রেড লাইসেন্স চিহ্নিত করার জন্য পদক্ষেপ করেছিলাম। কয়েক হাজার ভুয়ো ট্রেড লাইসেন্স চিহ্নিত করা হয়েছিল। তবে বর্তমান সময়ে সেই প্রক্রিয়া বন্ধ রয়েছে বলে শুনেছি। প্রশাসক পরিচালিত পুর বোর্ডের কাছে কোনটা প্রায়োরিটি বুঝতে পারছি না।’

চুল্লি বিকল, সংকারে ভোগান্তি

ইসলামপুর, ৮ সেপ্টেম্বর : প্রায় ৫ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি বৈদ্যুতিক চুল্লি প্রায় তিন বছর ধরে বিকল। ফলে ইসলামপুর সতীপুকুর শ্মশানে দাহের ক্ষেত্রে ফের কাঠের চুল্লিই একমাত্র ভরসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বৈদ্যুতিক চুল্লিতে দাহ করতে যেখানে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগত, সেখানে কাঠে দাহ করতে তিন ঘণ্টারও বেশি সময় লাগছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। এতে ভোগান্তিতে পড়ছেন ইসলামপুরের বাসিন্দারা।

চুল্লির সমস্যায় সম্প্রতি ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা দীপ মণ্ডলকে। তিনি বলেন, ‘কয়েকদিন আগে আমার নিকট আত্মীয় মারা যান। তাঁকে দাহ করার জন্য ইসলামপুর শ্মশানে নিয়ে যাই। সেখানে কাঠ জোগাড় করতে চরম সমস্যার মুখে পড়ি। বৈদ্যুতিক চুল্লি থাকলে এত সমস্যা হত না।’

২০১৯ সালের ২৯ জানুয়ারি ঘটা করে সতীপুকুর শ্মশানের বৈদ্যুতিক চুল্লির উদ্বোধন করেছিলেন তৎকালীন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রকল্পটি তৈরিতে প্রায় ৫ কোটি ১৭ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা খরচ করা হয়েছিল। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তারপর থেকে গত সাত বছরে তিন বার চুল্লিটি বিকল হয়েছে। দু’বার সারাই করা হলেও ২০২৩ সালের মাঝামাঝি চুল্লিতে বৈদ্যুতিক ত্রুটি দেখা দেওয়ার পর আর তা সচল হয়নি।

- প্রায় ৫.১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি হয়েছিল চুল্লি
- ২০২৩ থেকে বিকল, কাঠে দাহ করতে সময় লাগছে তিন ঘণ্টার বেশি
- পুরসভার চেয়ারম্যান সংস্কারের আশ্বাস দিচ্ছেন না

চুল্লি চালু থাকার সময় সতীপুকুর শ্মশানে প্রতি মাসে ৪০-৪৫টি দেহ দাহ করা হত। বর্তমানে কাঠের চুল্লিতে মাসে ১৫-২০টি দাহ করা হচ্ছে বলে স্থানীয় সূত্রে দাবি। চুল্লি বিকল হওয়ার পর দাহের সংখ্যা কমেছে বলেও জানানো হয়েছে।

পালপাড়ার বাসিন্দা স্বপন দাস বলেন, ‘যখন চুল্লি সচল ছিল, পালপাড়া, কলেজ মোড়, স্টেট ফার্ম কলোনি এলাকার মানুষ ইসলামপুর শ্মশানেই যেতেন। তবে এখন তো চুল্লি খারাপ, ওখানে এখন কাঠ দিয়ে দাহ করা হয়। কিছুটা দূরে আরেকটি শ্মশান রয়েছে। সেখানেও কাঠ দিয়ে দাহ করা হয়। দু’জায়গায় একই অবস্থা, তাই আর আমরা ইসলামপুরের শ্মশানে যাই না।’

ইসলামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল অবশ্য সংস্কারের আশ্বাস দেওয়ার ধারেকাছে হাঁটেননি। তাঁর সাফ কথা, ‘অনেক বিদ্যুৎ বিল বাকি রয়েছে চুল্লির। সেসব মেটানোর পর চুল্লি চালু করলে আবার বিল আসবে। তারপর কে সেই বিদ্যুৎ বিল দেবে?’

অন্যদিকে, রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কার্তিকচন্দ্র পাল দাবি করেছেন, পুর কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছার অভাবেই চুল্লির সংস্কার হচ্ছে না। তিনি বলেন, ‘আগামীদিনে ইসলামপুর পুরসভায় ক্ষমতার হাতবদল হবে এবং বৈদ্যুতিক চুল্লিও চালু হয়ে যাবে।’

মদ সহ ধৃত তরুণ

শিলিগুড়ি, ৮ সেপ্টেম্বর : গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণে মদ সহ এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃত ওই তরুণের নাম ছোটু কুমার। তিনি গুরুংবস্তি এলাকার বাসিন্দা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন রাতে মাটিগাড়া থানার পুলিশের কাছে খবর আসে, এক তরুণ সন্দেহজনকভাবে পরিবহণনগর এলাকায় ঘোরাঘুরি করছেন। এরপর পুলিশ ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে ওই তরুণকে আটক করে তল্লাশি চালায়। এরপর তাঁর ব্যাগ থেকে প্রচুর পরিমাণে মদ উদ্ধার হয়। ভিনরাজ্যে পাচারের জন্য ওই মদ তিনি নিয়ে এসেছিলেন বলে পুলিশ জানতে পেরেছে। ধৃতকে বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

পথ না পুকুর। বাড়িভাসা ভিআইপি রোডের বর্তমান অবস্থা দেখে এমনই প্রশ্ন তুলছেন পথচারী থেকে স্থানীয়রা। অনেকের কথায়, অল্প বৃষ্টিতেই জল জমে থাকছে এই বিশালাকার গর্তগুলিতে। ফলে যে কোনও সময় ছোট-বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কাও করা হচ্ছে। -সূত্রধর

প্রচার নেই আভা লিংকে

শিলিগুড়ি, ৮ সেপ্টেম্বর : আয়ুষ্মান ভারত হেলথ অ্যাকাউন্ট বা আভা-র নম্বর পেতে লিংক করতে হচ্ছে আধার। এজন্য শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল চত্বরে খোলা হয়েছে হেল্পডেস্ক। তবে অনেক রোগী বিষয়টি জানেন না। বিশেষ করে বহির্বিভাগে চিকিৎসার জন্য আসা রোগীদের আভা লিংক করানোর বিষয়টি জানা নেই। অভিযোগ, আভা লিংক করানোর বিষয়ে হাসপাতালের তরফে সেভাবে প্রচার করা হচ্ছে না। তাই অনেকে বিষয়টি জানতে পারছেন না। তবে লিংক ছাড়াও যাতে রোগীরা ডাক্তার দেখানোর জন্য টিকিট কাটতে পারেন, সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে।

হাসপাতালে ডাক্তার দেখাতে এসেছিলেন ইস্টার্ন বাইপাসের জলেশ্বরীর বাসিন্দা তারক সরকার ও দেবী সরকার। তাঁদের কথায়, ‘আভা লিংক কী, সেটাই জানি না। কোথায় করাব, কী কী লাগবে জানা নেই। হাসপাতালে বিষয়টি কেউ ভালো করে জানালে সুবিধা হয়।’

তবে রোগীদের প্রতিদিন আভা লিংক করার কথা বলা হচ্ছে বলে দাবি করেন হাসপাতালের সুপার ডাঃ চন্দন ঘোষ। তিনি বলেন, ‘আভা লিংক করার জন্য আলাদা হেল্পডেস্ক করা হয়েছে। প্রতিদিন আভা লিংকের কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না। সেক্ষেত্রে যাঁদের আভা লিংক হচ্ছে না, তাঁদের টিকিট দেওয়া হচ্ছে। চিকিৎসা পরিষেবায় কোনও সমস্যা হচ্ছে না। পরে যখন ওই ব্যক্তি হাসপাতালে আসবেন তখন আভা লিংক করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। প্রতিদিন ৭০ শতাংশ মানুষের আভা লিংক করানো হচ্ছে। সাতটি কাউন্টারে রোগী সহায়ক রয়েছেন।’

রূপচর্চার পাঠে ছাত্রীদের টেক্কা ছাত্রদের

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৮ সেপ্টেম্বর : পড়ুয়াদের প্রবল উৎসাহ। বিশেষ করে রূপচর্চার পাঠ নিতে ছাত্রীদের রীতিমতো টেক্কা দিচ্ছে ছাত্ররা। কিন্তু পর্যাপ্ত উপকরণের অভাবে শিলিগুড়ির জগদীশচন্দ্র বিদ্যাপীঠ (উঃ মাঃ) ব্যাহত হচ্ছে ‘বিউটি অ্যান্ড ওয়েলনেস’-এর প্র্যাকটিল ক্লাস। শিলিগুড়ি শিক্ষাজেলার অন্তর্গত পুরনিগম এলাকার মধ্যে একমাত্র এই স্কুলেই বৃত্তিমূলক এই বিষয়টি পড়ার সুযোগ রয়েছে। পরিকাঠামোগত এই অভাবের বিষয়টি ইতিমধ্যেই জেলা শিক্ষা দপ্তরের মাধ্যমে রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরেও জানানো হয়েছে।

স্কুল স্তরেই পড়ুয়াদের কর্মমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে ২০২১ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দে এই ভোকেশনাল বা বৃত্তিমূলক বিষয়টি চালু হয়। বর্তমানে নবম থেকে দ্বাদশ

উপকরণের অভাবে ব্যাহত প্র্যাকটিকাল ক্লাস

জগদীশচন্দ্র বিদ্যাপীঠের (উঃ মাঃ) বিউটি অ্যান্ড ওয়েলনেসের পড়ুয়ারা।

শ্রেণি পর্যন্ত মোট ৫৩ জন পড়ুয়া বিষয়টি নিয়ে পড়াশোনা করছে। আশ্চর্যের বিষয় হল, এই ক্লাসে ছাত্রীদের তুলনায় ছাত্রদের সংখ্যাই বেশি। ইতিমধ্যেই তারা ম্যানিকিওর, পেডিকিওর, ফেসিয়াল, নানা ধরনের হেয়ারস্টাইল এবং শাড়ি পরানোর মতো কাজ শিখে ফেলেছে। অনেক প্রাক্তনী কলেজে পড়ার পাশাপাশি মেকআপ আর্টিস্ট হিসেবে কাজ করে স্বনির্ভরও হয়েছেন।

তবে পর্যাপ্ত সামগ্রী না থাকায় প্র্যাকটিকাল ক্লাস করাতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছেন শিক্ষকরা। স্কুলের ‘বিউটি অ্যান্ড ওয়েলনেস’-এর শিক্ষিকা সবিতা দে’র আক্ষেপ, ‘পড়ুয়াদের বিষয়টির প্রতি ভীষণ আগ্রহ। কিন্তু পর্যাপ্ত উপকরণ না থাকায় প্র্যাকটিকাল ক্লাস করানো যাচ্ছে না। ফেসিয়ালের কয়েকটি ধাপ হাতেকলমে শেখানোর পর, বাকি সামগ্রীর অভাবে তা শুধু থিওরি পড়িয়েই বোঝাতে হচ্ছে।’ স্কুলের টিচার ইনচার্জ পার্থসারথি দাসের কথায়, ‘বর্তমানে মেকআপ আর্টিস্টের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পেলে পড়ুয়ারা আরও ভালোভাবে কাজ শিখতে পারবে।’

পড়ুয়ারা জানিয়েছে, স্কুলে কাজ শিখে বাড়িতে মা বা দিদিদের ফেসিয়াল ও হেয়ারস্টাইল করে দিচ্ছে তারা। ভবিষ্যতে মেকআপ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ইচ্ছেও রয়েছে অনেকের। দশম শ্রেণির ছাত্র আয়ুষ সাহা বলল, ‘নিজের আগ্রহ থেকেই বিষয়টি বেছে নিয়েছি। সহপাঠী, বাড়িতে দিদি-বোনদেরও সাজিয়ে দিই।’ নবম শ্রেণির ছাত্র শুভম সরকার শুধু শাড়ি পরানোই নয়, নানা ধরনের হেয়ারস্টাইল করতেও পটু। দশম শ্রেণির অমিত সরকার আবার বন্ধুদের সঙ্গে অবসর সময়ে কলকা করা অনুশীলন করে। তৃষা পাল ও অনামিকা বর্মনের মতো ছাত্রীরা জানায়, ছাত্রদের সঙ্গে এই ক্লাস করতে তাদের কোনও অসুবিধা হয় না। তবে স্কুলে পর্যাপ্ত উপকরণ পেলে তারা কাজটা আরও ভালোভাবে শিখতে পারত।

পৃথিবীর পাঠশালা

ডুবিয়ে দেওয়া বিমানে বাগান

সমুদ্রের তলদেশে কৃত্রিম প্রবাল প্রাচীর তৈরির জন্য জর্ডান সরকার তাদের লোহিত সাগরের উপকূলে বেশ কয়েকটি পুরোনো যুদ্ধবিমান ও হেলিকপ্টার ইচ্ছাকৃতভাবে ডুবিয়ে দিয়েছে। প্রথম দিকে লোহার কাঠামো মনে হলেও, কয়েক বছরের মধ্যে সেই বিমানের গায়ের ওপর হাজার হাজার রঙিন প্রবাল এবং সামুদ্রিক শৈবাল জন্ম নিয়েছে। এখন বিমানগুলোর ভাঙা ককপিট আর ডানার মাঝে লাখ লাখ রঙিন মাছের দল নিশ্চিন্তে বাসা বানিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

মেঘের ওপরের আলোর নাচ

বজ্রপাতের সময় সাধারণ মানুষ কেবল আকাশ থেকে মাটিতে বিদ্যুৎ পড়তে দেখে। কিন্তু বিশাল মেঘের ওপরের স্তর থেকে মহাকাশের দিকে এক অদ্ভুত লাল এবং নীল রঙের আলোর ঝলকানি ছুটে যায়। এদের রেড স্প্রাইট এবং ব্লু জেট বলা হয়। ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় পঞ্চাশ থেকে আশি কিলোমিটার ওপরে আয়নমণ্ডলে এই ঘটনা ঘটে। চোখের পলক ফেলার আগেই মিলিয়ে যাওয়া এই উলটো বজ্রপাত বিমানচালক এবং মহাকাশচারীরা মাঝেমধ্যে দেখতে পান।

মহাকাশের পরিচিত শীতলতম জায়গা

মহাকাশের গড় তাপমাত্রা এমনিতেই ভীষণ কম, কিন্তু পৃথিবী থেকে পাঁচ হাজার আলোকবর্ষ দূরে থাকা বুমেরাং নেবুলা হল মহাবিশ্বের শীতলতম প্রাকৃতিক জায়গা। এখানকার তাপমাত্রা মাইনাস দুশো বাহাত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা পরমশূন্য তাপমাত্রার খুব কাছাকাছি। এই নীহারিকা থেকে গ্যাস এত প্রচণ্ড গতিতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে যে তা ভেতরের তাপমাত্রাকে অস্বাভাবিকভাবে কমিয়ে দিয়েছে। মহাকাশের এই প্রাকৃতিক ফ্রিজ বিজ্ঞানীদের কাছে মহাজাগতিক গবেষণার এক বড় বিষয়।

মাছের আঁশে মোতির চমক

নেইল পলিশ বা লিপস্টিকের মধ্যে যে মায়াবী ঝকঝকে মুক্তোর মতো আভা দেখা যায়, তার আসল রহস্য লুকিয়ে আছে সাধারণ মাছের আঁশে। মাছের আঁশের ওপর গুয়ানিন নামের একধরনের প্রোটিনের স্ফটিক থাকে, যা আলোকে নানা কোণে প্রতিফলিত করে উজ্জ্বল চকচকে ভাব তৈরি করে। প্রসাধনশিল্পে একে পার্ল এসেন্স বলা হয়। বহু শতাব্দী ধরে প্রসাধনসামগ্রী এবং নকল মুক্তো তৈরিতে মাছের এই প্রাকৃতিক উপাদানটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

‘হাত’ ধরবেন না ফুলে চলবেন, জল্পনা

দল ছাড়ছেন কৃষ্ণেন্দু!

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ৮ সেপ্টেম্বর : চেয়ারম্যান পদে ইস্তফা দিচ্ছেন কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী, নিশ্চিত। পরবর্তী পুর নির্বাচনে যে তিনি প্রার্থী হবেন, তাও একপ্রকার স্পষ্ট করে দিয়েছেন। বুধবার জেলা শাসকের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার আগে পুর আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন বলেও জানিয়েছেন পাঁচবারের চেয়ারম্যান। কিন্তু পদত্যাগ করার পর কোন দলে নাম লেখাবেন তিনি, এই প্রশ্নই এখন মালদায়। কৃষ্ণেন্দুর হেঁয়ালি, যেমন বৃষ্টি হবে, তেমন ছাতা ধরবেন।

যথারীতি মঙ্গলবার পুরভবনে পা রেখেছেন কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ। একের পর এক পুরনথিতে সই করতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। তাঁর কার্যালয়ে ছিলেন অনুরাগী কয়েকজন কাউন্সিলার। কাজের ফাঁকেই তিনি বললেন, ‘জেলা শাসকের সঙ্গে কথা হয়েছে। উনি সময় জানাবেন, সেই মোতাবেক পদত্যাগপত্র নিয়ে আগামীকাল দেখা করব।’ ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক পরিকল্পনা সংক্রান্ত প্রশ্নে তাঁর জবাব, ‘রাজনীতি আমার রক্তে রয়েছে।

মৃত্যুর আগে পর্যন্ত রাজনীতি করব। আপাতত আমার নিজস্ব এনজিওর মাধ্যমে মানুষের সেবামূলক কাজ চালিয়ে যাব।’ ছ’মাস পর পুর নির্বাচন হওয়ার কথা। ভোটে দাঁড়াবেন কি না প্রশ্ন করতেই তাঁর সাফ কথা, ‘নিজের ওয়ার্ড থেকে দাঁড়াব। তবে তৃণমূলের প্রতীকে আর নয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু উনি বললেও তৃণমূলে আমি আর নেই।’ তবে কি কংগ্রেস না বিজেপি? সরাসরি উত্তর না দিয়ে কৃষ্ণেন্দু বলছেন, ‘কংগ্রেস মালদা জেলায় প্রাসঙ্গিক।

> **নিজের ওয়ার্ড থেকে দাঁড়াব। তবে তৃণমূলের প্রতীকে আর নয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু উনি বললেও তৃণমূলে আমি আর নেই।**
>
> **কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী**

কংগ্রেসকে উপেক্ষা করা যায় না। আবার নিজের দাদু আশুতোষ চৌধুরী মালদায় হিন্দু মহাসভার সম্পাদক ছিলেন।’

ছয়বারের কাউন্সিলার এবং এর মধ্যে পাঁচবার চেয়ারম্যান হয়েছেন তিনি। এখন পর্যন্ত কয়েকটি কাজ করতে না পারলেও সাফল্যের খতিয়ান দীর্ঘ বলে তাঁর দাবি। তিনি বলছেন, ‘শহরের জলনিকাশি ব্যবস্থার সমাধান করতে পেরেছি। এই শহরের মানুষকে আর বৃষ্টির জলে ডুবতে হবে না। ইতিমধ্যেই বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে পুরসভার ভাগাড়ে। পুরনিগমকে বাইরে রাখলে রাজ্যে একমাত্র পুরসভা ইংরেজবাজার, যার নিজস্ব আয় বছরে ৩৩ কোটি টাকা।’ মালদা শহরের এলাকা ১৩.২৫ বর্গকিলোমিটার। প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রায় আড়াই হাজারের বেশি মানুষ বসবাস করেন। তাই শহরের সম্প্রসারণ প্রয়োজন। বিষয়টি নিয়ে তিনি এক দশক ধরে রাজ্য সরকারের কাছে দরবার করছেন বলে দাবি তাঁর। তাঁর বক্তব্য, ‘পুরাতন মালদা আর মালদা শহর ও সংলগ্ন গ্রামীণ এলাকাকে নিয়ে কর্পোরেশন তৈরির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।’

কেন সরে যেতে হল চেয়ারম্যানের পদ থেকে? এই প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে নিশানা করা কৃষ্ণেন্দুর অভিযোগ, ‘কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বকেয়ার পরিমাণ ১ কোটি ১৯ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা এবং রাজ্য সরকারের কাছে পাওনা ১৮ কোটি ৮০ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা। বাকি রয়েছে ২৫ লক্ষ হাউস হোল্ডিং কর। সব মিলিয়ে প্রায় ৪৫ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। কীভাবে পুরসভা চলবে?’

মদ বাজেয়াপ্ত

শিলিগুড়ি, ৮ সেপ্টেম্বর : পৃথক দুই অভিযানে প্রচুর পরিমাণে কাফ সিরাপ ও মদ উদ্ধার করল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে পুলিশের কাছে খবর আসে তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস এলাকায় দুই তরুণ সন্দেহজনকভাবে ব্যাগ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এলাকায় পৌঁছে তাদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করে প্রধাননগর থানার পুলিশ। এরপর ব্যাগ তল্লাশি করতেই প্রচুর পরিমাণে মদের সন্ধান মেলে। ধৃতদের মধ্যে দীপক শা জয়গাঁ ও মুন্না শা পূর্ব চম্পারনের বাসিন্দা। বিহারে মদ পাচারের উদ্দেশেই ওই দুজন জড়ো হয়েছিল। অন্যদিকে এদিন গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে একটি ফ্ল্যাটে অভিযান চালিয়ে এক তরুণকে বিপুল পরিমাণ কাফ সিরাপ সহ গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতের নাম কুনজাং শেরিং লেপচা। সে সিকিমের বাসিন্দা। শিলিগুড়িতে এসে বন্ধুর ওই ফ্ল্যাটটিতে ওঠে। যদিও ব্যাগের মধ্যে কাফ সিরাপ থাকার বিষয়টি তাদের জানা ছিল না বলে বন্ধুর পরিবারের দাবি।

রসনাতৃপ্তির সঙ্গী

প্রথম পাতার পর

কাকে যে বিশ্বাস করব, কাকে করব না। আসলে এই ক’টা দিন চুটিয়ে বাইরে খাই। একবেলা চাইনিজ হলে অন্যবেলা বিশুদ্ধ বাঙালি। সারাবছর তো একসঙ্গে সব বন্ধুদের পাই না। এবার খাওয়ার আগে রিভিউ দেখে নেব।’ এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই রিয়া মনে করিয়ে দিলেন, ফুড ব্লগারদের রিভিউতে তাঁর আর বিশ্বাস নেই। সব দোকানে গিয়েই আহা-হুহু করার অভ্যেস বিশ্বাসের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছে তাঁর। তাই, গুগলে গিয়ে রিভিউ পড়বেন বলে ঠিক করেছেন।

ঘোঘোমালি বাজারে আড্ডায় মশগুল ছিলেন ফার্স্ট সিমেস্টারের কলেজ পড়ুয়া তন্ময় কর্মকার। কথা প্রসঙ্গে তিনি বললেন, ‘পুজোর সময় বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরতে বেরিয়ে হোটেল কিংবা রেস্তোরাঁয় না খেলে পুজোর আনন্দ অধরাই থেকে যায়। চারদিকে যা দেখছি, তাতে চোখ-কান খোলা রাখতে হবে। রেটিং যাচাই করে তবেই রেস্তোরাঁয় ঢুকব।’

পুজোর সঙ্গে বাঙালির খাওয়াদাওয়ার সম্পর্কটা কেবল পেট ভরানোর নয়। কাজের ফাঁসে হাঁসফাঁস করা যে বন্ধুরা একসঙ্গে বসার সময় পান না, যে পরিবারকে ব্যস্ততার কারণে সময় দিতে পারেন না অনেকে, যে যুগলের মাঝে বছরভর দূরত্ব তৈরি করে রাখে দুই আলাদা শহর, উৎসব সবাইকে সেই সুযোগ করে দেয়। ঠাকুর দেখার ফাঁকে রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়া, এক টেবিলে হরেকরকমের খাবার সাজিয়ে নেওয়া, খেতে খেতে গল্প-আনন্দের সঙ্গে মিশে থাকে ছোট ছোট সব মুহূর্ত।

বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত দেবাঞ্জন দাসের বক্তব্য, ‘এই সময়ের জন্যই তো বছরভরের অপেক্ষা। ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে বাইরে না খেলে ফিলটাই আসে না।’ তরুণী রিঙ্কি শীল দাসের সাফ কথা, ‘বারোমাস সংসারের পাশাপাশি পেশা সামলাতে গিয়ে একঘেয়েমি চলে আসে। পুজোর দিনগুলি একটু অন্যভাবেই কাটানো হয়। প্রতিবার সপরিবারে রেস্তোরাঁয় গিয়ে খাওয়াদাওয়া করি। বাড়িতে রান্না প্রায় বন্ধই থাকে।’

শহরজুড়ে কয়েকহাজার খাবারের দোকান রয়েছে। সেই তালিকায় ছোট-বড় হোটেল থেকে রেস্তোরাঁও রয়েছে। সবক’টি মোটেই সরকারি নিয়ম মেনে চলছে না। শহরের এক ব্যবসায়ী নাম না প্রকাশের শর্তে খোলামেলা আলোচনা করলেন, ‘শুরুর দিকে নিয়ম মেনে ট্রেড, ফুড লাইসেন্স তৈরি করা হয়েছিল। পরে দেখি, কেউই যাচাই করতে আসেননি। ফলে, পুনর্নবীকরণ নিয়ে আর মাথা ঘামাই না।’ সম্প্রতি খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের অভিযানে সেই অনিয়ম প্রকাশ্যে এসেছে। ফুড লাইসেন্স ছাড়াই শহরের বুকে বহালতবিয়তে একাধিক হোটেল-রেস্তোরাঁ চলার বিষয়টি ধরা পড়েছে।

কলেজ পড়ুয়া অরূপ সরকারের মতো আরও বহু ভোজনরসিকদের দাবি, পুজোতেও কড়া নজরদারি চলুক। কারণ, ওইসময় ক্রেতাদের বাড়তি চাপ সামলাতে গিয়ে ব্যবসায়ীদের একাংশ নিয়মনীতির তোয়াক্কা করেন না। লাটে ওঠে স্বাস্থ্যবিধি। সেই প্রসঙ্গে দার্জিলিং জেলা খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের এক আধিকারিকের বক্তব্য, ‘পুজোর সময়ও নিয়ম করে অভিযান চালানো হবে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে খাবার তৈরি করা হচ্ছে কি না, সেটা যাচাইয়ের পাশাপাশি উপযুক্ত নথি রয়েছে কি না, সেসবও দেখা হবে।’

শিলিগুড়ি রেস্টুরেন্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের গভর্নিং বডির সদস্য নির্মল সাহার মতে, ‘বড় বড় বেশিরভাগ দোকান চলছে কর্মচারীদের ভরসায়। মালিক নানা কাজে ব্যস্ত থাকেন। কীভাবে কাজ চলছে, দেখেন না। তাঁদের এবার ঘুম ভাঙা উচিত। আমরা পুজোর আগে একটি সচেতনতামূলক কর্মশালা আয়োজনের চিন্তাভাবনা করছি।’

মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা ফেরাবেন কীভাবে?

নির্মলের কথা, ‘সমাজমাধ্যমেই মানুষ সেসব ভিডিও, ছবি দেখছেন। সেই ভার্চুয়াল জগৎকেই হাতিয়ার করতে হবে। দোকান এখন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা হচ্ছে। মশলা থেকে মাংস-মাছ ফ্রেশ ব্যবহার করা হচ্ছে ইত্যাদির ভিডিও করে প্রচার করা যেতে পারে।’ এবার না হয় বিশ্বাস ফিরবে। তারপর? ট্র্যাডিশন মেনে ফের উদাসীনতা আসবে নাতো ব্যবসায়ীদের মধ্যে? উত্তর খোঁজেন শহরবাসী।

ঘুরপথে দূরপাল্লার ট্রেন

হরষিত সিংহ

মালদা, ৮ সেপ্টেম্বর : ফরাক্কায় আপ লাইনের মেরামতির কাজ শেষ হলেও পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি পরিস্থিতি। রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মঙ্গলবার পাঁচ ঘণ্টা আপ লাইন বন্ধ থাকায় ঘুরপথে চলল একাধিক দূরপাল্লার ট্রেন। সেইসঙ্গে বুধবারও পাঁচ ঘণ্টা লাইন ব্লক থাকবে। রেলের পক্ষ থেকে আগেই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল।

লাইন মেরামতি করে নতুন লাইন বসানো হয়েছে। এখন লাইনের দু’পাশে পাথর ফেলার পাশাপাশি ধস নামা অংশে মাটি শক্ত করার কাজ চলছে। ভবিষ্যতে যাতে লাইনের ক্ষতি না হয়, সে কারণেই এই রক্ষণাবেক্ষণ। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, আপ লাইনের কয়েকটি ট্রেন কাটোয়া-আজিমগঞ্জ হয়ে ফরাক্কায় আসবে। আপ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস, কলকাতা-হলদিবাড়ি সুপারফাস্ট, হাওড়া-রাধিকাপুর কুলিক এক্সপ্রেস, শিয়ালদহ-শিলচর কাঞ্চনজঙ্ঘা ও কলকাতা-সারাং এক্সপ্রেস আজিমগঞ্জ হয়ে চলাচল করবে। দূরপাল্লার ট্রেনে খুব বেশি সমস্যা না হলেও পাকুড়-সহ অন্য স্টেশনের যাত্রীদের কিছুটা ভোগান্তি হতে পারে। দু’দিনই ট্রেনগুলি ঘুরপথে চলবে। যাত্রীদের তাই রুট পরিবর্তনের বিষয়টি মাথায় রেখেই যাত্রা করতে হবে। রক্ষণাবেক্ষণ শেষ হলে ওই অংশে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হবে বলে আশা রেলের।

- মঙ্গলবার-বুধবার পাঁচ ঘণ্টা করে আপ লাইন বন্ধ
- আজিমগঞ্জ হয়ে ঘুরপথে একাধিক দূরপাল্লার ট্রেন
- শুক্রবার থেকে পরিষেবা স্বাভাবিকের আশা রেলের

রেল সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, ফরাক্কার কাছে আপ লাইনে ধসের জেরে ক্ষতিগ্রস্ত অংশে দ্রুত নতুন লাইন বসানো হয়েছিল। মেরামতির সময় আশপাশের এলাকাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোথাও মাটি কাটা হয়েছে, কোথাও রেললাইনের দু’ধারের পাথর সরানো হয়েছিল। এখন সেই অংশগুলিই মেরামত করা হচ্ছে। বুধবার পর্যন্ত মূলত লাইনের দু’পাশে পর্যাপ্ত পাথর দেওয়ার কাজ চলবে।

মালদা ডিভিশনের অতিরিক্ত ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার অমরেন্দ্রকুমার মৌর্য বলেন, ‘লাইন পুরোপুরি মেরামতি হয়েছে। রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয় নিয়মিত। সেই কাজ চলছে। তার জন্য কিছু সময় লাইন ব্লক করা হচ্ছে। দু’দিন রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলছে। এই কাজ নিয়মিত হয়।’ রেলকর্তাদের আশা, শুক্রবার থেকে ধস নামা অংশ দিয়ে রেল পরিষেবা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হবে।

গুদামে আগুন

শিলিগুড়ি, ৮ সেপ্টেম্বর : মঙ্গলবার ফুলবাড়ির সিপাইপাড়া এলাকায় এক ঠিকাদারি সংস্থার গুদামে আগুন লাগে। সিপাইপাড়া মেইন রোডের পাশে ওই গোডাউনে এদিন সকালে ওয়েল্ডিংয়ের কাজ চলছিল। সেই থেকেই আগুন লাগে বলে মনে করা হচ্ছে। পাশের একটি ঘরে পাট ও প্লাস্টিকের জিনিসপত্র মজুত ছিল। ফলে আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে তা ছড়িয়ে পড়ে। যদিও এই অগ্নিকাণ্ডে বিশেষ ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। হতাহতের কোনও খবর নেই। অভিযোগ, ওই গুদামে তেমন কোনও অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ছিল না। ঠিকাদারি সংস্থার কর্মীরা প্রথমে বালতি করে জল ঢেলে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেন। যদিও তাতে লাভ হয়নি। কালো ধোঁয়ায় গোটা এলাকা ছেয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে দমকলে খবর দেওয়া হয়। ভালোবাসা মোড়ের দমকলকেন্দ্র থেকে প্রথমে একটি ছোট ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছোয়। কিন্তু আগুন নেভাতে আরও ইঞ্জিন প্রয়োজন হয়। এই নিয়ে বাসিন্দারা ক্ষোভ উগরে দিতে থাকেন। এই পরিস্থিতিতে দমকলের আরও দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছোয়। দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

আর তিন স্বপ্নদ্রষ্টা

প্রথম পাতার পর

তবে গ্রামের মেঠো বাস্তবতায় খেলাধুলো তো একরকম বিলাসিতা। জীবনবাবু হার মানেননি। তিনি মরিচঝাঁপির ধুলোমাখা পথে বাড়ি বাড়ি কড়া নেড়েছেন। অভাবী মা-বাবাদের হাত ধরে বুঝিয়েছেন— মাঠও জীবন গড়তে পারে। সংশয় কাটিয়ে শেষমেশ ৩৫ জন ছেলেমেয়েকে তিনি মাঠে নিয়ে এলেন। কিন্তু স্টিক ছোঁয়ার সামর্থ্য কোথায় ওদের? নিজের গাঁটের কড়ি খরচ করে প্রথম ২৫টি কাঠের স্টিক আর বল এনে ওদের হাতে তুলে দেন শিক্ষক সহদেব বিশ্বাস। শিশুদের চোখে তখন স্টিক ছোঁয়ার অপার বিস্ময়।

শুরু হল এক নিঃশব্দ বিপ্লব। বয়সের ভার ভুলে সপ্তাহে চার-পাঁচদিন মাঠে ছুটে আসতেন সরোজবাবু। রোদ-বৃষ্টি উপেক্ষা করে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে শিশুদের শেখাতেন হকির ব্যাকরণ। কখনও যুব সংঘের মাঠ, কখনও শিলবাড়িহাটের প্রান্তর— কিশোর পায়ের দ্রুত পদক্ষেপে জেগে উঠল নিস্তব্ধ পলাশবাড়ি। শিক্ষক আর ছাত্রের এই আত্মিক যোগসূত্র বৃথা যায়নি। ২০২২ সালে রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় নেমে সবাইকে চমকে দিয়ে রানার্স আপের শিরোপা ছিনিয়ে আনে পলাশবাড়ির দামাল দল। কলকাতার আলো ঝলমলে মাঠ সেদিন চিনেছিল এই প্রত্যন্ত জনপদের ঘামের গন্ধ।

আজ সাফল্য এসেছে, নাম ছড়িয়েছে রাজ্যজুড়ে। লক্ষ্য এখন জাতীয় স্তর। কিন্তু যে তিনজনের ঘামে এই ইতিহাস লেখা হল, প্রচারের আলো থেকে আজও তাঁরা যোজন দূরে। কোনও আত্মগরিমা নেই, বরং একজন আরেকজনকে এগিয়ে দিচ্ছেন পরম শ্রদ্ধায়।

কোচ সরোজবাবু হেসে বলেন, ‘সহদেব আর জীবনের আন্তরিক টান না থাকলে আমি এক পা-ও এগোতে পারতাম না। সব কৃতিত্ব ওদের।’ সহদেবের বিনীত স্বীকারোক্তি, ‘সরোজ স্যারের নিখাদ ভালোবাসা আর জীবনবাবুর নিষ্ঠাই আসল, আমি তো কেবল পাশে দাঁড়িয়েছি।’ আর অভিভাবকের মতো আগলে রাখা জীবনের চোখে আজও তৃপ্তির জল, ‘ওঁরা না এলে ছেলেমেয়েগুলো হয়তো কোনওদিনই পথ খুঁজে পেত না। আমি তো শুধু হাত ধরে মাঠে পৌঁছে দিয়েছি।’ সাফল্যের হিসাব-নিকাশের ঊর্ধ্বে পলাশবাড়ির এই হকি ময়দান আজ শুধুই একটি খেলার মাঠ নয়; এটি আসলে তিন গুরুর স্নেহ আর বহু কিশোর প্রাণের বিশ্বাসে গড়ে ওঠা এক তীর্থক্ষেত্র।

বিপর্যয়ে ২৪৯ কোটি

প্রথম পাতার পর

‘খুব ভালোভাবে পুজো কাটান। প্রধানমন্ত্রী চা শ্রমিক কল্যাণ যোজনায় উত্তরবঙ্গে ৩৩০ কোটি টাকা খরচ করা হবে।’ রাজ্য সরকার এবারের বাজেটে কালিম্পংয়ে মেডিকেল কলেজ তৈরির সিদ্ধান্ত জানিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এদিন ঘোষণা করেন, ‘৬ অক্টোবরই আমি কালিম্পংয়ে এসে মেডিকেল কলেজের শিলান্যাস করব।’

কালিম্পং টাউন হলে জেলার মানুষকে সরকারি সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের পাশাপাশি জেলার প্রশাসনিক বৈঠকে অংশ নেওয়ার কথা ছিল মুখ্যমন্ত্রীর। বৈঠকে রাজ্য প্রশাসন এবং উত্তরবঙ্গের বাকি সাত জেলা প্রশাসনও যুক্ত ছিল। দুপুর পৌনে ১টা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রীর কপ্টার কালিম্পংয়ের আকাশে পৌঁছায়। তবে, শহর রোদ ঝলমলে থাকলেও অনেকটাই উঁচুতে দূরবিন সেনাছাউনির হেলিপ্যাডের ওপর মেঘাচ্ছন্ন ছিল।

এদিন মুখ্যমন্ত্রীর তরফে রাজ্যের পার্বত্য ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বিশাল লামা, দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট প্রমুখ অন্নপূর্ণা যোজনা, বার্ধক্য ভাতা সহ বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের প্রাপকদের হাতে সহায়তা তুলে দেন। পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপক কাজি সিং সহ অন্য বিশিষ্টজনদের সম্মানিত করা হয়। অনুষ্ঠানমঞ্চ থেকেই ২০২৩ সালের হড়পায় তিস্তাবাজারের ক্ষতিগ্রস্ত ৭৩টি পরিবারের হাতে ঘর তৈরির জন্য তিন লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনে মৃতদের পরিবারকেও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। সেসময় দর্শকাসন থেকে একজন সাধারণ মানুষ উঠে দাবি করেন, আরও অনেক পরিবার রয়েছে। তাঁদেরও আওতায় আনতে হবে। তখন মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাসবাণী শোনান।

কালিম্পং জেলায় ১৫ হাজার মহিলা অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পাচ্ছেন বলে জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘একজন যোগ্য প্রাপকও যাতে বাদ না যান, সেটা নিশ্চিত করতে হবে।’ এজন্য জেলা প্রশাসন, সাংসদ এবং বিধায়ককে দায়িত্ব দেন মুখ্যমন্ত্রী। সাংসদ রাজু বিস্ট মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছেন, ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী প্রক্রিয়ায় পাহাড়ের বহু মানুষের নাম বাদ গিয়েছে। ফলে তাঁরা সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প থেকেও বঞ্চিত হচ্ছেন। তাঁদের নাম যাতে তালিকায় তোলা যায়, সেজন্য ব্লকভিত্তিক শিবির বসানোর আবেদন জানান সাংসদ। মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে কালিম্পংয়ের জেলা শাসককে পদক্ষেপ করতে বলেন।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ‘পাহাড়ের মানুষ আমাদের ওপরে ভরসা রেখেছেন। তাঁদের ভালো রাখা, সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষিত বেকারদের চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব। পাহাড়ের মানুষকে খুশিতে রাখার সবরকম চেষ্টা চালাচ্ছে রাজ্য।’

মুখ্যমন্ত্রী কালিম্পংয়ের পর্যটন ব্যবসায়ী, মাড়োয়ারি সমাজ সহ বেশ কয়েকটি সংগঠনের প্রতিনিধি ও কিছু সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন ভার্চুয়ালি। প্রত্যেকের সমস্যা দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেন। কালিম্পং পুরসভার কাজকর্ম কেমন চলছে, শহরের উন্নয়নের হালহকিকত, পানীয় জলের সমস্যা, পুরসভার আর্থিক অবস্থা নিয়েও পুর প্রশাসক তথা মহকুমা শাসকের কাছে খোঁজখবর নিয়েছেন। টাউন হলের অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রচুর মানুষ এসেছিলেন। স্থানীয় সংস্কৃতির পোশাক পরে মহিলা-পুরুষরা সকাল থেকেই অনুষ্ঠানস্থলে ভিড় জমিয়েছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী না আসায় তাঁদের গলায় ছিল আফসোসের সুর।

মুখ্যমন্ত্রীর হেলিপ্যাডে

প্রথম পাতার পর

যদিও খারাপ আবহাওয়ার কারণে সেখানে তাঁর কপ্টার অবতরণ করতে পারেনি। এরপর তা শিলিগুড়িতে ফিরে আসে। ভিডিওকন মাঠের হেলিপ্যাডে নামে কপ্টার। পরে উত্তরকন্যায় বৈঠক করেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। প্রশাসন সূত্রে খবর, হেলিপ্যাডে ঢুকে পড়েন তৃণমূলের প্রাক্তন ব্লক সভাপতি এবং ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান দিলীপ রায়ের ছেলে দিগম্বর রায় (বাপি)। এ নিয়েই যত কাণ্ড। এদিন মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে বটতলার প্রধান রাস্তার পাশে জড়ো হয়েছিলেন বিজেপি নেতা-কর্মীরা। তবে তাঁদের হেলিপ্যাডের ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছিল না। কিন্তু কী করে তৃণমূল নেতার ছেলে ঢুকে পড়লেন, প্রশ্ন তোলেন তাঁরা। শেষপর্যন্ত পুলিশ বাপিকে হেলিপ্যাড চত্বর থেকে বের করে দেয়। কিন্তু তাতেও বিজেপি নেতা-কর্মীরা শান্ত হননি। এদিন হেলিকপ্টারেই বাগডোগরা বিমানবন্দরে ফেরার কথা ছিল মুখ্যমন্ত্রীর। কিন্তু এই ঘটনা তাঁর কানে যাওয়ার পর প্রশাসনের অন্দরে দোলাচল শুরু হয়। কোন পথ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে শুভেন্দুকে? একাধিকবার বদলায় সিদ্ধান্ত। শেষপর্যন্ত সড়কপথেই উত্তরকন্যা থেকে রওনা দেন তিনি।

অন্যদিকে, দিলীপ রায় অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মী। সে কারণে তাঁর গাড়িতে ‘এক্স আর্মি’ লেখা রয়েছে। সেই গাড়ি নিয়ে ভিডিওকনের মাঠে এসেছিলেন তাঁর ছেলে বাপি। উত্তেজিত নেতা-কর্মীরা গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। গাড়ির কাচেও আঘাত করা হয় বলে অভিযোগ। তৃণমূল নেতা দিলীপের যুক্তি, তাঁর ছেলের এক পুলিশকর্মী বন্ধু হেলিপ্যাড চত্বরে ডিউটিতে ছিলেন। অনেকক্ষণ না খেয়ে থাকায় বাপি ওই পুলিশকর্মীকে খাবার পৌঁছে দিতে গিয়েছিলেন। দিলীপের কথা, ‘জানি না কেন এমন হল। ছেলে কোনও দল করে না। বন্ধুকে খাবার পৌঁছে দিতে গিয়ে এমনটা হলে ঠিক হয়নি। রাজ্যে একটা ভয়ানক পরিস্থিতি চলছে।’ তবে গেরুয়া শিবিরের লোকেদের অভিযোগ, খাবার পৌঁছানোর পরও বাপি হেলিপ্যাড চত্বরে অনেকক্ষণ ধরে গল্প করছিলেন। মাঠের ভিতরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। সে কারণে তাঁরা প্রতিবাদ জানান এবং বাপিকে সেখান থেকে বের করে দেওয়া হয়। বিজেপির ফুলবাড়ি মণ্ডল সভাপতি রাহুল বর্মন বলছেন, ‘হেলিপ্যাডের ভিতরে পুলিশ বিজেপি নেতাদেরই ঢুকতে দিচ্ছিল না। সেখানে কীভাবে তৃণমূল নেতার ছেলে ঢুকলেন? নেতা-কর্মীদের মনে তো এমন প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক।’ তাঁর কটাক্ষ, ‘তাহলে কি পুলিশ তাদের পুরোনো সঙ্গীকে ভুলতে পারছে না? নাকি এখনও তৃণমূলের কাছে খাবার নেওয়া বন্ধ করেনি?’ বিজেপির তরফ থেকে বাপির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হবে বলে জানিয়েছেন রাহুল। একইসঙ্গে পুলিশের এক এএসআই-এর বিরুদ্ধে বিজেপি নেতা-কর্মীদের ধমকানোর অভিযোগও উঠেছে, যে কারণে তাঁরা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর হেলিপ্যাডে এভাবে যে কারও ঢুকে পড়া পুলিশি নিরাপত্তাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। যদিও পুলিশের দাবি, নিরাপত্তায় কোনও ফাঁকফোকর ছিল না।

শিক্ষককে ফেলে

প্রথম পাতার পর

সেখান থেকে বেরিয়ে প্রধান শিক্ষক নিজের ঘরের দিকে এগোতে গেলে উত্তেজনা আরও বাড়ে। স্কুলের কয়েকজন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী তাঁকে ছাত্রদের হাত থেকে বাঁচিয়ে ঘরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। সেই সময় পড়ুয়াদের প্রবল ধাক্কাধাক্কিতে প্রধান শিক্ষক মেঝেতে পড়ে গিয়ে মাথায় ও মুখে চোট পান। তাঁর নাক-মুখ ফেটে রক্ত বেরোতে শুরু করে। প্রধান শিক্ষককে ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়ার পরেও উন্মত্ত ছাত্ররা ঘরের দরজা ও জানলার কাচ ভেঙে দেয়।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় খবর দেওয়া হয় কোতোয়ালি থানায়। সেখান থেকে বিশাল পুলিশবাহিনী ও র‌্যাফ এসে পৌঁছায়। কিন্তু রক্তাক্ত প্রধান শিক্ষককে উদ্ধার করে যখন বাইরে আনা হচ্ছিল, তখনও তাঁর উপর চড়াও হওয়ার চেষ্টা করে পড়ুয়ারা। প্রধান শিক্ষকের অবিলম্বে অপসারণ দাবি করে পুলিশের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ শুরু করে তারা।

ঘটনার খবর পেয়ে বিদ্যালয়ে ছুটে আসেন আতঙ্কিত অভিভাবকরা। আহত এক পড়ুয়ার মা বিউটি বেগম বলেন, ‘এসে দেখলাম প্রধান শিক্ষকের পিছনে ছাত্ররা ছুটছে। হঠাৎ উনি পড়ে গিয়ে আঘাত পেলেন। পরে শুনলাম, ছাত্ররা খাবার ঘরে যাওয়ায় উনি নাকি ওদের মারধর করেছিলেন। কেন মারলেন? উনি তো প্রধান শিক্ষক। ছাত্রদের ডেকে বুঝিয়ে বলতে পারতেন, প্রয়োজনে অভিভাবকদের ডেকে জানাতে পারতেন। কিন্তু এভাবে ছাত্রদের গায়ে হাত তোলা কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এতে অনেকে চোট পেয়েছে।’

ঘটনার আকস্মিকতায় রীতিমতো অস্বস্তিতে বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী ও শিক্ষা মহল। বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সন্দীপ খান ক্ষোভ প্রকাশ করেন, ‘জলপাইগুড়ি জিলা স্কুলে যে ঘটনা ঘটল, তা স্কুলের ঐতিহ্যকে কালিমালিপ্ত করল। এই ঘটনা কোনওভাবেই কাঙ্ক্ষিত নয়। ইতিপূর্বে এমন লজ্জাজনক ঘটনা ঘটেছে বলে মনে পড়ে না।’ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ধীরাজমোহন ঘোষ মন্তব্য করেন, ‘আমি এই বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষকের চেয়েও প্রথমে একজন প্রাক্তন ছাত্র। এমন পরিস্থিতি কোনওমতেই কাম্য নয়। তবে কেন এই ধরনের দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হল, তা দ্রুত পর্যালোচনা করা অত্যন্ত জরুরি।’

ঘটনা প্রসঙ্গে প্রধান শিক্ষক কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তিনি বর্তমানে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। কোতোয়ালি থানার পুলিশ জানিয়েছে, প্রধান শিক্ষকের পাশাপাশি আহত কয়েকজন পড়ুয়াকেও প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাদের অভিভাবকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বিদ্যালয় চত্বরে নিরাপত্তা বজায় রাখতে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

এবিভিপি-তে কাঁটা বুঝেও চুপ পদ্ম

প্রথম পাতার পর

সেই সংগঠনগুলির মধ্যে শক্তির বিচারে উল্লেখ করার মতো আছে এসএফআই ও ডিএসও। এসইউসিআইয়ের ছাত্র সংগঠন ডিএসও’র তৎপরতা অবশ্য মুষ্টিমেয় কয়েকটি কলেজে। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এবিভিপি’র টার্গেট এখন এসএফআই। কোথাও কোথাও সেই প্ররোচনায় শামিল হচ্ছে বিজেপির যুব বাহিনী। সেসব ক্ষেত্রে বিজেপির যুব বাহিনী ও এবিভিপি মিলে যাচ্ছে। সোমবার জলপাইগুড়ি শহরে সিপিএমের জেলা দপ্তরে ভাঙচুর ও আগুন লাগানোর সূত্রপাত হয়েছিল জলপাইগুড়ি ল’ কলেজে এসএফআইয়ের সঙ্গে এবিভিপি’র বিবাদকে কেন্দ্র করে। সন্ধ্যার পর সেই বিবাদের জের গড়ায় সিপিএম দপ্তরে। প্রায় ১৫০ মিটার দূরে বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা দপ্তর। বিজেপির যুব মোর্চার জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি পলেন ঘোষ ঘটনাটি অস্বীকার করতে পারেননি।

শুধু মন্তব্য করেন, সিপিএম গায়ে পড়ে ঝগড়া করছে। কোচবিহারে অবশ্য গত ২৬ জুলাই সিপিএমের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআইয়ের সভায় সরাসরি হামলার অভিযোগ উঠেছিল বিজেপির বিরুদ্ধে। জলপাইগুড়িতে হামলার পর মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়ায় হুমকি দেওয়া হচ্ছে, বাড়াবাড়ি করলে এরপর সিপিএমের দপ্তরটিই আর থাকবে না। ফলে যেখানে দলগতভাবে বিজেপি জড়িয়ে যাচ্ছে, সেখানে এবিভিপি’র বিরুদ্ধে দল বা দল পরিচালিত সরকার যে ব্যবস্থা নেবে না- তা স্পষ্ট।

সিপিএম অবশ্য এতে সাংগঠনিক তৎপরতা বাড়ানোর সুযোগ পেয়ে গিয়েছে। দপ্তরে হামলার অভিযোগ তুলে সিপিএম মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি জেলাজুড়ে প্রতিবাদ মিছিল করেছে। কলেজ স্তরে এবিভিপি’র সঙ্গে টক্কর দিয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে মরিয়া এসএফআই। সিপিএম প্রচার করছে, আদর্শগতভাবে আরএসএসের সবচেয়ে কট্টর বিরোধী বলে এবিভিপি ও বিজেপি তাদের টার্গেট করছে।

কলেজ স্তরে পড়ুয়াদের মধ্যে যাঁরা এবিভিপি’র হিন্দুত্বের প্রচারে সায় দিচ্ছেন না, আক্রান্ত হচ্ছেন তাঁরাও। গত ২৫ জুলাই কোচবিহারের এবিএন শীল কলেজের হস্টেলে ঢুকে আবাসিকদের বেধড়ক মারধরের পিছনে সেটাই কারণ বলে অভিযোগ। এর আগে গত ২৯ জুন জলপাইগুড়ির আনন্দ চন্দ্র কলেজ ক্যাম্পাসে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছিল এবিভিপি ও এসএফআই। গত ২৯ ও ২০ জুন শিলিগুড়ি কলেজেও মারপিট হয় দুটি ছাত্র সংগঠনের।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে এসএফআই তেমন শক্তিশালী নয়, সেখানে ডিএসও-এর সঙ্গে এবিভিপি’র সংঘর্ষ হয় ২ সেপ্টেম্বর। তৃণমূলের সঙ্গে এবিভিপি’র একটিই গোলমাল হয়েছে জমানা বদলের পর গত ২৫ মে শিলিগুড়ি কলেজে। সেদিন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কর্মী আক্রান্ত হয়েছিলেন। সব ক্ষেত্রেই পুলিশ ছিল কার্যত নীরব দর্শক। কোথাও বাধা দেওয়ার সামান্য চেষ্টা করেনি। কাউকে গ্রেপ্তার করা দূরের কথা। জলপাইগুড়িতে সিপিএম দপ্তরে আগুন লাগানোর অভিযোগ দায়ের হলেও পুলিশ কাউকে ধরেনি।

দপ্তরে আগুন লাগানোর পর জলপাইগুড়িতে এক সিপিএম কাউন্সিলারের বাড়িতেও হামলায় অভিযুক্ত এবিভিপি। দিনের পর দিন এই ধরনের কাণ্ডে এবিভিপি ভবিষ্যতে দলের নির্বাচনি সাফল্যের ক্ষেত্রে বড় বাধা হয়ে উঠতে পারে বলে বিজেপির কেউ কেউ শঙ্কিত। কিন্তু এবিভিপি’র মাথার ওপর আরএসএস-এর হাত থাকায় টুঁ শব্দ করার সাহস নেই কোনও বিজেপি নেতার। তবে একান্ত আলাপে অনেকে মানছেন, হিন্দুত্ব প্রসারের নামে এই ‘তাণ্ডব’ বিজেপির পক্ষে বিপদ হয়ে উঠতে পারে। ব্যাপক সন্ত্রাসের কারণে যেরকম পরিণতি হয়েছে তৃণমূলের।

সামি-মুকেশের দাপটে জয়ের পথে পূর্বাঞ্চল

পূর্বাঞ্চল-৭০৮
দক্ষিণাঞ্চল-২৪২/৬
(তৃতীয় দিনের শেষে)

চেন্নাই, ৮ সেপ্টেম্বর : ব্যাটারদের পর বোলারদের পালা।

দলীপ ট্রফি ফাইনালের তৃতীয় দিনে মহম্মদ সামি, মুকেশ কুমারদের দাপটে ম্যাচের রাশ আরও শক্ত করে নিল পূর্বাঞ্চল। দেবদত্ত পাডিক্কাল ও তিলক ভার্মার অর্ধশতরানের পরও চালকের আসনে ঈশান কিষানের দল। পূর্বাঞ্চলের ৭০৮ রানের জবাবে দক্ষিণাঞ্চলের স্কোর ২৪২/৬। এখনও পিছিয়ে ৪৬৬ রানে। ফলোঅন বাঁচাতেই দরকার আরও ২৬৭!

তৃতীয় দিনের শেষে ম্যাচের যে হালহকিকতে পূর্বাঞ্চলের জয়ের রাস্তাও পরিষ্কার। বাকি দুইদিনে যে দাপটকে চ্যালেঞ্জ জানাতে অবিশ্বাস্য কিছু করে দেখাতে হবে গতবারের ফাইনালিস্টদের। অধিনায়ক তিলক ৫৬ রানে অপরাজিত। টেলএন্ডারদের নিয়ে তিলকের যে লড়াই আগামীকাল কতক্ষণ স্থায়ী হবে সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন।

ঈশান কিষানের নেতৃত্বে ব্যাটিং ব্রিগেড শক্ত ভিতে দাঁড় করিয়ে দেয় পূর্বাঞ্চলকে। ৭০৮ রানের বিশাল পুঁজি নিয়ে সেই ভিতে দাঁড়িয়ে বোলারদের দাপট। তথাকথিত পাটা পিচ, বোলারদের বধ্যভূমিতেই দুরন্ত বোলিং প্রদর্শন বাংলার পেস জুটি মুকেশ (১৭/২)-সামির (৩৬/২)। যার সামনে টলে যায় দক্ষিণের শক্তিশালী টপ অর্ডার।

ঘরোয়া ক্রিকেটে পরিচিত মুখ ওপেনার রিকি ভুইকে (১) শুরুতেই ফেরান মুকেশ। ঘরোয়া ক্রিকেটে তামিলনাড়ুর রানমেশিন, গত রনজি ট্রফির সর্বাধিক স্কোরার নারায়ণ জগদীশান (৩২) জমে গিয়েও বড় রানের প্রত্যাশা মেটাতে পারেননি। খারাপ শটে কার্যত উইকেট উপহার দিয়ে যান ঝাড়খণ্ডের বাঁহাতি অর্থোডক্স স্পিনার শিখর মোহনকে। ভালো শুরুর সুবিধা পুরোদস্তুর কাজে লাগাতে না পারার রোগে আক্রান্ত দেবদত্তরাও।

কৃতিত্ব প্রাপ্য পূর্বাঞ্চলের বোলারদের পাশাপাশি বৈভব সূর্যবংশীরও! শুরুতে রিকি এবং পরে রবিচন্দ্রন স্মরণকে আউটের ক্ষেত্রেও বিস্ময় বালকের 'মস্তিষ্কের' ব্যবহার প্রশংসনীয়। মুকেশের বল রিকির ব্যাট ছুঁয়ে ঈশানের দস্তানায় জমা পড়ে। আম্পায়ার ক্যাচের আবেদন বাতিল করে দেন। অধিনায়ক ঈশানও সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু বৈভবের জোরাজুরিতে শেষপর্যন্ত ডিআরএস নিয়ে উইকেট প্রাপ্তি!

স্মরণের (২৩) উইকেটের ক্ষেত্রে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্তের মুনশিয়ানা। কিছুক্ষণের জন্য ব্রেক নিয়ে মাঠ ছাড়েন ঈশান। নেতৃত্বের দায়িত্ব পেয়েই বৈভব চা পানের আগে আক্রমণে নিয়ে আসেন দলের অভিজ্ঞ বোলারকে। হতাশ করেননি সামি। স্মরণকে ফিরিয়ে চাপ বাড়িয়ে দেন। পূর্বাঞ্চলের স্বস্তির পারদ আরও চড়িয়ে শেষবেলায় অফস্পিনার মহম্মদ কৌনাইন কুরেশির স্পিনজালে আটকে যান শ্রেয়স গোপাল (২৬)।

টপ অর্ডার ব্যাটারদের আনাগোনার মাঝে পাডিক্কাল-তিলকের প্রয়াস চিপকের বাইশ গজে কিছুটা উত্তাপ বাড়ায়। শ্রীলঙ্কা সফরে যেখানে শেষ করেছিলেন, সেখান থেকেই যেন এদিন শুরু করেন কর্ণাটকের বাঁহাতি ব্যাটার দেবদত্ত (৬২)। লাল বলের ফরম্যাট ও দলের চাহিদা মেনে সতর্ক ইনিংস। কিন্তু হাফ সেঞ্চুরির গণ্ডি পেরোনোর পর মুকেশের বলে ফ্লিক করতে গিয়ে ক্যাচ দিয়ে বসেন। তার আগে শাইক রশিদ (২৭) সামির ঝোলায়। চা পানে ১৭৬/৫।

শেষ সেশনে সামি-মুকেশদের বিরুদ্ধে তিলকের জমাটি লড়াই। নিজের উইকেট সুরক্ষিত রেখে দিনের শেষে সাজঘরে তিলক ফিরলেও পূর্বাঞ্চলের দাপটে ব্রেক লাগানো সম্ভব হয়নি। বাকি দুইদিনে সম্ভব হবে এমন প্রত্যাশা বোধহয় করছে না দক্ষিণাঞ্চল শিবিরও।

বৈভবের 'জোড়া' শিকার!

রবিচন্দ্রন স্মরণের বিরুদ্ধে আউটের জোরালো আবেদন করেননি মহম্মদ সামি। নিজেই রেফারেল নিয়ে উইকেট পাওয়ায় উচ্ছ্বাস বৈভব সূর্যবংশীর। চেন্নাইয়ে মঙ্গলবার।

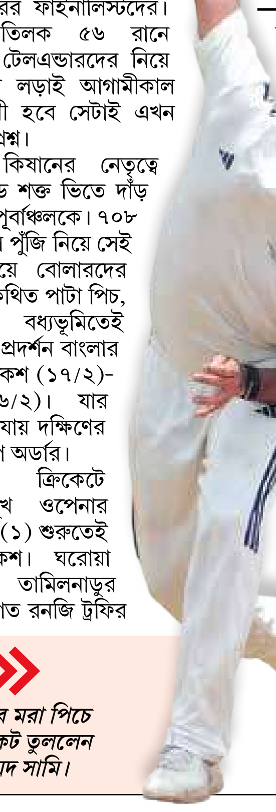

চিপকের মরা পিচে ২ উইকেট তুললেন মহম্মদ সামি।

সরছে বাংলার রনজি ম্যাচ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর : ঘোষণা হয়েছিল আগেই। নবান্ন থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ১০ অক্টোবর মহালয়ার দিন ক্রিকেটের নন্দনকাননে হবে অভিনব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। যেখানে প্রধান অতিথি হিসেবে হাজির থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতেই হবে দেবী দুর্গার আবাহন। মঙ্গলবার বিকেলে বাংলা ক্রিকেট সংস্থার কাছে রাজ্যের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দপ্তরের তরফে ১০ অক্টোবরের অনুষ্ঠান নিয়ে ই-মেলও এসে গিয়েছে। জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত ইডেন গার্ডেন্স থাকবে সরকারি আওতায়। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই রাজ্যের ক্রীড়া দপ্তরের তরফে সিএবি-র শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে এব্যাপারে বৈঠকও হবে। জানা গিয়েছে, ২৫ সেপ্টেম্বর থেকেই ইডেন গার্ডেন্স প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এসপিজি-র আওতায় চলে যাচ্ছে। সেদিন থেকেই ইডেনে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

১০ অক্টোবর ইডেনে দেবী দুর্গার আবাহন

এদিকে, মহালয়ার ইডেনে প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠানের কারণে বাংলার রনজি ট্রফি অভিযান শুরু নিয়ে তৈরি হয়েছে প্রশ্নচিহ্ন। ১১ অক্টোবর থেকে দিল্লির বিরুদ্ধে রনজি ম্যাচ রয়েছে বাংলার। সিএবি সূত্রের খবর, মরশুমের প্রথম রনজি ম্যাচ ইডেনের বদলে কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে সরতে চলেছে। যদিও বিষয়টি নিয়ে এখনই সিএবির শীর্ষকর্তারা সরাসরি মুখ খুলতে চাইছেন না। এসবের মধ্যেই আজ ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে নির্বাসিত অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেটার রোহিত যাদবের পরিবর্ত হিসেবে আরিয়ান সাভাসানি ও তন্ময় বালোদার নাম ঘোষণা হয়েছে। বয়স ভাঁড়ানোর অভিযোগে রোহিতকে দুই বছরের জন্য নির্বাসিত করেছে বিসিসিআই।

দাপুটে জয়ে শেষ চারের পথে ভারত

মোকি, ৮ সেপ্টেম্বর : পুরুষদের যুব হকি এশিয়া কাপে দাপট ভারতের। মঙ্গলবার দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়ে প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে জায়গা কার্যত পাকা করে ফেলল ভারতের জুনিয়ার হকি দল। শুরু থেকে লড়াই করলেও ম্যাচের শেষ পর্বে ভারতের ঝোড়ো আক্রমণের সামনে ভেঙে পড়ে দক্ষিণ কোরিয়ার সব প্রতিরোধ। ৭-৩ গোলে জয় ছিনিয়ে নেয় টিম ইন্ডিয়া।

যুব হকি এশিয়া কাপ

এদিন ম্যাচের শুরু থেকে শেষ কোয়ার্টারের আগে পর্যন্ত লড়াই চলছিল সমানে সমানে। ভারত এগিয়ে গেলেও ব্যবধান ধরে রাখতে পারছিল না। ম্যাচের ৫ মিনিটে অধিনায়ক আনমোল এক্কা, ১৮ মিনিটে লভনুর সিং, ২০ মিনিটে অজিত যাদব লক্ষ্যভেদ করলেও তিনবারই গোল শোধ করে দেয় দক্ষিণ কোরিয়া। ৪২ মিনিটে প্রদীপ সিং ভারতের হয়ে চতুর্থ গোলটি করেন। এরপর শেষ কোয়ার্টারে ৫৫ থেকে ৫৮ মিনিটের ঝোড়ো আক্রমণে আরও তিনটি গোল তুলে কোরিয়াকে ম্যাচ থেকে পুরোপুরি ছিটকে দেয় ভারত। ৫৫ মিনিটে গুরসেবক সিং, ৫৬ মিনিটে আনমোল এক্কা এবং ৫৮ মিনিটে আরিয়ান সেস গোল করে ভারতের জয় সুনিশ্চিত করেন।

আইএফএল শুরু ৩০ অক্টোবর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর : এই মরশুমে ইন্ডিয়ান ফুটবল লিগ শুরু হবে ৩০ অক্টোবর। মঙ্গলবার নয়াদিল্লির ফুটবল হাউসে আইএফএল গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠকের পর ঘোষণা করল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। মোট ১১টি দল নিয়ে আইএফএলের আসর বসবে এই মরশুমে। প্রতিযোগিতায় বাংলার একমাত্র দল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব।

এদিকে, দ্রুত এআইএফএফ-এর নির্বাচন সম্পন্ন করার আর্জি জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন রঞ্জিত বাজাজ। যদিও নির্বাচন আয়োজনের জন্য ফেডারেশনকে নির্ধারিত সময়ের পরও তিন মাস অতিরিক্ত সময় দিয়েছে বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা ফিফা।

মঙ্গলবার ২৭তম জন্মদিনের কেক কাটলেন শুভমান গিল। সঙ্গে ছিলেন তাঁর বাবা, মা ও বোন।

পিওকে ভারতের, রেগে লাল পিসিবি

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর : আসন্ন ভারত-আফগানিস্তান সিরিজের প্রোমো ঘিরে নতুন বিতর্ক। একেবারে চটে লাল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড! সিরিজের আয়োজক আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (এসিবি) প্রোমোতে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর, গিলগিট-বালটিস্তানকে ভারতের অঙ্গ হিসেবে দেখানো হয়েছে। পাকিস্তানের যা হজম হয়নি।

রবিবার ভারতের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টি২০ সিরিজ খেলতে নামছে আফগানিস্তান।

আফগান বোর্ডের প্রোমো

নয়াদিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামেই সব ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। যে সিরিজের আয়োজক আফগানিস্তান। রশিদ খানদের হোম সিরিজ হলেও নিরাপত্তার কারণে ভারতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আয়োজক এসিবি-র প্রকাশিত যে প্রোমো ঘিরেই দুই দেশের কূটনৈতিক টানাপোড়েন।

গত কয়েক বছরে সীমান্ত সংঘর্ষ ঘিরে কাবুল-ইসলামাবাদের সম্পর্ক তলানিতে। ম্যাপ বিতর্ক সেই আগুন উসকে দিয়েছে। পাকিস্তান বোর্ড বিষয়টি দেশের বিদেশ দপ্তরের গোচরে আনা হয়েছে। খবর, আন্তর্জাতিক মঞ্চে এনিয়ে আফগানিস্তানকে কাঠগড়ায় তোলার জন্য কোমর বাঁধছে শাহবাজ শরিফ সরকার।

ভারত সফরের প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন নবীন-উল-হক।

স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ

বন্ধু ইমরানকে মিস করছেন আক্রাম

ইসলামাবাদ, ৮ সেপ্টেম্বর : স্বাস্থ্য নিয়ে কোনও সমঝোতা, অবহেলা অনুচিত। রাজনৈতিক কারণে ইমরান খানের সঙ্গে যা ঘটছে, হচ্ছে, তা দুর্ভাগ্যজনক। এদিন ঠিক এভাবেই নিজের প্রথম পাক অধিনায়কের হয়ে মুখ খুললেন ওয়াসিম আক্রাম।

দুর্নীতির অভিযোগে দীর্ঘদিন জেলবন্দি বিশ্বজয়ী অধিনায়ক তথা দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। সঠিক চিকিৎসার বন্দোবস্তের দাবি তুলেছেন কপিল দেব, সুনীল গাভাসকার, ক্লাইভ লয়েড, ব্রায়ান লারারা। প্রাক্তন সতীর্থ জাভেদ মিয়াঁদাদ তো মানতে নারাজ, ইমরান কোনও দুর্নীতি করতে পারে। কিংবদন্তি আক্রমের সমর্থন যে দাবিতে নতুন মাত্রা যোগ করল।

কিং খানকে মেন্টর আখ্যা দিয়ে আক্রাম বলেছেন, 'বন্ধু ইমরান খানকে খুব মিস করছি। প্রায় তিন বছর আমাদের মধ্যে কোনও কথা হয়নি। ওর সঙ্গে রাজনৈতিক কারণে যা ঘটছে, তা দুর্ভাগ্যজনক। আইন আইনের জায়গায়। তবে স্বাস্থ্য নিয়ে কোনও সমঝোতা চলে না। অবসরের পরও আমাদের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। ওর সঙ্গে প্রচুর সময় কাটিয়েছি। যা এখন মিস করছি।'

লোকেশ-গুজব ওড়াল দিল্লি

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর : লোকেশ রাহুলকে ছেড়ে দেওয়ার খবর খারিজ করে দিল দিল্লি ক্যাপিটালস। 'ট্রেড উইন্ডো'-তে লোকেশের বিকল্প নিতে চলেছে বলে শোনা যাচ্ছিল। যদিও ফ্র্যাঞ্চাইজির অন্যতম মালিক পার্থ জিন্দাল পরিষ্কার জানিয়েছেন, দলের পরিকল্পনায় লোকেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ছেড়ে দেওয়ার কোনও প্রশ্ন ওঠে না। দিল্লি তাদের লক্ষ্য এখনও পূরণ করতে পারেনি। আশাবাদী, আগামী বছর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সবাই দিল্লিকে গর্বিত করতে সক্ষম হবেন। পার্থ জিন্দালের যে পোস্টের প্রতিক্রিয়ায় লোকেশ লিখেছেন, 'ধন্যবাদ স্যর। আগামী মরশুমে নামার জন্য ছটফট করছি।'

৪ ম্যাচে ১৭ গোল করে নামছে বার্সা

মাদ্রিদ ও প্যারিস, ৮ সেপ্টেম্বর: শেষবার ইউরোপ সেরার খেতাব এসেছিল ২০১৫ সালে। সৌজন্যে লিওনেল মেসি-নেইমার-লুইস সুয়ারেজ জুটি। তারপর থেকে একরাশ হতাশাই সঙ্গী বার্সেলোনার।

এবার কি খরা কাটবে বার্সার? মরশুমের শুরুতে থেকে লা লিগায় অনবদ্য পারফরমেন্স স্বপ্ন দেখাচ্ছে বার্সা সমর্থকদের। লিগের প্রথম চার ম্যাচেই ১৭ গোল। স্বপ্নের ফর্মে রয়েছেন লামিনে ইয়ামাল, রাফিনহা, ফেরমিন লোপেজরা। বুধবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অভিযান শুরু করছে বার্সেলোনা। ঘরের মাঠে প্রতিপক্ষ ডাচ ক্লাব ফেনুর্দ। লা লিগার পারফরমেন্স চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও ধরে রাখতে চায় তারা।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে মাঠে নামার আগে বার্সা কোচ হ্যান্সি ফ্লিকের বক্তব্য, 'ইউরোপের সব ক্লাবই চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের স্বপ্ন দেখে। এটাই ইউরোপের সবচেয়ে বড় প্রতিযোগিতা। আমরা খেতাব জিততে পারি, সেটা মাঠে প্রমাণ করে দেব। দলের সব খেলোয়াড় চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলতে মুখিয়ে রয়েছে।' সামনে লা লিগায় বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ রয়েছে। সেটা মাথায় রেখে প্রথম ম্যাচে একাধিক পরিবর্তন করতে পারেন হ্যান্সি ফ্লিক।

ভারতীয় সময় বুধবার গভীর রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেতাব ধরে রাখার লক্ষ্যে মাঠে নামছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন প্যারিস সাঁ জাঁ। প্রতিপক্ষ এসকে স্লোভান ব্রাতিস্লাভা। শুরুতেই সহজ প্রতিপক্ষ। কিন্তু বেশ চাপে লুইস এনরিকের দল। লিগ ওয়ানে শুরুটা একদমই ভালো হয়নি তাদের। তিন ম্যাচে দুইটি ড্র ও একটি হার। ছন্দে ফিরতে স্লোভান ব্রাতিস্লাভা ম্যাচকেই পাখির চোখ করেছেন আচরাফ হাকিমিরা।

পিএসজি-র পাশাপাশি মাঠে নামছে গতবারের রানার্স আর্সেনাল। আগের মরশুমে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ঘরে তুললেও চ্যাম্পিয়ন্স লিগে শেষ ল্যাপে অল্পের জন্য খেতাব হাতছাড়া হয়েছিল তাদের। এবার আক্ষেপ ঘোচাতে চায় মিকেল আর্তেতার ছেলেরা। এবারের ইপিএলের প্রথম তিন ম্যাচ জিতে দারুণ সূচনা করেছে তারা। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে প্রথম ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ নাপোলি। ইউরোপ সেরার লড়াইয়ে নামার আগেই সুখবর এসেছে লন্ডনের ক্লাবটিতে। ব্যালন ডি'অরের বর্ষসেরা ক্লাবের জন্য মনোনয়ন পেয়েছে তারা। এছাড়া আর্তেতা বর্ষসেরা কোচ এবং ডেভিড রায়া বর্ষসেরা গোলকিপারের লড়াইয়ে রয়েছেন।

এদিকে, লিভারপুলের সামনে কঠিন লড়াই। প্রথম ম্যাচে তারা খেলবে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের বিরুদ্ধে। নয়া কোচ আন্দো ইরাওলার অধীনে সেভাবে ধারাবাহিকতা দেখাতে পারেনি রেডস শিবির। উলটোদিকে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদও লা লিগার শেষ ম্যাচে হেরেছে। তবে দুইটি দলই প্রথম ম্যাচে জিততে মরিয়া।

শুরুতে সহজ প্রতিপক্ষ পিএসজি-র

সতীর্থদের সঙ্গে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অভিযান শুরুর জন্য তৈরি হচ্ছেন বার্সেলোনার লামিনে ইয়ামাল।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ
বার্সেলোনা বনাম ফেনুর্দ
স্টুটগার্ট বনাম ভাইকিং এফকে
সময় : রাত ১০.১৫ মিনিট
নাপোলি বনাম আর্সেনাল
লিভারপুল বনাম অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ
প্যারিস সাঁ জাঁ বনাম স্লোভান ব্রাতিস্লাভা
স্পোর্টিং লিসবন বনাম গালাতাসারে
সময় : রাত ১২.৩০ মিনিট
সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও সোনি লিভ অ্যাপ

এজবাস্টনে আজ ফের পরীক্ষার মুখে বাবররা

পারিশ্রমিক দেয়নি, তোপ গিলেসপির

বার্মিংহাম, ৮ সেপ্টেম্বর : পাকিস্তানের হেডকোচ হিসেবে প্রথম টেস্ট।

তাও এমন একটা সময়ে, যখন বিতর্কের ঢেউয়ে টলমল পাক ক্রিকেট। সিরিজও হাতছাড়া। বুধবার শুরু বার্মিংহাম টেস্ট কার্যত নিয়মরক্ষার ম্যাচ। যদিও নিয়মরক্ষার যে দ্বৈরথ মাইক হেসনকে জন্য অ্যাসিড টেস্ট। একঝাঁক আনকোরা, অনভিজ্ঞ ক্রিকেটারকে নিয়ে সেই পরীক্ষায় পাক ক্রিকেটের মুখরক্ষার তাগিদ। সাদা বলের কোচ থেকে টেস্টের দায়িত্ব নেওয়ার প্রাক্কালে হেসনের উদ্দেশ্যে জেসন গিলেসপির বার্তা- 'ইয়েসম্যান' হতে যেও না। স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নাও। পাকিস্তানের প্রাক্তন কোচ গিলেসপি বলেছেন, 'মাইককে বলব, নিজের স্বাধীন ভাবনা, চিন্তার ওপর যেন আস্থা রেখেই পদক্ষেপ করে। ইয়েসম্যান হয়ে কারওর অঙ্গুলিহেলনে যেন না চলে।'

শুভেচ্ছা জানিয়ে গিলেসপি আরও জানিয়েছেন, মাইক খুব ভালো কোচ। আশাবাদী, শুধু পারিশ্রমিকেই যেন সন্তুষ্ট না থাকে। নিজের কাজে ফোকাস রাখে। পারিশ্রমিকের প্রসঙ্গ টেনেই পাক বোর্ডের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন পেসার। অভিযোগ, মহসিন নকভিরা এখনও তাঁর প্রাপ্য পারিশ্রমিক মেটায়নি। পিসিবি-র থেকে এখনও কয়েক হাজার ডলার পান।

নিঃসন্দেহে গুরুভার। গত কয়েক বছরের ঘটনাক্রমে হেসনও জানান, যে কোনও সময় বন্দুক তাঁর দিকেও ঘুরে যেতে পারে। একইসঙ্গে জানেন, বিনা নোটিশে, অনভিজ্ঞ, মানসিকভাবে তলানিতে ঠেকা একটা দলকে নিয়ে ইংল্যান্ডের চ্যালেঞ্জ সামলানো কতটা কঠিন। তবে প্রথম দুই টেস্টে অসহায় আত্মসমর্পণের ছবিটা কিছুটা বদলাতে পারলেও নৈতিক জয় হবে। অধিনায়ক বাবর আজম আশাবাদী। ভরসা রাখছেন নতুনদের ওপর।

পরীক্ষার মুখে স্বয়ং বাবরও। পাক ক্রিকেট মহলের খবর, ফের ব্যর্থতা মানে দেশে ফিরলেই ছাঁটাই নোটিশ ধরিয়ে দেওয়া হবে। সাত ক্রিকেটারকে দেশে ফেরানোর দায় নিজের ঘাড়ে নেননি বাবর। বলেছেন, 'এই সিদ্ধান্ত বোর্ডের। এই বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই।'

ডামাডোলের মধ্যে আবার ভারতকে টেনে এনেছেন প্রাক্তন পাক ব্যাটার বাজিদ খান। বৈষম্যের দাবি তুলেছেন। অভিযোগ, ভারতের জন্য পাটা উইকেট সাজিয়ে রাখে ইংল্যান্ড। লক্ষ্য থাকে, প্রতিটি ম্যাচ যেন পঞ্চম দিন পর্যন্ত গড়ায়। কারণ ভারতের টেস্ট তিনদিনে শেষ হলে আর্থিক ক্ষতি হবে। কিন্তু পাকিস্তানের ক্ষেত্রে উলটো ছবি, কঠিন পিচ থাকে!

সঈদ আজমল আবার ইসিবি-ভারতের মধ্যে ঢুকতে নারাজ। তাঁর কাঠগড়ায় পিসিবি। প্রাক্তন পাক স্পিনারের অভিযোগ, নকভিরা পাকিস্তান ক্রিকেটকে ১০ বছর পিছিয়ে দিয়েছেন। আরও বলেছেন, 'প্লেয়ারদের মন নিয়ে খেলা করা হচ্ছে। সিরিজের মাঝে এভাবে ছাঁটাই করে অসম্মান করা হয়েছে খেলোয়াড়দের। কলকাঠি নেড়েছে আকিব জাভেদ, হেসন। সবকিছু করছে এই দুইজনই। যা হচ্ছে, তাতে ভবিষ্যতের পরিকল্পনার বদলে দলকে ১০ বছর পিছিয়ে দেওয়া হল।'

প্রতীকী। ইংল্যান্ডে জোড়া টেস্ট হারে চাপ বাড়ছে বাবর আজমের উপর।

শেষ আটে উঠলেন জেরেভ, রাইবাকিনা

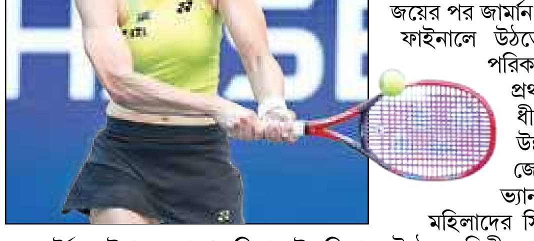

কোয়ার্টার ফাইনালের পথে এলিনা রাইবাকিনা।

নিউ ইয়র্ক, ৮ সেপ্টেম্বর : ইউএস ওপেনের পুরুষদের বিভাগে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন শীর্ষ বাছাই আলেকজান্ডার জেরেভ। মহিলা বিভাগে সহজ জয় পেলেন এলিনা রাইবাকিনা ও কোকো গফ।

মঙ্গলবার শেষ ষোলোর লড়াইয়ে জেরেভ মুখোমুখি হয়েছিলেন ইতালির লুসিয়ান দারদেরির। ম্যাচ জিততে খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি জার্মান তারকার। জেরেভ ম্যাচটি জেতেন ৬-২,৬-২, ৭-৬ (৭/৩) গেমে। জয়ের পর জার্মান তারকার মন্তব্য, 'কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে পেরে ভালো লাগছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলছি। প্রথম দুইটি ম্যাচের তুলনায় ধীরে ধীরে খেলায় আরও উন্নতি করেছি।' শেষ আটে জেরেভের প্রতিপক্ষ বোটিক ভ্যান ডি জ্যান্ডস্কালপ।

মহিলাদের সিঙ্গলসে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন দ্বিতীয় বাছাই রাইবাকিনা। জাপানের নাওমি ওসাকাকে ৬-১, ৬-৪ গেমে বিধ্বস্ত করেছেন তিনি। শেষ আটে রাইবাকিনা খেলবেন কুইন ওয়েন ঝ্যাংয়ের বিরুদ্ধে। পাশাপাশি জয় পেয়েছেন চতুর্থ বাছাই কোকো গফ। স্বদেশীয় ইভা জোভিককে ৬-১, ৬-৪ গেমে পরাজিত করেছেন তিনি। কোয়ার্টার ফাইনালে গফের প্রতিপক্ষ মিরা আন্দ্রেভা।

এশিয়ান গেমসে খেলতে যাওয়ার আগে নীল জার্সিতে ভারতীয় পুরুষ ও মহিলা হকি দল।

নীল জার্সিতে ফিরছে ভারতীয় হকি দল

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর : ঐতিহ্য ভেঙে বিশ্বকাপে ভারতীয় হকি দলকে গেরুয়া রংয়ের জার্সিতে দেখা গিয়েছিল। যা নিয়ে হকিমহলে বিতর্ক তৈরি হয়। এশিয়ান গেমসে আবার চেনা নীল রংয়ের জার্সিতে ফিরতে চলেছেন হরমনপ্রীত সিং-সবিতা পুনিয়ারা। হকি ইন্ডিয়ার কোষাধ্যক্ষ শেখর মনোহরন বলেছেন, 'ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থা জার্সির পছন্দের রং জানতে চেয়েছিল। সেখানে হকি ইন্ডিয়া প্রথম পছন্দ হিসেবে নীল এবং দ্বিতীয় পছন্দ হিসেবে গেরুয়া রং জানিয়েছে।' বিশ্বকাপের আগে হকি ইন্ডিয়া জানিয়েছিল, জার্সি ও সিন্থেটিক ট্র্যাকের রং মিলে যাওয়ায় তারা নীল ছেড়ে গেরুয়া বেছে নিয়েছে। বিকল্প রং নিয়ে কোচ-খেলোয়াড়দের থেকেও মতামত চাওয়া হয়েছিল। হলুদ ও গেরুয়ার মতো রং ব্যবহারের প্রস্তাব আসে। শেষপর্যন্ত গেরুয়াকে বেছে নেওয়া হয়। কারণ তা ভারতের জাতীয় পতাকার অন্যতম রং। পাশাপাশি সাহস, আত্মত্যাগ ও জাতীয় গৌরবের প্রতীক।

কোচ হাবাস ফ্যাক্টর এবারের ইস্টবেঙ্গলে

বাগানের তরুণ ফুটবলারদের মনোবল ভাঙলেন প্যানোস

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর : ভারতীয় ফুটবলে আন্তোনিও লোপেজ হাবাস একটা ফ্যাক্টর! এটা বোঝাতে এবারও তিনি সময় নেননি। মরশুমের প্রথম টুর্নামেন্ট ডুরান্ড কাপেই বুঝিয়ে দিয়েছেন। এবার কলকাতা লিগ ডার্বিতে মেঘনাদের মতো অদৃশ্য থেকে বোঝালেন।

বুঝল সবুজ-মেরুন জনতাও। কিন্তু তাঁরা অসহায়। বর্তমানে তাঁদের ক্লাবের ফুটবল দল সঞ্জীব গোয়েঙ্কার মালিকানাধীন ম্যানেজমেন্ট চালায়। আর এই কর্পোরেট জগতের লোকজন ময়দানী ফুটবল ভালোবাসায় নয়, জটিলতা ও ইগো-সর্বস্বতায় বিশ্বাসী। ফলে সাফল্য দেওয়া হাবাসকে অসুস্থতার অজুহাতে কী হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনাকে সত্যি কথা বলার অপরাধে সরিয়ে দিতে তাঁদের সময় লাগে না। তবে এই হাবাস, মোলিনারা পারফর্মার। ফলে ইস্টবেঙ্গলের কোচ হয়ে ফিরে এসেই তাঁর প্রাক্তন কর্তাদের হাবাস দেখিয়ে দিলেন, পারফর্মাররাই আসল। কর্তাদের হাতে টাকার থলি থাকলেও পারফরমেন্স কিনতে পারেন না। যেমন মোলিনাও কিছুদিন আগে বুঝিয়েছিলেন। তাঁকে তাড়িয়ে দেওয়ার পরই তিনি সেই হভুরাস জাতীয় দলের কোচ হয়ে যান, যারা প্লে-অফে হারের কারণে অল্পের জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি সদ্য হয়ে যাওয়া বিশ্বকাপে। শুধু তাই নয়, এই হন্ডুরাসকেই আর্জেন্টিনা বেছে নেয় বিশ্বকাপের আগে শেষ প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার জন্য। তবে এতকিছুর পরেও অবশ্য মোহনবাগানের বর্তমান ম্যানেজমেন্ট কিছুই শিখবে বলে মনে হয় না। কারণ সঞ্জীব গোয়েঙ্কা খেলাধুলোর ভক্ত হলেও তাঁর পক্ষে রোজকার কাজকর্ম দেখা সম্ভব নয়। টুটু বসু, অঞ্জন মিত্ররা খেলাপাগল ছিলেন নিজেদের ব্যবসার পাশাপাশি। কিন্তু তিনি সবই দেখেন বা শোনেন নিজস্ব বৃত্তে থাকা কিছু কর্মচারীর মাধ্যমে। যার ফলে টাকার জোরে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টে কিছুদিন সাফল্য এলেও তা ধরে রাখা সম্ভব হয় না। আর ক্রিকেটের মতো বৃহত্তর ক্ষেত্রে ধরাশায়ী হতে হয়।

ঠিক কী কারণে সের্জিও লোবেরাকে তাড়িয়ে দিয়ে প্যানাজিওটিস দিলম্পেরিসকে নিয়ে আসা হল, তাঁর কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কখনও কোনও ট্রফি না জেতা কী কারণে বর্তমান ম্যানেজমেন্টের পছন্দের হয়ে গেলেন, তা গবেষণার কারণ হতে পারে। কলকাতা লিগের ডার্বিতে দলকে ডোবানোর কারিগরও এই ম্যানেজমেন্ট এবং কোচ। যে তরুণ ফুটবলাররা দলটাকে সুপার সিক্সে তুললেন, হঠাৎই তাঁদের সরিয়ে সিনিয়ারদের খেলানোর সিদ্ধান্ত নাকি হেড কোচেরই। নিশ্চিতভাবেই তাতে সায় ছিল ম্যানেজমেন্টের। নাহলে একা সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না প্যানোস। এতে দুটো জিনিস হল। এক, সাহাল আব্দুল সামাদ, আপুইয়ারা যে শেষের পথে, সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন লাল-হলুদের ছোটরা। দুই, ওই তরুণ ফুটবলারদের মনোবলটাও ভেঙে দেওয়া হল। এরপর সুপার সিক্সে কি সত্যিই আর তাঁদের পক্ষে ভালো পারফরমেন্স করা সম্ভব? আসলে প্রতি দেড় মরশুম অন্তর একজন করে কোচ তাড়ানো, এএফসি কাপে না খেলতে যাওয়া, জাতীয় দলে ফুটবলার না ছাড়া, পরপর ভুল করে গিয়েছে ম্যানেজমেন্ট। হয়তো ফুটবল ঈশ্বরের এই অন্যায় পছন্দ হচ্ছে না। তাই গত মরশুম থেকে পতনও এই সব কারণেই শুরু হয়েছে।

ইস্টবেঙ্গল কর্তাদেরও অনেক দোষ। কিন্তু ওঁরা টুটু-অঞ্জনদের মতো ক্লাব-পাগল বলেই হয়তো নিজেদের হাতে দলটাকে রেখে দিতে চাইছেন। আর এবার আর্থিক সমস্যার মধ্যেও হাবাসকে আনা মাস্টারস্ট্রোক। কলকাতা লিগে খেলা ফুটবলারদেরই প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে জেদ করে হাবাস বুঝিয়ে দিলেন তিনিই প্রকৃত ক্যাপ্টেন অফ দ্য শিপ। পিছন থেকে নিশ্চিতভাবেই তিনি কৌশল ঠিক করে দেন। যা কাজে লাগিয়েছেন বিনো জর্জ ও অর্চিষ্মান বিশ্বাস। সেখানে প্যানোস হঠাৎ লিগের দলে ঢুকে পড়ে কী করলেন বোঝা মুশকিল! তেমনি কোনও কাজে না লাগা বাস্তব রায় কীভাবে বছরের পর বছর থেকে যান, প্রশ্ন থাকবে তা নিয়েও।

বাগানে সমস্যা

- সের্জিও লোবেরাকে তাড়িয়ে দিয়ে প্যানাজিওটিস দিলম্পেরিসকে কোচ করে আনার কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না।
- সাহাল আব্দুল সামাদ, আপুইয়ারা যে শেষের পথে, সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল জুনিয়ার ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলাররা।
- প্রতি দেড় মরশুম অন্তর একজন করে কোচ তাড়ানো, এএফসি কাপে না খেলতে যাওয়া, জাতীয় দলে ফুটবলার না ছাড়া, পরপর ভুল করে গিয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ম্যানেজমেন্ট।

জুনিয়ার ফুটবলারদের নিয়ে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে আটকে দেওয়ার পর উচ্ছ্বাস ইস্টবেঙ্গলের।

জাতীয় দলে খেলাই লক্ষ্য ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্ডারের

নিজের খেলায় পুরো সন্তুষ্ট নন অঙ্কন

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর : দ্বিতীয়ার্ধে বক্সের মধ্যে সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ট্যাকেল করেই গ্যালারির দিকে তাকিয়ে হুংকার অঙ্কন ভট্টাচার্যের। নিশ্চিত গোল আটকে যাওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস লাল-হলুদ জনতার।

কলকাতা ডার্বিতে মনবীর সিং, সাহাল আব্দুল সামাদ সমৃদ্ধ আক্রমণভাগকে সামলাতে ইস্টবেঙ্গল কোচ অর্চিষ্মান বিশ্বাসের বাজি ছিল চাকদহের অঙ্কন ভট্টাচার্য। সেই বিশ্বাসের মর্যাদা দিয়েছেন এই বঙ্গ সন্তান। ম্যাচের পর লাল-হলুদ জনতার মুখে অঙ্কনের নাম।

ডার্বিতে দুরন্ত খেলার পরেও আবেগে ভাসছেন না অঙ্কন। তাঁর পা কিন্তু মাটিতেই রয়েছে। নিজের খেলায় পুরোপুরি সন্তুষ্ট নন তিনি। অঙ্কন বলছিলেন, 'ম্যাচের পর সবাই আমার কথা বলছে। তবে নিজের খেলায় পুরোপুরি সন্তুষ্ট নই। আরও ভালো খেলতে পারতাম।' ডার্বি ম্যাচের আগে কি চাপে ছিলেন অঙ্কন? লাজুক স্বভাবের বঙ্গ ডিফেন্ডারের বক্তব্য, 'একটু টেনশন হয়েছিল। কিন্তু ম্যাচ শুরুর বাঁশি বাজতে আর কোনও চাপ অনুভব করিনি। শুধু মাথায় ছিল নিজেকে প্রমাণ করতে হবে। গত বছর আইএফএ শিল্ডে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বিরুদ্ধে খেলেছি। সেই অভিজ্ঞতা কাজে লেগেছে। তবে ম্যাচটা জিততে পারতাম। জয় হাতাছাড়া হওয়ায় আক্ষেপটা রয়েই গিয়েছে।'

অঙ্কন ফুটবল খেলা শুরু করেছিলেন পাড়ার নবীন সংঘ থেকে। সেখান থেকে ইউনাইটেড স্পোর্টসে আসা। ইউনাইটেড কর্তা নবাব ভট্টাচার্য বলছিলেন, 'অঙ্কন আমাদের বয়সভিত্তিক দল থেকে সিনিয়ার দলে উঠে এসেছে। বরাবরই ওর মধ্যে ভালো খেলার তাগিদ আমরা লক্ষ্য করেছি।' আর পাঁচটা ফুটবলারের মতোই অঙ্কনও চায় জাতীয় দলে প্রতিনিধিত্ব করতে। তার আগে দলকে কলকাতা লিগে চ্যাম্পিয়ন করতে চান। অঙ্কনের কথায়, 'এই মুহূর্তে সুপার সিক্সে ভালো খেলে দলকে খেতাব জেতাতে চাই। ভালো খেলে নিজেকে প্রমাণ করে আইএসএলের দরজা খুলতে চাই। আমার লক্ষ্য দেশের জার্সিতে প্রতিনিধিত্ব করা।'

তবে শুধু অঙ্কন নয়, ডার্বিতে এগারোজন বঙ্গসন্তানকে নামিয়ে মোহনবাগানকে প্রায় মাটি ধরিয়ে দেওয়ার কৃতিত্বটা কোচ অর্চিষ্মানের। কয়েকদিন আগে পর্যন্ত অঙ্কন, আকাশ হেমরম কিংবা উত্তম হাঁসদাকে নিয়ে সেভাবে আলোচনা হত না। এখন তাদের নাম ফুটবলপ্রেমীদের মুখে মুখে। আপাতত ডার্বির পর কলকাতা লিগ জয়ের হ্যাটট্রিকের স্বপ্নে বিভোর লাল-হলুদ জনতা। এদিকে, ডার্বিতে আপুইয়ার সঙ্গে সংঘর্ষে চোট পেয়েছিলেন মনোতোষ মাঝি। মঙ্গলবার তাঁর চোটের জায়গায় অস্ত্রোপচার হয়।

কলকাতা ডার্বিতে সোমবার ইস্টবেঙ্গল রক্ষণে নজর কাড়লেন অঙ্কন ভট্টাচার্য।

তিরন্দাজি প্যারা সিরিজে জোড়া সোনা জয়

আহমেদাবাদ, ৮ সেপ্টেম্বর : বিশ্ব তিরন্দাজি প্যারা সিরিজ স্টেজ থ্রি-র দলগত বিভাগে দুর্দান্ত পারফর্ম করল ভারত। প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার ঠিক আগের দিন দেশের পুরুষ রিকার্ভ ও কম্পাউন্ড দল জোড়া সোনা এনে দিল দেশকে। রুপো জিতল ভারতের মহিলা রিকার্ভ দল।

পুরুষদের কম্পাউন্ড টিম ইভেন্টের ফাইনালে বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন তোমান কুমার ও শ্যামসুন্দর স্বামী ইরাকের আব্বাস কাজিম ও আনোয়ার অলদাউদকে পরাস্ত করে প্রথম সোনাটি নিশ্চিত করেন। পুরুষদের রিকার্ভ ফাইনালে জোড়া প্যারালিম্পিক পদকজয়ী হরবিন্দার সিং এবং বিজয় সুন্দির ভারতীয় জুটি স্লোভাকিয়ার ডেভিড ইভান ও ডেনিস ইভানকে হারিয়ে সোনা জেতে। প্রথম সেটে পিছিয়ে পড়ার পর হরবিন্দারের নেতৃত্বে দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়ায় ভারত। অন্যদিকে, মহিলা রিকার্ভের ফাইনালে চিনের কাছে হেরে রুপো নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল ভারতের ভাবনা ও পূজাকে। মহিলা কম্পাউন্ড বিভাগে ব্রোঞ্জের লড়াইয়েও চিনের কাছে হেরে পদক হাতছাড়া করেন ভারতের শীতল দেবী ও পায়েল নাগ।

চ্যাম্পিয়নশিপ পর্বের সূচি ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর : গ্রুপপর্ব শেষ হয়েছে সোমবার। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই কলকাতা ফুটবল লিগের চ্যাম্পিয়নশিপ পর্বের সূচি ঘোষণা করল আইএফএ।

সুপার সিক্স শুরু ১০ সেপ্টেম্বর। ওইদিনই মাঠে নামবে দুই প্রধান। মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট খেলবে কোল ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে। ইস্টবেঙ্গল এফসি-র প্রতিপক্ষ ইউনাইটেড স্পোর্টস। ১৩ তারিখ ইউনাইটেডের বিপক্ষে দ্বিতীয় ম্যাচ বাগানের। পরের দিন ইস্টবেঙ্গল-মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব দ্বৈরথ বারাসত স্টেডিয়ামে। ১৭ তারিখ ওই মাঠেই মহমেডানের বিপক্ষে সুপার সিক্সে শেষ ম্যাচ সবুজ-মেরুনের। চ্যাম্পিয়নশিপ পর্বে ইস্টবেঙ্গলের শেষ ম্যাচ ১৯ সেপ্টেম্বর কোল ইন্ডিয়ার বিপক্ষে। এখানেই বিতর্ক।

যে কোনও লিগে শেষ ম্যাচ একই দিনে এবং একই সময়ে খেলে খেতাবের দৌড়ে থাকা সব দল। কিন্তু কলকাতা লিগে তার ব্যতিক্রম হল কেন? আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্তর ব্যাখ্যা, 'একই দিনে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ আয়োজনের ক্ষেত্রে সম্প্রচার সহ বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে।' তবে শেষ ম্যাচ পর্যন্ত যে দলগুলি খেতাবের দৌড়ে টিকে থাকবে, তাদের ম্যাচ একই দিনে খেলানো হবে বলে জানান তিনি। প্রয়োজনে সূচি পরিবর্তন করা হবে।

ব্যালন ডি'অরের তালিকায় নেই রোনাল্ডো

প্যারিস, ৮ সেপ্টেম্বর : ফ্রান্স ফুটবলের পক্ষ থেকে ব্যালন ডি'অরের ৩০ জনের তালিকা মঙ্গলবার প্রকাশ করা হয়েছে। যেখানে গতবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী ওসমানে ডেম্বেলের সঙ্গে ইউরোপীয় ফুটবলের সব বড় নামই রয়েছে। আছেন কিলিয়ান এমবাপে, আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড, ব্রুনো ফার্নান্ডেজ, হ্যারি কেন, লামিনে ইয়ামাল, পাউ কুবারসি, বিশ্বকাপের গোল্ডেন বল জয়ী রড্রি। আছেন লিওনেল মেসিও। তবে জায়গা হয়নি পাঁচবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর। ২৬ অক্টোবর এই পুরস্কার দেওয়া হবে। পুরস্কারের ৭০তম বর্ষে প্রথা ভেঙে প্যারিস নয়, অনুষ্ঠান হবে লন্ডনে।

সেরা উজ্জ্বল

রাজগঞ্জ, ৮ সেপ্টেম্বর : প্রধানপাড়া প্রমোদ সংঘ ক্লাব ও পাঠাগারের একদিনের মহিলা ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল শিলিগুড়ির উজ্জ্বল সংঘ ফুটবল অ্যাকাডেমি। মঙ্গলবার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে কদমতলা বিএসএফ-কে হারিয়েছে। রাজগঞ্জ গমিরুদ্দিন উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। ফাইনালের সেরা উজ্জ্বলের নন্দেশ্বরী। প্রতিযোগিতার সেরা নিতু নিন্দা। সেরা গোলকিপার কদমতলার প্রতীকা রায়। ফেয়ার প্লে ট্রফি পেয়েছে জলপাইগুড়ি পুলিশ।

ট্রফি নিয়ে উজ্জ্বল সংঘ অ্যাকাডেমি।

প্রশ্নের মুখে বাগানে বাস্তবের ভবিষ্যৎও

ভিতরে-বাইরে চাপ বাড়ছে প্যানোসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর : ডুরান্ড কাপ ফাইনালের পর কলকাতা ফুটবল লিগের ডার্বি। ব্যর্থতার কানাগলি থেকে যেন কিছুতেই বেরোতে পারছে না মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। সোমবার মহারণে হেডকোচ হিসেবে ডাগআউটে ছিলেন বাস্তব রায়। তবে রণকৌশল সাজিয়েছিলেন সিনিয়ার দলের কোচ প্যানাজিওটিস দিলম্পেরিস। স্বাভাবিকভাবেই এই ব্যর্থতার দায় যে তাঁর ওপরও বর্তায়।

ডুরান্ড ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের কাছে চার গোল হজমের পর প্রশ্ন উঠেছিল প্যানোসের কৌশল নিয়ে। ম্যানেজমেন্টের প্রশ্নের মুখেও পড়তে হয়েছিল গ্রিক কোচকে। তারপরই সম্ভবত লিগ ডার্বিতে সিনিয়ার ফুটবলারদের খেলানোর সিদ্ধান্ত। মোহনবাগানের উদ্দেশ্যটা খুব স্পষ্ট ছিল, ডুরান্ড ফাইনালের 'বদলা'। কিন্তু কী হল? একঝাঁক অনভিজ্ঞ, তরুণ ফুটবলারদের নিয়ে সবুজ-মেরুনকে রুখে দিল ইস্টবেঙ্গল। শুধু রুখে দিল বললে বোধহয় ভুল হবে, লাল-হলুদের নিখুঁত পরিকল্পনার সামনে ম্লান হয়ে গেল মোহনবাগানের দম্ভ। শুধু তো তাই নয়, শুভাশিস বসু, রাহুল ভেকে, মেহতাব সিং, সাহাল আব্দুল সামাদ, মনবীর সিংদের নিয়ে খেলার পরও ম্যাচ ড্র করায় মুখ পুড়েছে সমর্থকদেরও। এই পরিস্থিতিতে ভিতরে-বাইরে চাপটা ক্রমশ টের পাচ্ছেন প্যানোস। এর আগে হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা বা সের্জিও লোবেরাকে যেভাবে চাকরি খোয়াতে হয়েছিল, সেখানে শিল্ড হাতছাড়া হলে প্যানোসও মনে হয় না আইএসএল পর্যন্ত সময় পাবেন!

গত পাঁচ বছরে চারবার হেড কোচ বদল হয়েছে সবুজ-মেরুনে। এর মধ্যে দুই দফায় কাজ করে গিয়েছেন আন্তোনিও লোপেজ হাবাস। তবে সহকারীর ভূমিকায় থেকে গিয়েছেন বাস্তব। সুপার জায়েন্ট শিবিরের অন্দরে কান পাতলে ফিশফাশ এমনও শোনা যায় যে, স্রেফ খুঁটির জোরেই টিকে রয়েছেন বাস্তব। তা নাহলে, মোহনবাগান যুব দলের কোচ হিসেবে তাঁর সাফল্য কোথায়? সবচেয়ে স্মরণীয় ম্যাচ বলতে, ডেভেলপমেন্ট লিগের ডার্বিতে তাঁর প্রশিক্ষণেই ইস্টবেঙ্গলকে পাঁচ গোল দিয়েছিল মোহনবাগান। প্যানোসকে যখন কোচ হিসেবে চূড়ান্ত করা হয়, সেই সময় যুব দলের কোচ হিসেবে নাম উঠেছিল শংকরলাল চক্রবর্তীর। নিঃসন্দেহে এই মুহূর্তে ভারতীয় ক্লাব ফুটবলে তরুণ ফুটবলারদের নিয়ে যাঁরা কাজ করছেন শংকরলাল তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তা সত্ত্বেও তাঁর হাতে দলের দায়িত্ব দেওয়ার তাগিদ দেখায়নি বাগান ম্যানেজমেন্ট। তবে সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে নিঃসন্দেহে প্রশ্নের মুখে পড়বে সবুজ-মেরুনে বাস্তবের ভবিষ্যৎ। মোহনবাগানকে কলকাতা লিগ জেতাতে না পারলেও যদি তিনি থেকে যান, তাহলে ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে তাঁর গোপন আঁতাত বোধহয় আরও স্পষ্ট হয়ে যাবে।

সাহাল আবদুল সামাদের মতো সিনিয়ার ফুটবলাররা আটকে গেলেন ইস্টবেঙ্গলের তন্ময় দাসের কাছে।

উত্তরের খেলা

চ্যাম্পিয়ন গঙ্গারাম, নাগেশ্বরী চা বাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৮ সেপ্টেম্বর : রাজ্য শ্রম দপ্তরের উদ্যোগে এবং পশ্চিমবঙ্গ শ্রম কল্যাণ দপ্তরের পরিচালনায় আন্তঃ চা বাগান ফুটবলে বাগডোগরা লেবার ওয়েলফেয়ার সেন্টারে চ্যাম্পিয়ন হল গঙ্গারাম চা বাগান। ফাইনালে তারা ১-০ গোলে কমলপুর চা বাগানকে হারিয়েছে। গোল করেন প্রতিযোগিতার সেরা ওবেত এক্কা। প্রথম সেমিফাইনালে গঙ্গারাম টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে তাইপু চা বাগানের বিরুদ্ধে জয় পায়। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে কমলপুর টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে মুঙ্গি ডিভিশনের 'বি' দলকে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে উভয় ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। প্রথম ম্যাচে তাইপু টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে মুঙ্গি ডিভিশন 'এ'-র বিরুদ্ধে জয় পায়। বাগডোগরা চা বাগান টাইব্রেকারে ২-১ গোলে মুঙ্গি ডিভিশন 'বি'-কে হারিয়েছে। গঙ্গারাম টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে হাঁসকুয়া চা বাগানের বিরুদ্ধে জিতেছে। কমলপুর টাইব্রেকারে ২-১ গোলে টুনা লাইনের বিরুদ্ধে জয় পায়।

মেটেলি লেবার ওয়েলফেয়ার সেন্টারে চ্যাম্পিয়ন নাগেশ্বরী চা বাগান। প্রেমনগর মাঠে ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে চালসা চা বাগানকে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। বীরপাড়া হাইস্কুল মাঠে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ডায়না চা বাগান। বীরপাড়া লেবার ওয়েলফেয়ার সেন্টারের অন্তর্গত প্রতিযোগিতায় ফাইনালে তারা ১-০ গোলে নাংদালা চা বাগানের বিরুদ্ধে জয় পেয়েছে। দাগাপুর চা বাগান মাঠে চ্যাম্পিয়ন নিশ্চিন্তপুর চা বাগান। সুকনা-দাগাপুর লেবার ওয়েলফেয়ার সেন্টারের আসরে ফাইনালে তারা ২-০ গোলে সুকনা চা বাগানকে হারিয়েছে। সিলাস ওরাওঁ জোড়া গোল করেন।

ফাইনালে বজরংবলী

চালসা, ৮ সেপ্টেম্বর : কলাবাড়ি জ্যোতি সংঘ ও গ্রন্থাগারের শচীন্দ্রনাথ রায় ও রবেন রায় ট্রফি ফুটবলের ফাইনালে উঠল জলপাইগুড়ির বজরংবলী এফসি। মঙ্গলবার সেমিফাইনালে তারা ২-১ গোলে হারিয়েছে শোনগাছি চা বাগানকে। বজরংবলীর মানস রায় ও ইন্দ্রজিৎ রায় গোল করেন। শোনগাছির গোলটি সৌভিক মিঞ্জের। রবিবার ফাইনালে বজরংবলীর প্রতিপক্ষ ফুলবাড়ি ইউনাইটেড এফসি।

ভিএনসি মর্নিং সকারের জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৮ সেপ্টেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সহযোগিতায় শিলিগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমি আয়োজিত শান্তিপ্রিয় গুহ ট্রফি আন্তঃ কোচিং ক্যাম্প ফুটবলে মঙ্গলবার ভিএনসি মর্নিং সকার ১-০ গোলে হারিয়েছে পুরনিগমের ফুটবল অ্যাকাডেমিকে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ম্যাচের প্রথম মিনিটে গোল করে পলাশ রায়। ম্যাচের সেরা পুরনিগমের রাজদীপ রায়। বুধবার খেলবে শিলিগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমি ও বাপি স্মৃতি ফুটবল কোচিং সেন্টার।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছে রাজদীপ রায়।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন কার্শিয়াং-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, কার্শিয়াং - এর একজন

বাসিন্দা শিবা তামাং - কে 25.06.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 92D 56873 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারির কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি জীবনের আর্থিক সংগ্রাম থেকে অনেককে মুক্তি পেতে সাহায্য করে যা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেশিরভাগ মানুষই অনুভব করেন। যখন আমি জানতে পারলাম যে আমি ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার পুরস্কার জিতেছি তখন আমার আনন্দ সীমাহীন হয়ে গেল।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

স্মারক ও ট্রফি নিয়ে টেবিল টেনিসে সফল খেলোয়াড়রা।

চ্যাম্পিয়ন শিলিগুড়ি কলেজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৮ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের এসপি রায় ট্রফি আন্তঃ কলেজ টেবিল টেনিসে পুরুষদের দলগত বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল শিলিগুড়ি কলেজ। মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলাঘরে ফাইনালে তারা ৩-১ ব্যবধানে শিলিগুড়ি কমার্স কলেজকে হারিয়েছে। শিলিগুড়ি কলেজের দলে ছিলেন সপ্তার্ষ চক্রবর্তী, মনোরূপ ঘোষ, সৌমিক বসাক ও বিনীত প্রধান। কমার্স কলেজের স্কোয়াডে ছিলেন শীর্ষ রায়পাটোয়ারি, শুভজিৎ চন্দ, সায়ন সাহা ও দীপ দাস। প্রতিযোগিতার বাকি দুই সেমিফাইনালিস্ট গরুবাথান ডিগ্রি কলেজ ও সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়।

পুরুষদের সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন শীর্ষ। ফাইনালে তিনি ৩-০ গেমে মনোরূপের বিরুদ্ধে জয় পেয়েছেন। মহিলাদের সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন শিলিগুড়ি কলেজের সৃজনী বসু। ফাইনালে তিনি ৩-১ গেমে সতীর্থ সানিয়া ভৌমিককে হারিয়েছেন। পুরস্কার তুলে দেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার অধ্যাপক সমরকুমার বিশ্বাস, ক্রীড়া পর্ষদের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মনোরঞ্জন সিংহ, সচিব সুদীপ বসু প্রমুখ। এদিকে, বৃহস্পতিবার থেকে খেলাঘরে গৌরচন্দ্র কুণ্ডু ট্রফি আন্তঃ কলেজ ব্যাডমিন্টন শুরু হবে।

রাজ্য স্কুল টিটি-তে চ্যাম্পিয়ন কৌস্তভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৮ সেপ্টেম্বর : নৈহাটিতে রাজ্য বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের রাজ্য স্কুল টেবিল টেনিসে অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের চ্যাম্পিয়ন হল শিলিগুড়ির কৌস্তভ চক্রবর্তী। এই বিভাগে চতুর্থ রাজর্ষিপ্রতীম দত্ত। অনূর্ধ্ব-১৪ ছেলেদের রানার্স রিজায়ম মিত্র। তৃতীয় হয়েছে প্রত্যুষ মান্না। অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের বিভাগে চতুর্থ হয় বিবেষণা সাহা। অনূর্ধ্ব-১৯ ছেলেদের তৃতীয় ও চতুর্থ যথাক্রমে দেবরাজ ভট্টাচার্য এবং অভীক ধর। মেয়েদের এই বিভাগে পঞ্চম সায়ন্তনী দাশগুপ্ত। দলের কোচ ছিলেন স্বস্তিক সাহা। জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের সচিব সুজয় ঘোষরায় জানিয়েছেন, বুধবার ছেলেদের ৯ জনের জেলা দাবা দল মধ্যমগ্রাম রওনা হবে। অনূর্ধ্ব-১৪ ও ১৭ বিভাগে চারজন করে এবং অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে একজন অংশ নেবে। বৃহস্পতিবার থেকে মধ্যমগ্রাম হাইস্কুলে প্রতিযোগিতা শুরু হবে।